আমার গণিত

তৃতীয় শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর।পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচি অবলম্বনে নতুন পাঠ্যপুস্তক 'আমার গণিত' প্রকাশ করা হলো। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ — এই নথি দুটিকে নির্ভর করা হয়েছে। গণিত বইগুলিকে যথাসম্ভব প্রয়োগনির্ভর, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। আধুনিক গণিত ভাবনার প্রতিফলন বইটিতে সযত্নে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বইটিকে শিক্ষার্থীদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক করে তোলার জন্য প্রচুর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। বিমূর্ত ধারণাগুলিকে ধাপে ধাপে অভিজ্ঞতা নির্ভর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছে। অঙ্ক যে আতঙ্ক নয়, বরঞ্চ মেধাবৃদ্ধির আনন্দময় উপকরণ, সেকথা শিক্ষার্থীরা আশা করি বইটির মাধ্যমে উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে।

বইটি প্রস্তুত করেছেন নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা আর বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ। এঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রখ্যাত শিল্পী দেবাশিষ রায় বইটির অঙ্গসজ্জায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নব কলেবরে এই বই সেজে উঠেছে। আশা করা যায়, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে বইটি গণিত শিখনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে শিক্ষানুরাগী মানুষের পরামর্শ এবং মতামত আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

মানিক ভট্টাচার্য
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমাদের পরিকল্পনায় আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি।

প্রাথমিক স্তরের 'গণিত' বইগুলি 'আমার গণিত' সিরিজের অন্তর্ভুক্ত। আমার গণিত তৃতীয় শ্রেণি বইটিতে প্রাথমিক ধারণা নির্মাণ থেকে ধাপে ধাপে জটিলতর সমস্যা সমাধানের দিকে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির বইগুলিকে রঙে রূপে সাজিয়ে তুলেছেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। বিষয় শিক্ষার পাশাপাশি বইগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আনন্দময় শিখন পরিবেশও আমরা উপহার দিতে চাই। একটি চিঠিতে লিখেছিলেন শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৯১৩) : 'অঙ্ক জিনিসটা কী এবং তার ভুল জিনিসটা যে কেবল নম্বর কাটার বিষয় নয় সেটা যে যথার্থ ক্ষতির কারণ এটা খেলাচ্ছলে ছেলেদের শিখিয়ে দিলে সেটা ওদের মনে গাঁথা হয়ে যায়।' গণিত বইয়ের পরিকল্পনায় আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭

বিকাশ ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

নির্মাণ ও বিন্যাস

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

শংকরনাথ ভট্টাচার্য

সুমনা সোম

তপসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

মলয় কৃষ্ণ মজুমদার

পার্থ দাস

প্রদ্যুত পাল

পুষ্পেন্দু রক্ষিত

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

দেবাশিস রায়

রূপায়ণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

আমার গণিত

আমার নাম ....

আমার মায়ের নাম ....

আমার বাবার নাম ....

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম ....

আমার শ্রেণি ....

আমার রোল নম্বর ....

আমাদের বাড়ির ঠিকানা ....

....
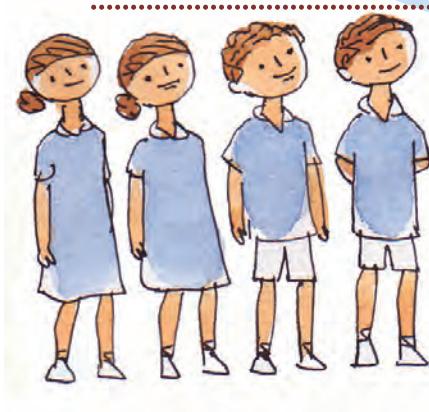
আগের পড়া মনে করি

ছবি আঁকি ও অঙ্ক করি

১) ছবি দেখি। হিসাব করি। ঘরে লিখি।
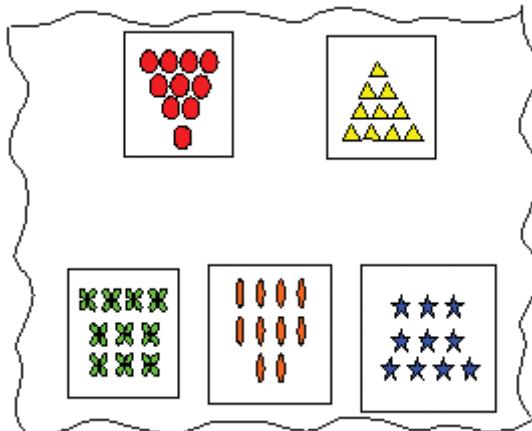
টিপের পাতা আছে [ ] টি।

প্রত্যেক টিপের পাতায় [ ] টি টিপ আছে।

মোট [ ] টি টিপ আছে।

মা ২ টি টিপ নিয়ে নিলেন।

টিপ রইল [ ] টি।

২) এই চাদরে ৪টি টিপের পাতা আঁকি। প্রতিটি টিপের পাতায় ৮টি করে টিপ এঁকে উপরের মতো কাজ করি।
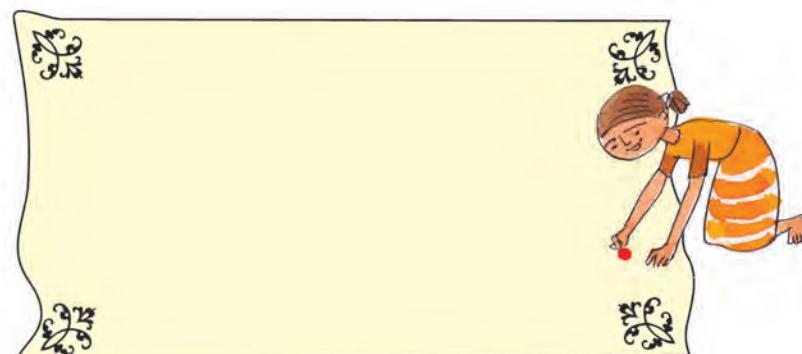
৩) ছবি দেখি। হিসাব করি। ঘরে লিখি।

গাছে আম আছে [ ] থোকা ।

প্রত্যেক থোকায় [ ] টি আম আছে ।

গাছে মোট [ ] টি আম আছে ।

গাছের তলায় [ ] টি আম পড়েছে ।

মাটিতে পড়ার আগে গাছে মোট আম ছিল [ ] টি।

অঙ্কে লিখি | কথায় লিখি

___ টা পেনসিল। ___ টা পেনসিল।

___ টা পুঁতি। ___ টা পুঁতি।
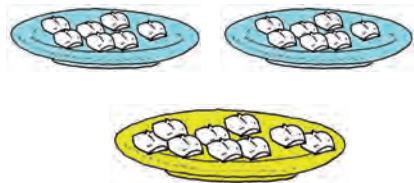
___ টা সন্দেশ। ___ টা সন্দেশ।

___ টা বেলুন। ___ টা বেলুন ।

___ টাকা। ___ টাকা।

___ টা ফুল। ___ টা ফুল।

মালাগুলো দেখি । মালায় কটি পুঁতি আছে ? কটি পাশে পড়ে আছে ?
পড়ে যাওয়ার আগে মালায় কটি পুঁতি ছিল ?

মালায় আছে ১৭ টি পুঁতি
পড়ে আছে ৩ টি পুঁতি
মালায় আগে ছিল ☐ টি পুঁতি
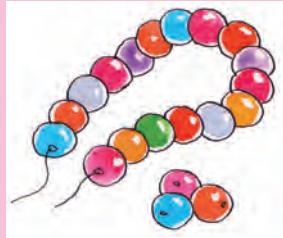
মালায় আছে ☐ টি পুঁতি
পড়ে আছে ☐ টি পুঁতি
মালায় আগে ছিল ☐ টি পুঁতি

মালায় আছে ☐ টি পুঁতি
পড়ে আছে ☐ টি পুঁতি
মালায় আগে ছিল ☐ টি পুঁতি

মালায় আছে ☐ টি পুঁতি
পড়ে আছে ☐ টি পুঁতি
মালায় আগে ছিল ☐ টি পুঁতি

মালায় আছে ☐ টি পুঁতি
পড়ে আছে ☐ টি পুঁতি
মালায় আগে ছিল ☐ টি পুঁতি

মালায় আছে ☐ টি পুঁতি
পড়ে আছে ☐ টি পুঁতি
মালায় আগে ছিল ☐ টি পুঁতি

প্রজাপতিগুলো ফুলে বসার আগে কয়েক সেকেন্ড উড়েছে। ফুল থেকে উঠে আবার কয়েক সেকেন্ড উড়ল। মোট কত সেকেন্ড উড়ল? ডানায় দুরকম লেখা আছে। যেটা ঠিক সেটায় হালকা হলুদ রং দিই।
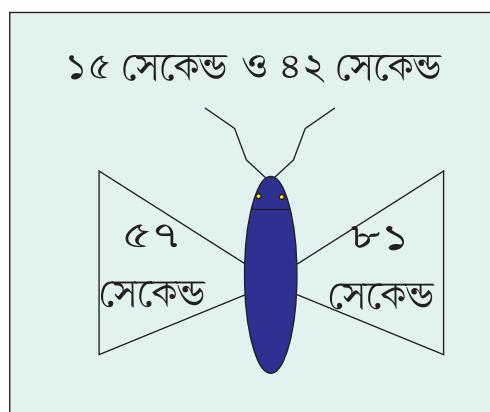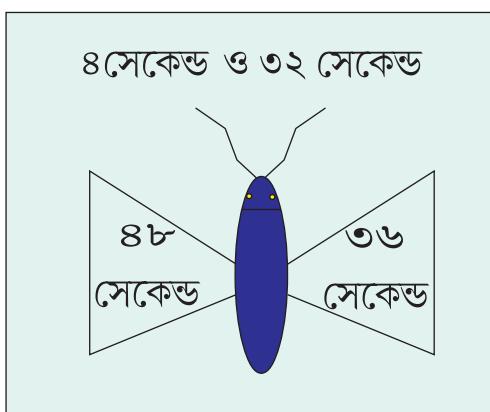
মনে মনে ভেবে ফাঁকা ঘরে লিখি :

১। আজ লীলার জন্মদিন । ইলা আর রহিম লীলাকে ৮ টা করে বেলুন দিল । লীলার কাছে বেলুন হলো ☐ টা ।

☐ + ☐ = ☐

ফোলাতে গিয়ে ৩টে বেলুন ফেটে গেল । লীলার কাছে বেলুন রইল ☐ টা । ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

লীলার বাবা লীলাকে ১৫টা বাঁশি দিলেন। লীলা বন্ধুদের দেবে। সবাইকে ১টা করে দিতে গিয়ে লীলা দেখল ৩টে বাঁশি খারাপ। ভালো বাঁশিগুলো বন্ধুদের দিল। বাঁশি পেল ☐ জন বন্ধু।

২। প্রিয়া, সোমা, মঙ্গলা, শবনম, রোজি, শুকুর আর শান ৭জন মিলে বাগানে ফুল তুলল। কে কটা ফুল তুলল তা নীচে লেখা আছে। প্রত্যেকে কিছু ফুল পাড়ার ঠাকুরমাকে দিল। কে কটা দিল তাও নীচে লেখা আছে। তাদের কার সাজিতে কটা ফুল রইল ?

নাম	ফুল তুলল	ঠাকুরমাকে দিল	সাজিতে রইল
প্রিয়া	২৮	৬	২২
সোমা	৪৪	৩	
মঙ্গলা	১৬	২	
শবনম	৩৬	৬	
রোজি	৫৭	৫	
শুকুর	৬৯	৪	
শান	১০	৩	

ঘুড়ির মধ্যে যোগ বিয়োগ করি ও নির্দেশ মতো রং করি

১৫ + ১১ = ☐	৩৮ - ১২ = ☐	৪৩ - ৩২ = ☐
৪৮ - ২৬ = ☐	১২ + ১৬ = ☐	১৮ + ২১ = ☐
৫৫ - ২১ = ☐	১৪ + ২২ = ☐	৮৬ - ৬৬ = ☐

ঘুড়ির সংখ্যার ফলাফলে দশকের ঘরে ১ এলে ঘুড়িটা (লাল) রং করি।

ফলাফলে দশকের ঘরে ২ এলে ঘুড়িটা (সবুজ) রং করি।

ফলাফলে দশকের ঘরে ৩ এলে ঘুড়িটা (হলুদ) রং করি।

কোন রং বেশি দিলাম? ☐ কোন রং কম দিলাম? ☐

যোগ বিয়োগের আগে ঘুড়ির মধ্যে বড়ো সংখ্যা কোনটা ছিল ? ☐

যোগ বিয়োগের আগে ঘুড়ির মধ্যে ছোটো সংখ্যা কোনটা ছিল ? ☐

ফলাফলে সবচেয়ে বড়ো সংখ্যা ☐। ফলাফলে সবচেয়ে ছোটো সংখ্যা ☐।

চলো বাজারে যাই

সাইকেলে চড়ে বাজারে চলি। হিসাব করে খরচ করি । ফাঁকা ঘরে লিখি :

নীলু সাইকেল চেপে বাজারে যাচ্ছে। পথে দেখল রমজান আর মিতাও সাইকেল চেপে বাজারে যাচ্ছে।

প্রতি সাইকেলে ☐ টি চাকা। তিনজনের সাইকেলে মোট ☐ টি চাকা।

বাজারে তারা তরমুজের দোকানের পাশ দিয়ে গেল। দোকানে ৪টি ঝুড়ি দেখল। প্রত্যেক ঝুড়িতে ৬টি করে তরমুজ আছে। রমজান বলল মোট ৪ × ☐ = ☐ টি তরমুজ আছে।

এবার তারা ফোন বুথে গেল। মিতা ২টি ফোন করল।

নীলু ১টা ও রমজান ১টা ফোন করল।

তারা মোট ☐ টে ফোন করল।

প্রতি ফোনের জন্য ২টাকা দিতে হলো।

তাদের মোট ☐ × ২ টাকা = ☐ টাকা দিতে হলো।

তারপর নীলু ৪আঁটি শাক কিনল। ১ আঁটি শাকের দাম ৫ টাকা। নীলু দিল ☐ × ☐ টাকা = ☐ টাকা।

রমজান এবার ২ টি গন্ধরাজ লেবু আর ১টা বেল কিনল।

একটা লেবুর দাম ৪টাকা।

২ টি লেবুর দাম ☐ × ☐ টাকা = ☐ টাকা।

১টা বেলের দাম দিল ৭টাকা।

রমজান মোট ☐ টাকা + ☐ টাকা = ☐ টাকা দিল।

মিতা ২ টি লাউ আর একটা এঁচড় কিনল।

লাউ ৯টাকা করে। ২টি লাউয়ের দাম ☐ × ☐ টাকা = ☐ টাকা।

মিতা একটা এঁচড়ের দাম দিল ১৭টাকা।

মিতা মোট ☐ টাকা + ☐ টাকা = ☐ টাকা দিল । তাদের মোট খরচ = ☐ টাকা।

যোগ এর বদলে গুণ। কতকে কত দিয়ে গুণ করতে হবে? গুণফল কত হবে?

ফাঁকা ঘরে গুণ করে লিখি এবং ঠিক ঠিক মতো রং দিই

×	১	২	৩	৪	৫
১					
২	২		৬		
৩					
৪					
৫					
৬				২৪	
৭					
৮					
৯					

গুণফলের দশকে ৪ থাকলে [লাল] দিই।

গুণফলের দশকে ৩ থাকলে [হলুদ] দিই।

গুণফলের দশকে ২ থাকলে [নীল] দিই।

গুণফলের দশকে ১ থাকলে [সবুজ] দিই।

গুণফলের দশকে ০ থাকলে [গোলাপি] দিই।

[নীল] রং দিয়েছি ☐ টি ঘরে।

[লাল] রং দিয়েছি ☐ টি ঘরে।

[হলুদ] রং দিয়েছি ☐ টি ঘরে।

[গোলাপি] রং দিয়েছি ☐ টি ঘরে।

[সবুজ] রং দিয়েছি ☐ টি ঘরে।

বেশি ঘরে দিয়েছি ☐ রং।

সমান ভাগে ভাগ করি

তিন থেকে শুরু করে দুই ঘর ছেড়ে ছেড়ে রং দিই।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
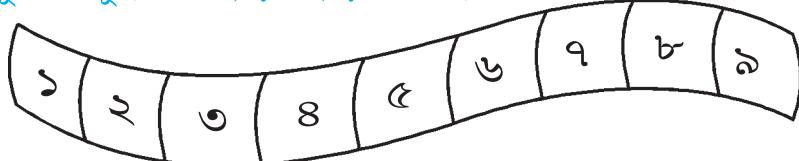
১) রানার বাড়িতে তিন বন্ধু বেড়াতে এসেছে। রানার দাদু ৯টা সন্দেশ এনে দিলেন। রানা সন্দেশগুলো তিন বন্ধুর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিল। রানা প্রত্যেককে ☐ টি করে সন্দেশ দিল।

☐ ÷ ☐ = ☐
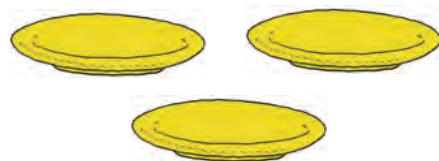
২) আসাদ দাদা হনুমানদের কলা খাওয়ান। ৪টে হনুমানকে ১৬ টা কলা সমান করে ভাগ করে দিলেন। প্রত্যেক হনুমান ☐ টি করে কলা পেল।

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

৩) চাচা আমিনাদের ৫জনকে মোট ১৫টা চকোলেট সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন। আমিনারা প্রত্যেকে ☐ টা করে চকোলেট পেল।

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

৪)রিমলি বইয়ের তাকে ২১টা বই রাখবে। ৩ টে খোপ। প্রতি খোপে সমান বই রাখতে হবে। রিমলি প্রতি খোপে ☐ টা বই রাখল।

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

৫) সবুজরা ৪ বন্ধু জল ছেঁচে ২৪টা মাছ ধরল। সমান ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকে ☐ টা করে মাছ নিল।

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো সংখ্যা লিখি। দুটো করে সমস্যা তৈরি করি

১২ ÷ ২ → ৬

৫ + ১ → ৬

১। ক) কাকা ১২টা লিচু ২জনকে সমান ভাগে ভাগ করে দিল। প্রত্যেকে কটা পাবে?

খ) মা তোমাকে ৫টা কুল দিলেন। দাদা আরো ১টা দিল। তোমার কাছে মোট কটা কুল হলো?

☐ + ৩ → ৮

৪ × ☐ → ৮

২। ক)

খ)

☐ − ৩ → ১০

৪ + ☐ → ১০

৩। ক)

খ)

ফাঁকা ঘরে ঠিকমতো সংখ্যা লিখি। প্রথম ঘরের সংখ্যাটি ২০ -র মধ্যে লিখি
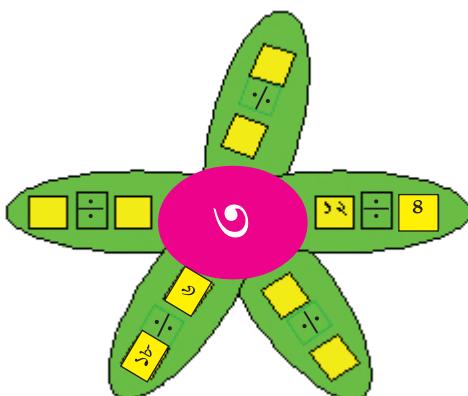
রেলগাড়ির বগিগুলোর গায়ে বিশেষ বিন্যাসে নম্বর দেওয়া আছে।
যেখানে লেখা নেই সেখানে নম্বর লিখি :

২ ৪ ৬ ৮ ১৮

১ ৩ ৫ ৯

৫০ ৪৫ ৪০

২ ১২ ২২ ৩২

৩ ৬ ৯

৯৬ ৯৩ ৯০ ৮৭ ৮৪
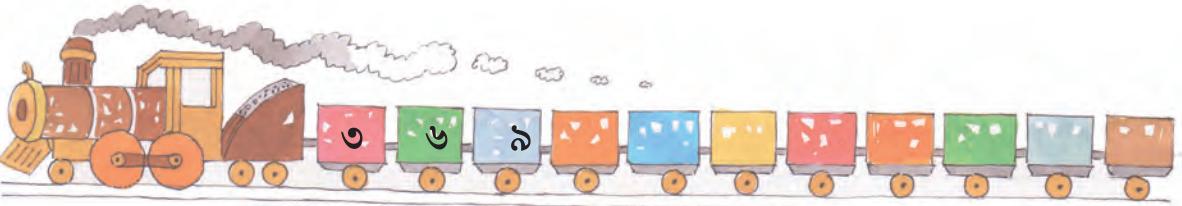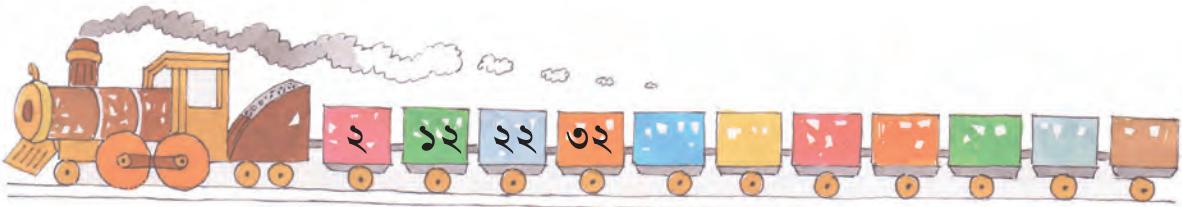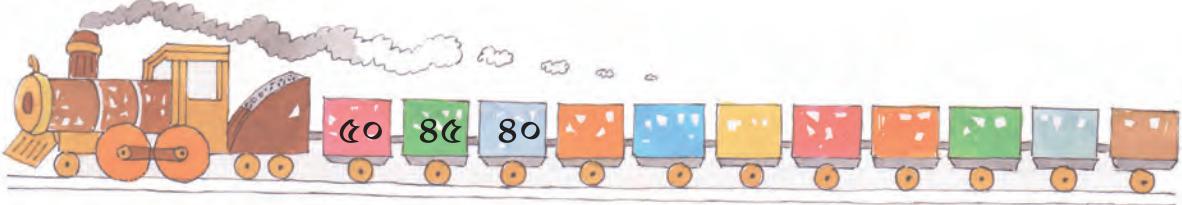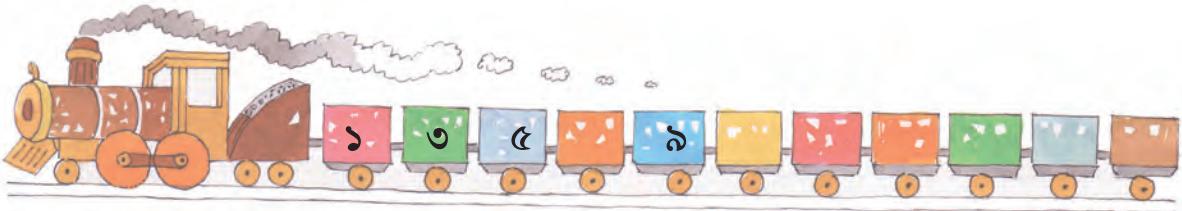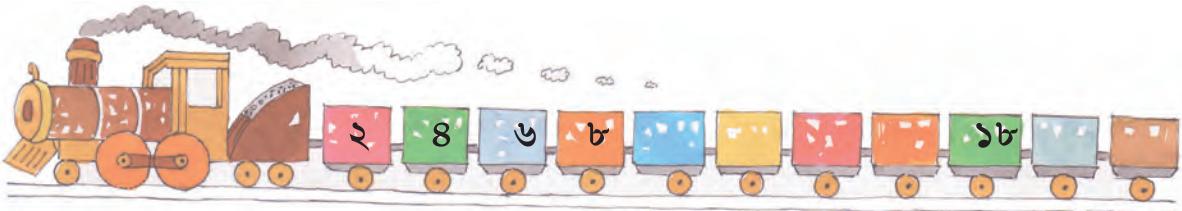
১) যোগ করি	২) বিয়োগ করি	৩) গুণ করি
২ ৮	৩ ৭	১ ৩
+ ৭	− ৪	× ৩
______	______	______
______	______	______

৪) উপর-নীচে লিখে যোগ করি

ক) ৬৭ ও ৭   খ) ৪৩, ৬ ও ২০   গ) ৭৪, ১৭ ও ৫

ঘ) ৬৪, ৬ ও ৮   ঙ) ৪, ৩ ও ১৬   চ) ৫, ৪ ও ২৩

৫) উপর-নীচে লিখে বিয়োগ করি

ক) ২৭ থেকে ৭   খ) ৪৭ থেকে ১৫   গ) ৭৪ থেকে ৫

ঘ) ৪৮ থেকে ১৪   ঙ) ৫৫ থেকে ১২   চ) ৬৩ থেকে ১৪

৬) উপর-নীচে লিখে গুণ করি

ক) ৬ কে ৩ দিয়ে   খ) ১৬ কে ৪ দিয়ে   গ) ১৪ কে ৫ দিয়ে

ঘ) ২১ কে ৩ দিয়ে   ঙ) ১০ কে ৫ দিয়ে   চ) ২৪ কে ৪ দিয়ে

৭) ভাগ করি। ভাগফল ও ভাগশেষ লিখি

```
   ১  ২
  দ  এ
৪| ৪  ৮        ৫| দ এ        ৩| দ এ
 −৪   (৪ × ১ =  ৪)   ৫  ৫          ৪  ৯
 ----
      ৮
   − ৮  (৪ × ২ = ৮)
   ----
      ০
```

ভাগফল = ১২, ভাগশেষ = ০

৮) ভাগ করি। ভাগফল ও ভাগশেষ লিখি

ক) ২৭ কে ৩ দিয়ে   খ) ৪৪ কে ৪ দিয়ে   গ) ৩৬ কে ৩ দিয়ে

ঘ) ১৭ কে ৩ দিয়ে   ঙ) ৩৪ কে ৪ দিয়ে   চ) ৫৭ কে ৫ দিয়ে

শিখন সামর্থ্য: *দুই অঙ্কের সংখ্যার যোগ, বিয়োগ (< ৯৯), এক অঙ্কের সংখ্যার সাথে এক অঙ্কের সংখ্যার গুণ, দুই অঙ্কের সংখ্যাকে ১থেকে ৫ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে ভাগ, দুই অঙ্কের বাস্তব সমস্যা তৈরি ও সমাধান, সংখ্যার বিন্যাস বুঝে সংখ্যা লেখা।*

আজ আমরা বাগানে খেলা করব। গাছের নীচে অনেক ফুল পড়ে আছে। আমরা সেগুলো কুড়িয়ে এনে গাছের নীচে জড়ো করব।

এবার দেখি কে কতগুলো ফুল কুড়িয়ে আনলাম। নতুন ভাবে কাঠি, লাল পুঁতি আর হলুদ পুঁতির সাহায্যে গুনব। কাঠিতে ৯ টার বেশি পুঁতি রাখা যায় না।
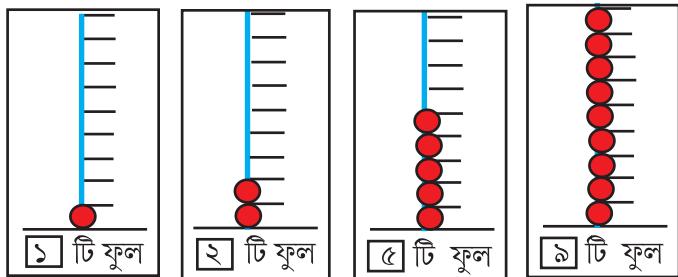
উপরের কাঠিটা একক কাঠি।
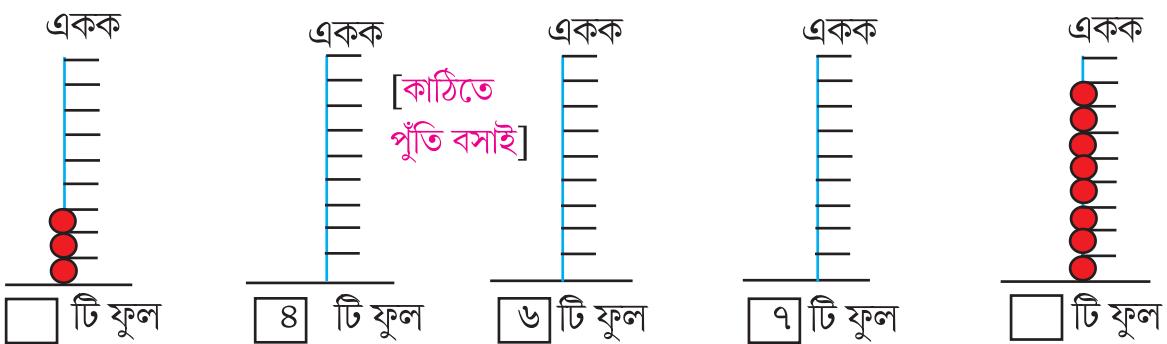
এবার ১০ টা ফুলের জন্য ১ টা হলুদ পুঁতি নেব ও আরো একটা কাঠির দরকার, কারণ ৯ টার বেশি পুঁতি একক কাঠিতে রাখা যাবে না, তাই দশক কাঠির দরকার। ১০ বোঝাতে দশক কাঠিতে একটা হলুদ পুঁতি আর ফাঁকা একক কাঠি নেব ।

দশক একক	দশক একক	দশক একক	দশক একক	দশক একক	দশক একক
১ ০	২ ০	০	৫ ০	৭ ০	৯ ০
টি ফুল	টি ফুল	টি ফুল	টি ফুল	টি ফুল	টি ফুল

আমি কুড়িয়েছি

দশক একক

১৮ টি ফুল

১ দশক ৮ একক

আঠারো

বেলা কুড়িয়েছে

দশক একক

২১ টি ফুল

দশক একক

একুশ

মলয় কুড়িয়েছে

টি ফুল

দশক একক

শিবু কুড়িয়েছে

৪৫ টি ফুল

দশক একক

রাণু কুড়িয়েছে

৫৪ টি ফুল

দশক একক

শিবু ও রাণু মিলে মোট কুড়িয়েছে

বেলা ও শিবু মিলে মোট কুড়িয়েছে

আমি ও রাণু মিলে কুড়িয়েছি

১। আমার কাছে ২৩টি কুল ছিল। দিদি আরো ৮ টি কুল আমাকে দিল।
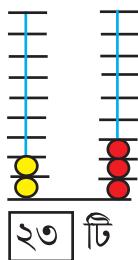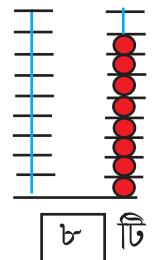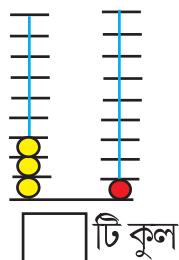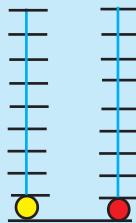
নিজেরা কাঠি ও পুঁতি এঁকে সমাধান করি :

২। পুকুরে প্রথমদিনে ২৮টি রুই মাছ ছাড়া হল এবং পরের দিন ২৫টি রুইমাছ ছাড়া হলো। এখন দুদিনে পুকুরে মোট মাছ হলো ☐ টি।
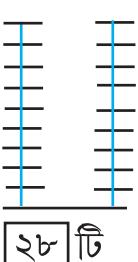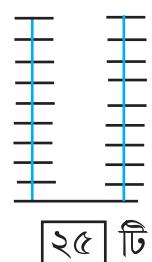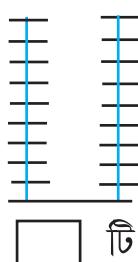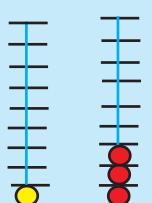
৩। বাবা বাজারে গিয়ে ১০ টাকার তরমুজ, ৫১ টাকার মাছ ও ২০ টাকার আলু কিনলেন। বাবা মোট ☐ টাকা খরচ করলেন।
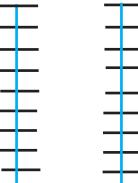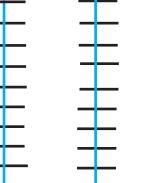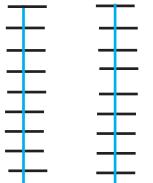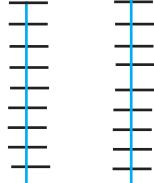
৪। আজ স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে ৩৮ জন ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪৬ জন এসেছে। ঐ দুই শ্রেণিতে মোট ☐ জন এসেছে।

দশক একক ＋ দশক একক ＝ দশক একক

৩৮ জন   ৪৬ জন   ☐ জন

ভাষা দিয়ে বাস্তব সমস্যা তৈরি করি ও সমাধান করি:

৫।
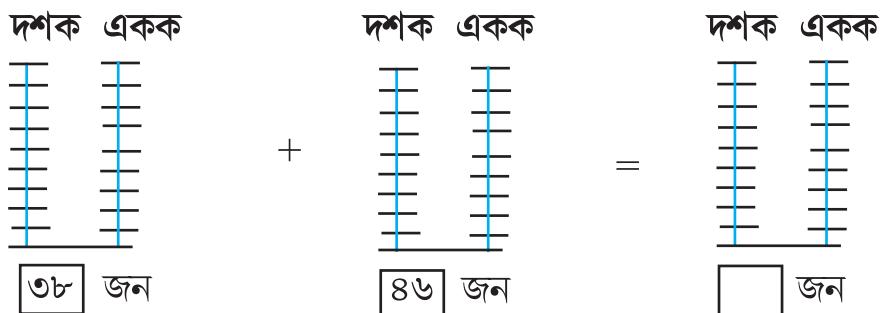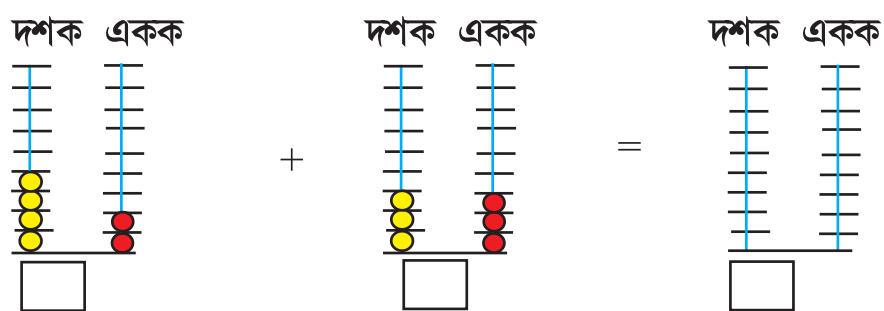
আমার কাছে ৪২টি লজেন্স ছিল। মধু ৩৩টি লজেন্স দিল। এখন আমার কাছে ☐ টি লজেন্স রইল।

৬।
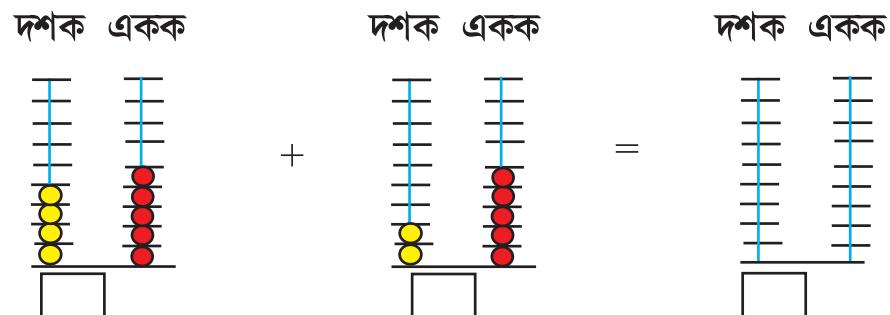
ভাষা দিয়ে বাস্তব সমস্যা তৈরি করি ও সমাধান করি:

শিখন সামর্থ্য : রঙিন পুঁতি ও কাঠির সাহায্যে সংখ্যা লেখা, যোগ ও বাস্তব সমস্যা তৈরি।

বিদ্যালয় থেকে বেড়িয়ে আসি

আমি হাওড়া জেলার বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ি। এবার আমাদের স্কুল থেকে বেড়াতে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাওয়া হবে। বিভিন্ন শ্রেণি থেকে বেড়াতে যাওয়ার তালিকা তৈরি করলাম।

প্রথম শ্রেণি — ২৩ জন

দ্বিতীয় শ্রেণি — ২৪ জন

তৃতীয় শ্রেণি — ২৫ জন

চতুর্থ শ্রেণি — ২৭ জন
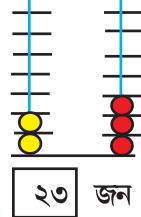
প্রথম শ্রেণি — দশক একক — ২৩ জন

দ্বিতীয় শ্রেণি — দশক একক — ২৪ জন
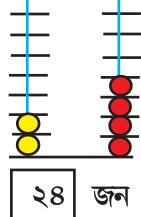
দশক একক — ৪৭ জন
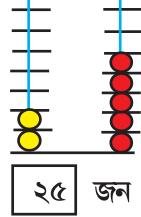
তৃতীয় শ্রেণি — দশক একক — ২৫ জন

চতুর্থ শ্রেণি — দশক একক — ২৭ জন
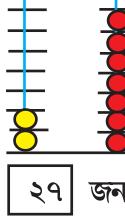
দশক একক — ৫২ জন

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মোট ছাত্রছাত্রী
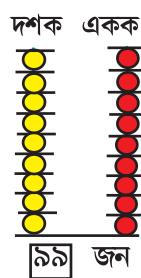
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির মোট ছাত্রছাত্রী

দশক একক — ৯৯ জন

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির মোট ছাত্রছাত্রী = ☐ জন

বেড়ানোর দিন সকালবেলা আমার বোন মিতাও যেতে চাইল।

এখন মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হয়, ৯৯ + ১ = ☐ জন

দশক একক

তাহলে এখানে ১০ টা লাল পুঁতি হবে। যার জন্য ১টা হলুদ পুঁতি নেব।

দশক একক

এখানে ১০ টা হলুদ পুঁতি হবে যা দশক কাঠিতে ধরবে না। তাই একটি নতুন কাঠি দরকার। যা হবে শতক কাঠি। এখন ১০ টা হলুদ পুঁতির জন্য ১ টা সবুজ পুঁতি নেব।

শতক দশক একক

১ ০ ০

শতক দশক একক

১

শতক দশক একক

১ ০

শতক দশক একক

☐

শতক দশক একক

১ শতক বা এক শ

১০০

শতক দশক একক

☐ শতক বা ☐ শ

☐

শতক দশক একক

☐ শতক বা ☐ শ

☐

শতক দশক একক

☐ শতক বা ☐ শ

☐

শতক দশক একক

☐ শতক বা ☐ শ

☐

শতক দশক একক

☐ শতক বা ☐ শ

☐

শতক দশক একক

☐ শতক বা ☐ শ

☐

শতক দশক একক

☐ শতক বা ☐ শ

☐

শতক দশক একক

☐ শতক বা ☐ শ

☐
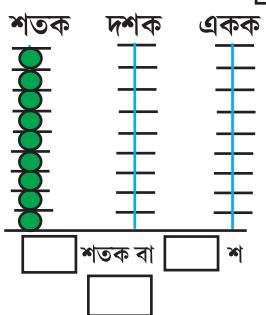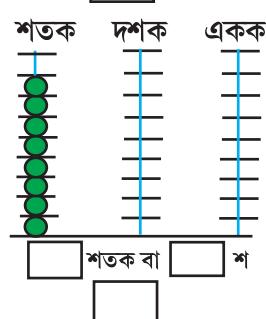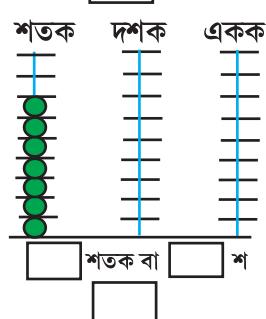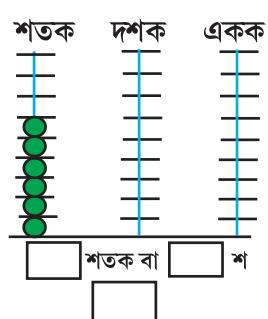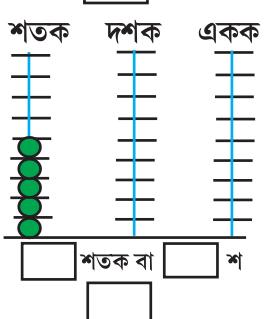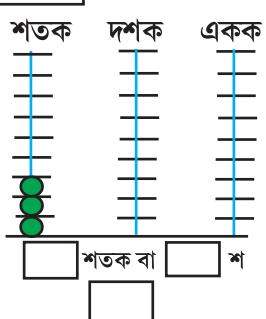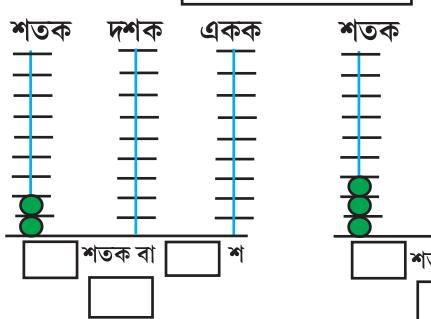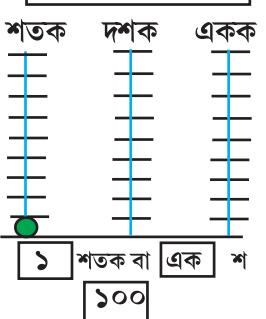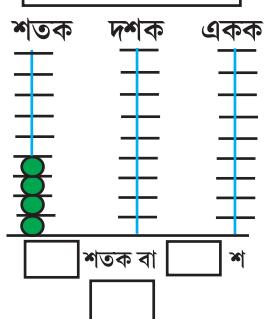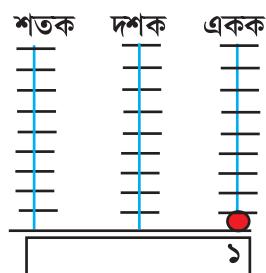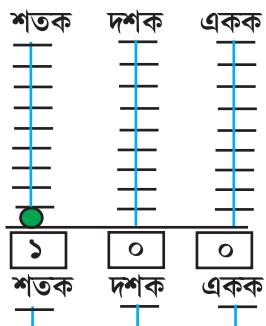
শিখন সামর্থ্য : তিন অঙ্কের সংখ্যার প্রয়োজনবোধ তৈরি ও তা পুঁতি ও কাঠির সাহায্যে প্রকাশ।

নিজেদের প্রদর্শনীতে জিনিস বিক্রি

পুরুলিয়া জেলার বি. এন. আর মাঠে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে ক্ষুদিরাম মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্কুল, নন্দলাল প্রাথমিক বিদ্যামন্দির ও নজরুল প্রাথমিক বিদ্যাভবনের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে। আমরা আমাদের তৈরি জিনিস বিক্রি করব। দিদিমণিরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী কিনবেন।

ক্ষুদিরাম মেমোরিয়াল প্রাথমিক স্কুল (মাটির জিনিস বিক্রি করে) ⟶ ১১০ টাকা পেয়েছে।

নন্দলাল প্রাথমিক বিদ্যামন্দির (কাপড়ের জিনিস বিক্রি করে) ⟶ ১০১ টাকা পেয়েছে।

নজরুল প্রাথমিক বিদ্যাভবন (আঁকা ও পেপার কাটিং বিক্রি করে) ⟶ ২০২ টাকা পেয়েছে।

শতক দশক একক

এক শতক এক দশক শূন্য একক

একশো দশ

১১০

শতক দশক একক

এক শতক শূন্য দশক এক একক

একশো এক

১০১

শতক দশক একক

দুই শতক শূন্য দশক দুই একক

২০২

সংখ্যা দেখে পুঁতি বসাই :

শতক দশক একক

চার শতক দুই দশক এক একক

শতক দশক একক

চার শতক পাঁচ দশক তিন একক

শতক দশক একক

শতক দশক একক
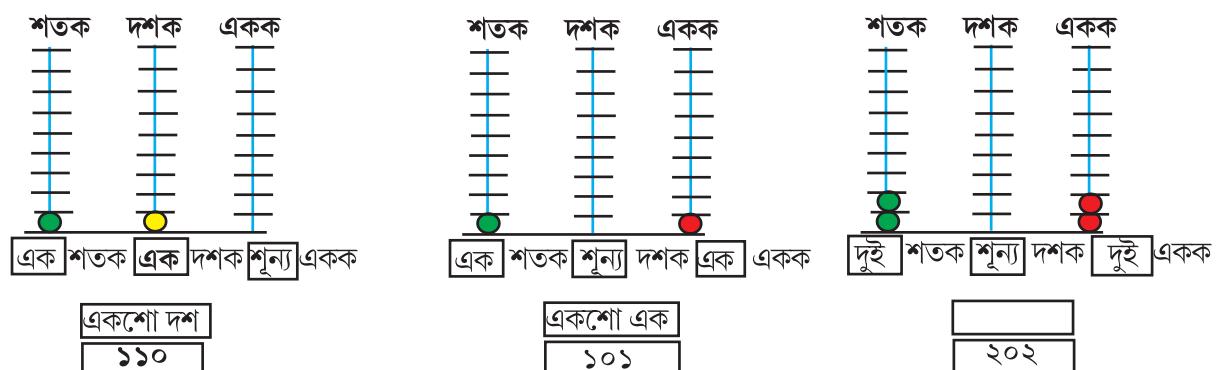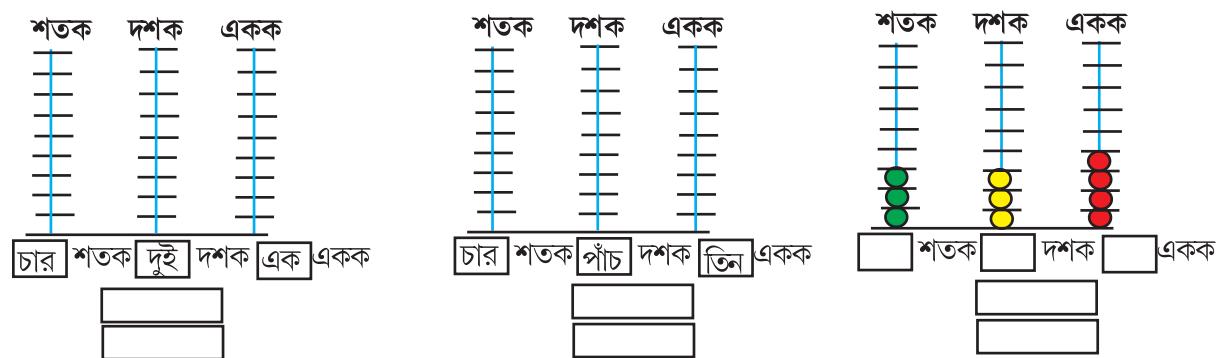
টেলিভিশনে কার রান কত দেখি

দ্রাবিড়ের রান — ১১৯
লক্ষ্মণের রান — ১১১
শচীনের রান — ১২৮

দ্রাবিড়ের রান — ১১৯

শতক	দশক	একক
১	১	৯

লক্ষ্মণের রান — ১১১

শতক দশক একক

শচীনের রান — ১২৮

শতক দশক একক

নিজের ইচ্ছামতো পুঁতি বসিয়ে সংখ্যা লিখি :
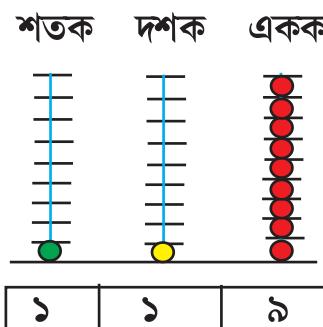
শতক দশক একক

☐ শতক ☐ দশক ☐ একক

শতক দশক একক

☐ শতক ☐ দশক ☐ একক

শতক দশক একক
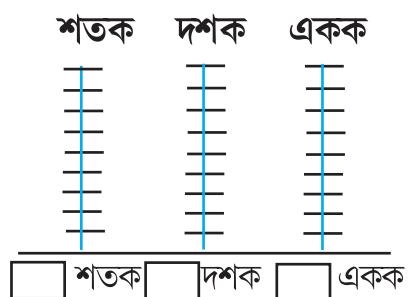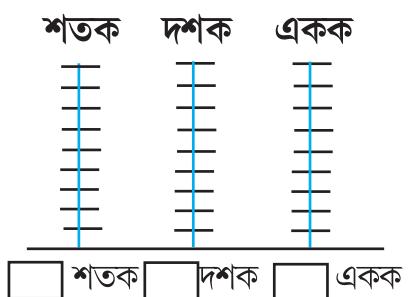
☐ শতক ☐ দশক ☐ একক

তিন অঙ্কের সবচেয়ে বড়ো সংখ্যা কাঠিতে পুঁতি এঁকে বসাই

মেলার মজা

এবছর পশ্চিম মেদিনীপুরে একটি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে ঘাটাল থেকে ৪৮০ জন, চন্দ্রকোণা থেকে ৩৫০ জন ও দাঁতন থেকে ২৩৫ জন এসেছেন।
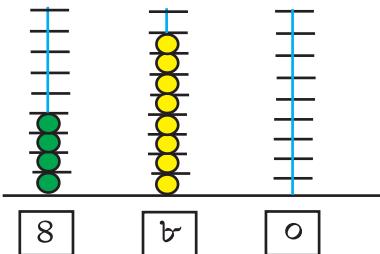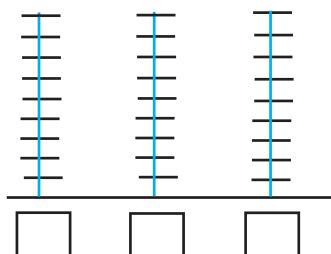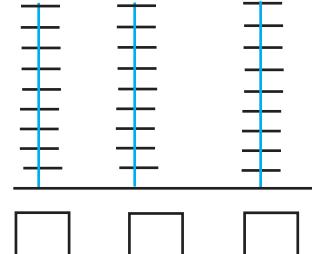
সঠিক উত্তরটিতে রং দিই :

চারশত বত্রিশ	→	৪২০ ৪১২	৪৩২ ৪০২
পাঁচশত সাত	→	৫৮৭ ৫৭১	৫৭০ ৫০৭
সাতশত আট	→	৭০৯ ৭০৮	৭৬৮ ৭১৬
দুইশত তেতাল্লিশ	→	২৫২ ২১৪	২৩৪ ২৪৩
তিনশত তেত্রিশ	→	৩০৩ ৩৩৩	৩৩০ ৩৩১

মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বাড়ি বাড়ি নম্বর লিখে দিয়ে যায় । ওরা ঠিক করেছেন যে এই কাজে ছাত্রদের সঙ্গে নেবেন । ছাত্ররা বাড়ি বাড়ি ফাঁকা জায়গায় নম্বর লিখবে ও রং করবে ।

সংখ্যা		শতক	দশক	একক		কথায়
৫৮৫	→	৫	৮	৫	→	পাঁচশো পঁচাশি
৩০৪	→	শতক	দশক	একক	→	
	→	শতক	দশক	একক	→	দুশো তেত্রিশ
৪৪১	→	শতক	দশক	একক	→	
	→	শতক	দশক	একক	→	দুশো পঁচাত্তর
৭০০	→				→	
৮৫১	→				→	
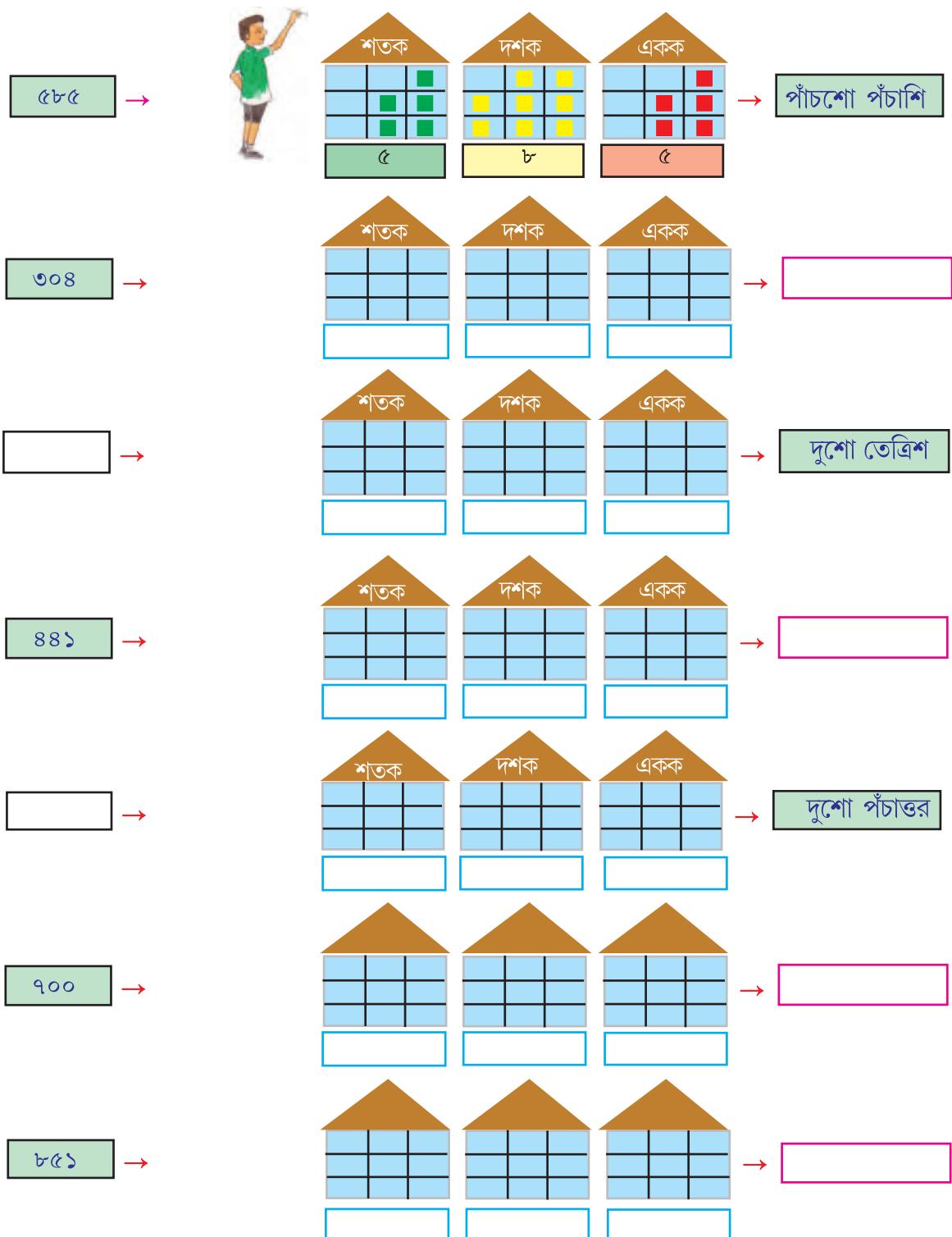
শিখন সামর্থ্য : তিন অঙ্কের সংখ্যার কথায় ও অঙ্কে লেখা।

রঙিন কার্ড নিয়ে খেলি

হরিণের গায়ের চাকা চাকা দাগ গুনি।

১ টি দাগের জন্য ১ কার্ড ঝুড়িতে রাখি ।

৬ টি দাগের জন্য ১ ১ ১ ১ ১ ১ রাখি ।

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ টি কার্ড ৮টি দাগের জন্য রাখি ।

এতগুলো কার্ডে ঝুড়ি ভরে যাবে , কারণ হরিণের গায়ে অনেক দাগ ।

তাই ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ → ১০ কার্ড রাখব

অর্থাৎ ১০টি ১ কার্ডের বদলে একটা ১০ কার্ড রাখব।

আবার ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ → ১০০ কার্ড রাখব

অর্থাৎ ১০টি ১০ কার্ডের বদলে একটা ১০০ কার্ড রাখব।

কার্ড এঁকে সংখ্যা তৈরি করি ও রং দিই

২৮ = ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

৩১ =

৯২ =

১৪২ = ১০০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১ ১

২২৫ =

৩২১ =

৭৩২ =

৬০২ =

ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড়াই

আজ বকুলতলার মৈত্রী সংঘ মাঠে পাড়ার খেলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে । দৌড় , চামচ-গুলি , অঙ্ক রেস, যেমন খুশি সাজো , ব্যালান্স রেস হবে । দৌড় প্রতিযোগিতায় ২১২ নম্বরের খেলোয়াড় প্রথম হয়েছে।২১২ নম্বর খেলোয়াড়ের নাম মিহির দাস । ২১২ নম্বর রঙিন কার্ড দিয়ে বোঝাই।

স্থানীয় মান অনুসারে :

∴ এককের ঘরের স্থানীয় মান ১

দশকের ঘরের স্থানীয় মান ১০

শতকের ঘরের স্থানীয় মান ১০০

কার্ড নিয়ে সংখ্যা বসাই :

স্থানীয় মান অনুসারে

শতক	দশক	একক		বিস্তৃত করে লিখি		কথায় লিখি		অঙ্কে লিখি
১০০	১০ ১০ ১০ ১০	১ ১ ১ ১ ১	→		→		→	
□	□	□						

শতকের ঘরের প্রকৃত মান □ স্থানীয় মান □

দশকের ঘরের প্রকৃত মান □ স্থানীয় মান □

এককের ঘরের প্রকৃত মান □ স্থানীয় মান □

স্থানীয় মান অনুসারে

শতক	দশক	একক		বিস্তৃত করে লিখি		কথায় লিখি		অঙ্কে লিখি
	১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০	১ ১ ১ ১	→		→		→	
০	□	□						

শতকের ঘরের প্রকৃত মান □ স্থানীয় মান □

দশকের ঘরের প্রকৃত মান □ স্থানীয় মান □

এককের ঘরের প্রকৃত মান □ স্থানীয় মান □

স্থানীয় মান অনুসারে

শতক	দশক	একক		বিস্তৃত করে লিখি		কথায় লিখি		অঙ্কে লিখি
১০০ ১০০ ১০০	১০ ১০	১ ১ ১	→		→		→	
□	□	□						

শতকের ঘরের প্রকৃত মান □ স্থানীয় মান □

দশকের ঘরের প্রকৃত মান □ স্থানীয় মান □

এককের ঘরের প্রকৃত মান □ স্থানীয় মান □

স্থানীয় মান অনুসারে

শতক	দশক	একক		বিস্তৃত করে লিখি		কথায় লিখি		অঙ্কে লিখি
১০০ ১০০ ১০০ ১০০	১০ ১০	১ ১ ১	→	৪০০ + ২০ + ৩	→	চারশত তেইশ	→	৪২৩
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০		১ ১ ১ ১ ১ ১ ১	→	৫০০ + ০ + ৭	→		→	
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০		→		→		→	
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	১০ ১০ ১০ ১০ ১০	১ ১	→		→		→	
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	১০ ১০	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১	→		→		→	
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১	→		→		→	
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০			→		→		→	
১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০	১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১	→		→		→	

দাগ দিয়ে মিল করি :

সংখ্যায় লিখি	বিস্তৃত করে কথায় লিখি	কথায় লিখি
২০০	চার শত চার দশ নয়	পাঁচশো এক
৫০১	ছয় শত ছয় দশ ছয়	তিনশো বত্রিশ
৩৩২	দুই শত	চারশো উনপঞ্চাশ
৪৪৯	সাত শত আট দশ আট	দুশো
৬৬৬	পাঁচ শত এক	ছশো ছেষট্টি
৭৮৮	তিন শত তিন দশ দুই	সাতশো অষ্টআশি
৮৯৯	দুই শত পাঁচ দশ তিন	সাতশো সাত
৭০৭	এক শত এক দশ	আটশো নিরানব্বই
১১০	আট শত নয় দশ নয়	দুশো তিপান্ন
২৫৩	সাত শত সাত	একশো দশ

শিখন সামর্থ্য : *রঙিন কার্ড নিয়ে তিন অঙ্কের সংখ্যা তৈরি, স্থানীয় মান অনুসারে সংখ্যার কথায় ও অঙ্কে বিস্তার। সংখ্যার প্রকৃত মান ও স্থানীয় মানের ধারণা।*

পথের ধারের ফলক দেখি

আমি বাবার সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। পথের ধারে পাথরের উপর সংখ্যা লেখা আছে, সেখান থেকে আমি সংখ্যা গুনতে শুরু করলাম।

ফাঁকা ঘরে পরবর্তী সংখ্যাগুলি পরপর লিখি :

১৪৯

১৫৬
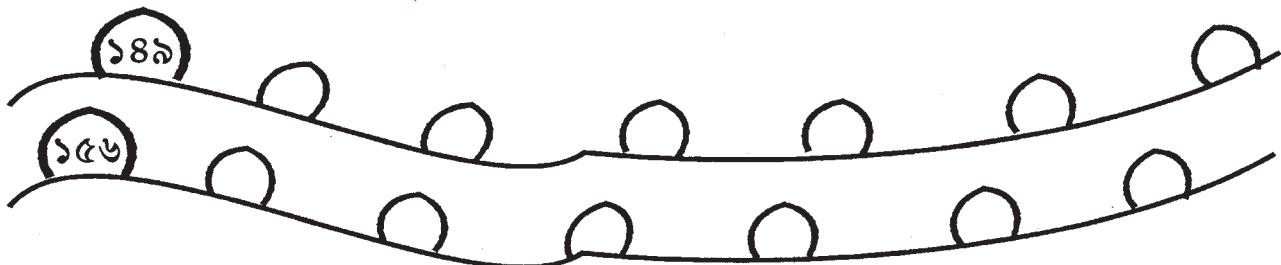
৩০০						
৫৮৮						

ঠিক আগের সংখ্যাগুলি ফাঁকা ঘরে লিখি :

						১৩১
						৩০১
						৪০০
						৭১৯

ফাঁকা ঘরে সংখ্যা লিখি :

ঠিক আগে ও পরে লিখি :

> বা < চিহ্ন দিয়ে বড়ো ছোটো লিখি :

ছবি দেখে সংখ্যায় লিখি ও কথায় লিখি :

১, ২, ৩

৩১২
তিনশো বারো

১২৩
একশো তেইশ

৩২১
তিনশো একুশ

১৩২
একশো বত্রিশ

২৩১
দুশো একত্রিশ

২১৩
দুশো তেরো

২, ৩, ৪

৩, ৪, ৫

৪, ৫, ৬

৫, ৬, ৭

(নিজেরা সংখ্যা বসাই)

শিখন সামর্থ্য : তিন অঙ্কের সংখ্যায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংখ্যা লেখা, সংখ্যার ছোট বড়ো বিচার, তিনটি অঙ্ক দিয়ে তিন অঙ্কের সংখ্যা তৈরি।

বাগানে ফুল তুলি

সবিতা সকালে বাগান থেকে ফুল তুলতে গেল। সে দেখলো শিউলি গাছে ও টগর গাছে অনেক ফুল ফুটেছে। সে ফুল গুনতে শুরু করল। গাছে অনেক ফুল। তাই সে ঠিক করল রঙিন কার্ড দিয়ে গুনবে।

১ টা ফুলকে কার্ড দিয়ে

১০ টা ফুলকে ১০ কার্ড দিয়ে

১০০ টা ফুলকে ১০০ কার্ড দিয়ে সে গুনতে শুরু করল।

সে গুনলো,

শিউলি ফুল   = ৩০০ + ৫০ + ৪ = ৩৫৪টি

টগর ফুল   = ২০০ + ১০ + ২ =২১২টি

মোট ফুল   +

৩৫৪ ২১২

=

৫৬৬
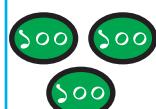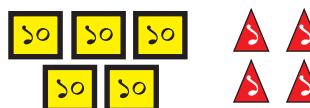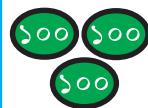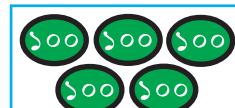
যাত্রা পালা দেখতে যাই

রসুলপুর গ্রামে যাত্রা পালা চলছে। সামনের মেঝেতে অনেকে বসে যাত্রা দেখছেন। প্রথম দিনে ১১০ জন ও দ্বিতীয় দিনে ১২৩ জন যাত্রা দেখতে এসেছেন।

	শতক	দশক	একক		
প্রথম দিনে	১০০	১০		১১০	জন
দ্বিতীয় দিনে	১০০	১০ ১০	১ ১ ১	১২৩	জন
	১০০ ১০০	১০ ১০ ১০	১ ১ ১		জন

ঐ দুদিনে মোট ☐ জন যাত্রা দেখতে এসেছেন।

কার্ড নিয়ে খেলা করি

(১)

	শতক	দশক	একক
২৩১			
+ ১০৫			
☐ ⟵			

(২)

	শতক	দশক	একক
৩০৪			
+ ২৩২			
☐ ⟵			

(৩)

	শতক	দশক	একক
২৭১			
+ ১১০			
☐ ⟵			

(৪)

	শতক	দশক	একক
১০৫			
+ ৩২১			
☐ ⟵			

শিখন সামর্থ্য *: বাস্তব সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে তিন অঙ্কের সংখ্যার সহজ যোগ (হাতে না থাকার যোগ)।*

ফল কিনে আনি
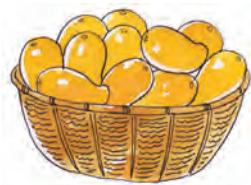
৮৭ টাকা

২৫ টাকা

অমল দোকান থেকে কিছু ফজলি আম ৮৭ টাকা আর কিছু ল্যাঙড়া আম ২৫ টাকা দিয়ে কিনল ।
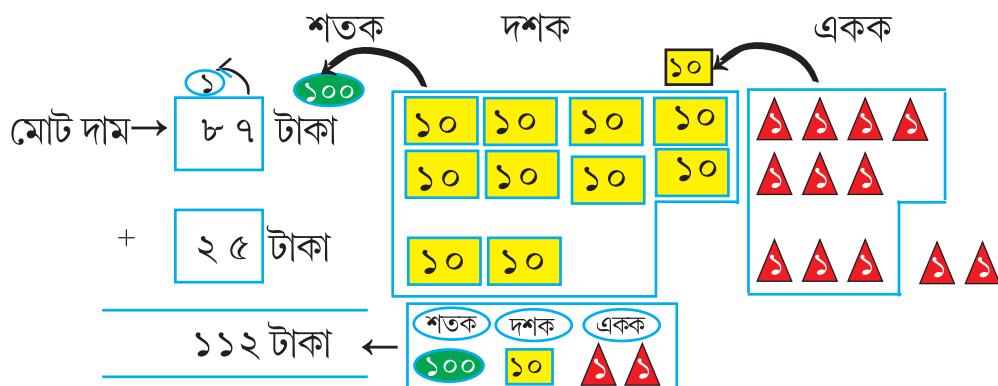
অমল দোকানিকে মোট ১১২ টাকা দিয়েছে ।
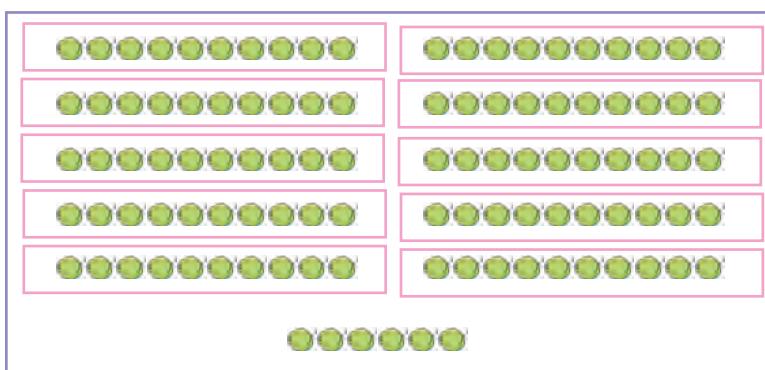
বারুইপুরের এক বাড়ির উঠোনে ☐ টি পেয়ারা রাখা আছে, দিদি আরো ৫টি পেয়ারা দিল ।
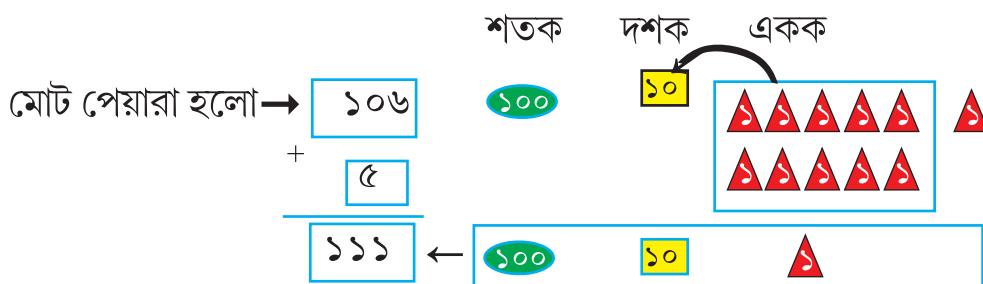
ইচ্ছেমতো কার্ড নিয়ে খেলা করি

টেবিলে ছড়ানো কার্ড ইচ্ছেমতো তুলে যোগ করি :

৩. মিতা কার্ড তুলেছে → ১০০ ১০০ | ১০ ১০ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

কাদির কার্ড তুলেছে → ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

শ দ এ

\+ ৫০০

৪. নাজিরা কার্ড তুলেছে → ১০০ ১০০ | ১০ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

সোহম কার্ড তুলেছে → ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

শ দ এ

\+

৫. লীনা কার্ড তুলেছে → ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ | ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ | ১ ১ ১

নাফিসা কার্ড তুলেছে → ১০ ১০ ১০ ১০ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

শ দ এ

\+

৬.করিম কার্ড তুলেছে → ১০০ ১০০ ১০০ | ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ | ১ ১ ১ ১ ১

গৌতম কার্ড তুলেছে → ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ | ১ ১ ১ ১ ১

শ দ এ

\+

কার্ড ছাড়া যোগ করি

শ	দ	এ
৩	২	৫
+		২

শ	দ	এ
৫	০	১
+	১	৮

শ	দ	এ
২	২	৭
+	১	২

	১	
শ	দ	এ
৪	২	৬
	+	৬
৪	৩	২

শ	দ	এ
৫	০	২
+		৯

শ	দ	এ
৫	০	২
+	২	৮

১	১	
শ	দ	এ
২	২	৭
	+ ৭	৫
৩	০	২

শ	দ	এ
৫	৪	৫
+	৭	০

শ	দ	এ
৭	০	৭
+ ১	০	৯

শ	দ	এ
	২	৩
+	৪	৫
+	৪	৩

শ	দ	এ
৩	২	৫
+	৪	৯
+		৪

শ	দ	এ
	২	৫
+		৭
+ ৪	২	০

শ	দ	এ
		৫
+		৮
+ ৩	২	৯

শ	দ	এ
৫	৩	২
+		০
+	৪	৯

শ	দ	এ
৬	৪	৫
+	৫	০
+		৯

বইগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে রাখি

শ্রাবণী আজ বইগুলো তিনটি আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছে।

প্রথম আলমারিতে রেখেছে ৪৫ টি বই →

দ্বিতীয় আলমারিতে রেখেছে ৪৪ টি বই →

তৃতীয় আলমারিতে রেখেছে ৪২ টি বই →

৩টি আলমারিতে সাজিয়েছে মোট ☐ টি বই
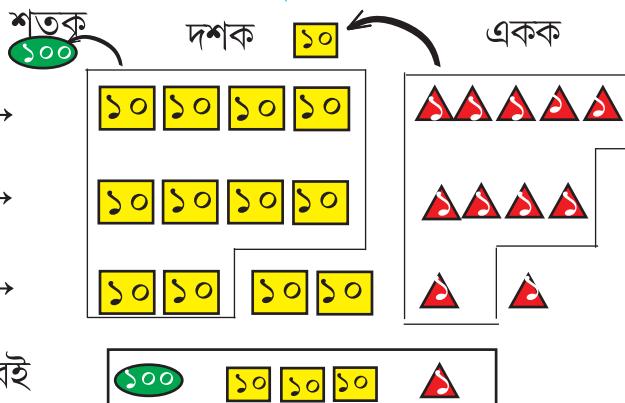
শ্রাবণীর দাদার ঘরে আলমারিতে ১০২ টি বই আছে।

শ্রাবণীর দিদির ঘরে ৪৯ টি বই আছে।

শ্রাবণী সাজাল ☐ টি বই।

এখন মোট বই হলো ☐ টি।

শ দ এ	শ দ এ	শ দ এ	শ দ এ
৮ ২	১ ২ ৮	১ ০ ৫	৩ ২ ৬
+ ৩ ৪	+ ৭ ২	+ ২ ৮ ১	+ ১ ০ ৫
+ ৪ ৮	+ ৪	+ ১ ২ ৬	+ ১ ০

শিখন সামর্থ্য : বাস্তব সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে এক অঙ্ক/দুই অঙ্ক/তিন অঙ্কের সংখ্যার অপেক্ষাকৃত কঠিনতর যোগ (হাতে থাকবে)।

১। আমাদের বাগানে তিনটি আমগাছ আছে। কালবৈশাখীর ঝড়ে অনেক আম পড়ে গেছে ।

প্রথম গাছ থেকে ৩৬ টি আম পড়েছে ।
দ্বিতীয় গাছ থেকে ৪২ টি আম পড়েছে।
তৃতীয় গাছ থেকে ৩৭ টি আম পড়েছে।
ঝড়ে মোট ☐ টি আম পড়েছে।

২। মিহির বাজারে গিয়ে ১৬০ টাকার চাল, ৩৫ টাকার চিনি ও ৮ টাকার নুন কিনেছে। সে মোট ☐ টাকার জিনিস কিনেছে।

☐ টাকা
+ ☐ টাকা
+ ☐ টাকা
☐ টাকা

৩। স্কুলের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ১১২ জন ছাত্রছাত্রী এসেছে। আমাদের শিক্ষক আর শিক্ষিকা মিলে ৫ জন এসেছেন। ৮ জন অতিথি এসেছেন। রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে মোট ☐ জন এসেছেন।

☐
+ ☐
+ ☐
☐

৪। একটা তিন অঙ্কের , একটা দুই অঙ্কের আর একটা এক অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে বাস্তব সমস্যা তৈরি করি ও যোগ করি।

বাস্তব সমস্যা :

☐
+ ☐
+ ☐
☐

শিখন সামর্থ্য : *এক অঙ্ক/দুই অঙ্ক/তিন অঙ্কের বাস্তব সমস্যা সমাধান ও বাস্তব সমস্যা তৈরি ও সমাধান।*

পাড়ার অনুষ্ঠানে যাই

১। মিতালিদের পাড়ায় এবছরের পয়লা বৈশাখে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে ৪৬ জন এসেছে। কিন্তু বিশেষ কারণে ৪ জন অন্যকাজে চলে গেল।

		দশক	একক
এসেছিল	৪৬ জন	১০ ১০ ১০ ১০	১ ১ ১ ১ ১ ১
অন্যকাজে চলে গেল	৪ জন		১ ১ ১ ১
এখন উপস্থিত আছে	৪২ জন ←	১০ ১০ ১০ ১০	১ ১
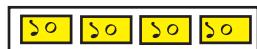
পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছে ☐ জন।

২। স্বাধীনতা দিবসে পাড়ার সকলে মিলে একসঙ্গে খাবার খাবে। ১৫৮ জন এসেছিল ।তাদের মধ্যে ৬ জন ঠিক করল তারা খাবার না খেয়ে বাড়িতে নিয়ে যাবে।
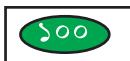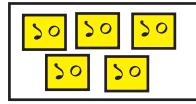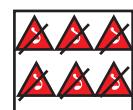
		শতক	দশক	একক
এসেছিল	১৫৮ জন	১০০	১০ ১০ ১০ ১০ ১০	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
খাবার নিয়ে চলে গেল	৬ জন			১ ১ ১ ১ ১ ১
একসঙ্গে বসে খাবার খেল	১৫২ জন ←	১০০	১০ ১০ ১০ ১০ ১০	১ ১

একসঙ্গে বসে খাবার খেল ☐ জন।

৩। এই বছরে পলাশ তার ক্ষেত থেকে ২৭৮ টি ঝিঙে তুলেছে। তার ভেতর ১৫১ টি ঝিঙে নষ্ট হয়ে গেছে। এই বছর পলাশের ক্ষেতে ভালো ঝিঙে আছে ☐ টি।

	শতক	দশক	একক
২৭৮	১০০ ১০০	১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
— ১৫১	১০০	১০ ১০ ১০ ১০ ১০	১
☐ ←	১০০	১০ ১০	১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
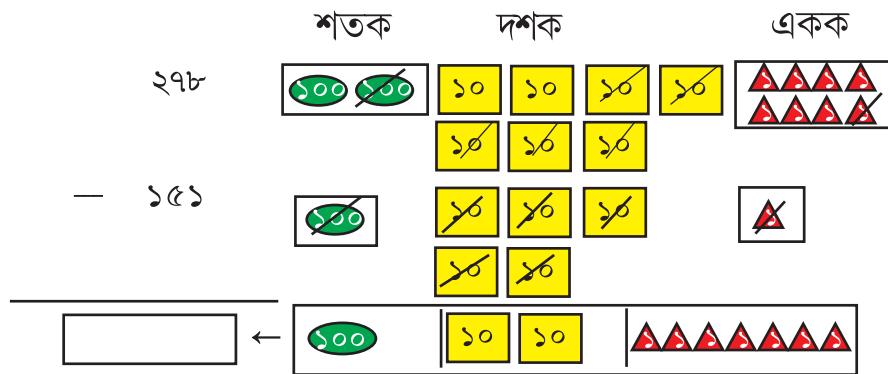
৪। আজ মাসুমের জালে ১৯৮ টি রুই মাছ উঠেছে আর দীপুর জালে ১৭৬ টি রুই মাছ উঠেছে। কার জালে রুই মাছ কটা বেশি উঠেছে?

	শতক	দশক	একক
১৯৮			
— ১৭৬			
☐ ←			
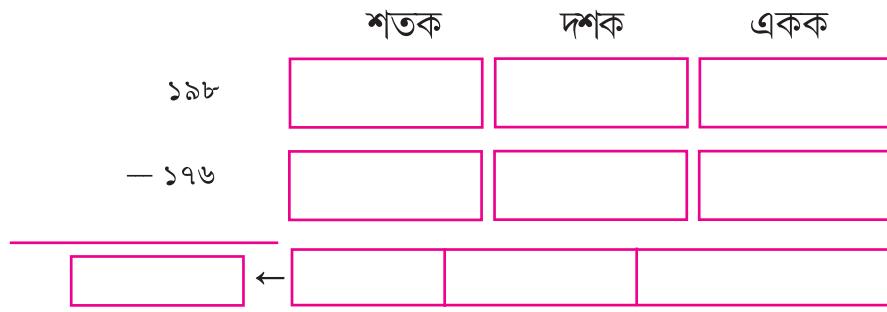
☐ এর জালে ☐ টি রুই মাছ বেশি উঠেছে।

৫। এবছরে মিতা ও তার বন্ধুরা স্কুলে১৭১ টি গোলাপের চারা গাছ লাগিয়েছে। অমল ও তার বন্ধুরা তাদের স্কুলে ১২১ টি গোলাপের চারা গাছ লাগিয়েছে। কারা কতগুলো বেশি গোলাপের চারা গাছ লাগিয়েছে?
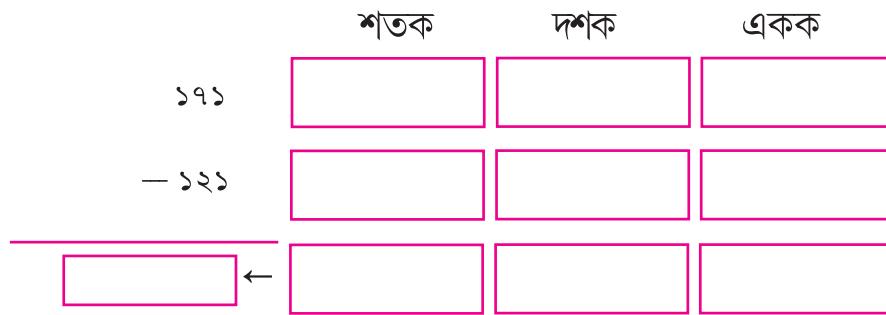
	শতক	দশক	একক
১৭১			
— ১২১			
☐ ←			

☐ ও তার বন্ধুরা ☐ টি বেশি গোলাপচারা লাগিয়েছে।

শিখন সামর্থ্য : বাস্তব সমস্যার মধ্য দিয়ে এক/দুই/তিন অঙ্কের সংখ্যার বিয়োগের প্রয়োজন বুঝে বিয়োগ শিখবে।

টেলিভিশনে খেলা দেখি

		শতক	দশক	একক
ক্রিকেট খেলায় শচীনের রান →	১৭৫	১০০	১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০	১ ১ ১ ১ ১
সৌরভের রান →	- ১৬৮	১০০	১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০	১ ১ ১ ১
	৭ ←			১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
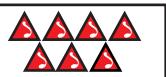
শচীনের রান সৌরভের চেয়ে ৭ বেশি।

কার্ড দিয়ে তুলনা করি

প্রিয়া ৩২১ টি শিউলি ফুল কুড়িয়েছে। সে ১৫৫ টি ফুল প্রীতিকে দিয়ে দিল। প্রিয়ার কাছে কতগুলো শিউলি ফুল আছে দেখি ।
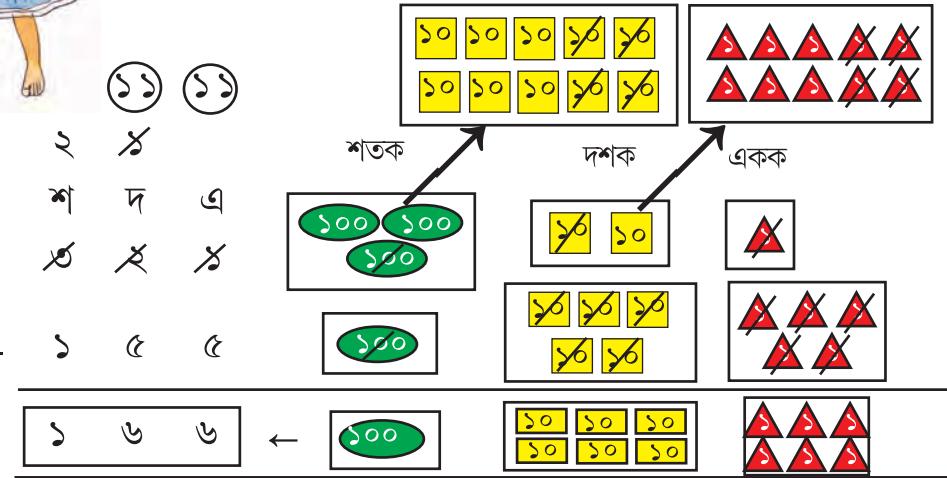
প্রিয়ার কাছে ১৬৬ টি শিউলি ফুল আছে।

কিছু কার্ড দিয়ে দিই

	শ	দ	এ	শতক	দশক	একক
	৪	০	০			
-	৩	৮	৯			

	শ	দ	এ	শতক	দশক	একক
	৬	৬	৬			
-	২	৭	৭			
			←			
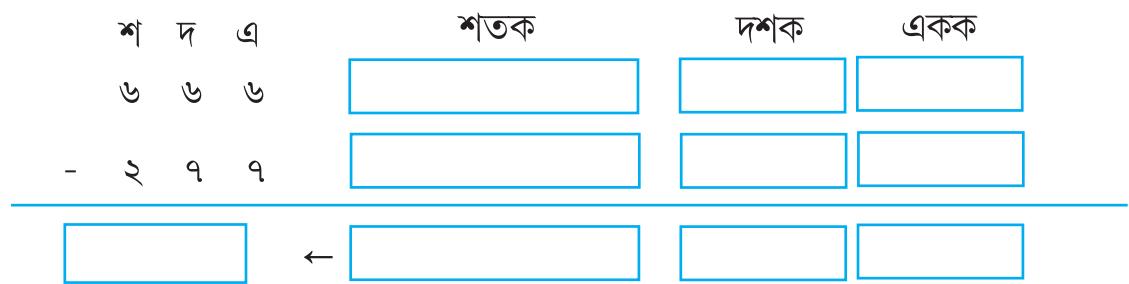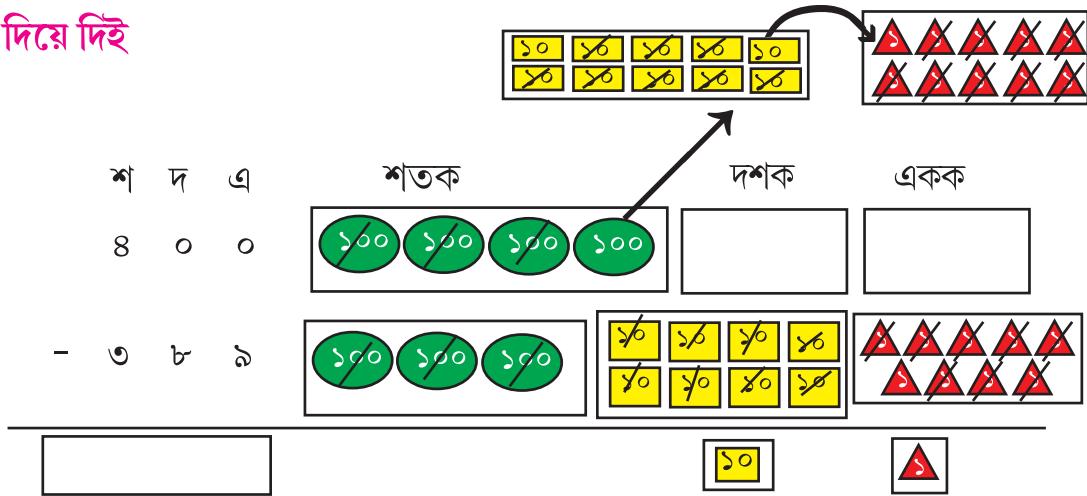
শিখন সামর্থ্য : বাস্তব সমস্যার মধ্য দিয়ে এক/দুই/তিন অঙ্কের সংখ্যার হাতে রাখা বিয়োগ।

বিয়োগ করি

	শ	দ	এ
		৮	৭
–		২	৫
		৬	২

	শ	দ	এ
	৪	৫	২
–	১	২	১

	শ	দ	এ
	৮	২	১
–	৬	১	০

	শ	দ	এ
	৯	৯	৯
–	১	০	০

		দ	এ
		৩	(১১)
		~~৪~~	~~১~~
–		১	৪
		২	৭

	শ	দ	এ
		৩	(১২)
	৫	~~৪~~	~~২~~
–	৩	১	৭
	☐	☐	৫

	শ	দ	এ
		৩	(১৩)
	৮	~~৪~~	~~৩~~
–	৩	১	৫

	শ	দ	এ
	৬	৭	০
–	৫	৩	৪

	শ	দ	এ
	৪	(১২)	(১২)
		~~২~~	
	~~৫~~	~~৩~~	~~২~~
–	২	৮	৭

	শ	দ	এ
	৬	২	৩
–	২	৭	৭

	শ	দ	এ
	৫	৫	৬
–	১	৫	৯

	শ	দ	এ
	৪	২	২
–	১	৭	৮

বিয়োগ করি

	শ	দ	এ
	৫	৮	৩
−	২	৪	১

	শ	দ	এ
	৪	□	৪
−	১	১	২
		২	

	শ	দ	এ
	□	৫	৩
−	১	১	০
	৪		

	শ	দ	এ
	৫	৬	□
−	২	২	২
			৫

	শ	দ	এ
	৮	৭	১
−	১	২	৫

	শ	দ	এ
	৫	৮	৩
−	২	১	৪

	শ	দ	এ
	২	১	১
−	১	৬	৯

	শ	দ	এ
	১	০	০
−		৯	৯

	শ	দ	এ
	৪	০	১
−		১	৯

	শ	দ	এ
	৩	২	০
−			৮

	শ	দ	এ
	২	০	৮
−		১	৮

	শ	দ	এ
	৯	০	১
−			৭

	শ	দ	এ
	৬	০	২
−			৮

	শ	দ	এ
	৫	০	২
−			৬

	শ	দ	এ
	৩	০	৭
−			৮

	শ	দ	এ
	২	০	১
−			৫

শিখন সামর্থ্য : এক/দুই/তিন অঙ্কের সংখ্যার সবরকমের বিয়োগ শিখবে।

ঠিক হয়েছে কিনা দেখি

আমার হিসাব ঠিক হয়েছে

আমার হিসাব ঠিক হয়েছে

৮৩৬ − ৪২৫ = ☐	২২৮ − ১৬৬ = ☐
৪১১ + ৪২৫ = ৮৩৬	☐ + ১৬৬ = ২২৮
২০৬ − ১১৪ = ☐	৩৯৯ − ২২৮ = ☐
☐ + ১১৪ = ☐	☐ + ☐ = ৩৯৯
☐ − ☐ = ☐	৬০০ − ☐ = ☐
☐ + ☐ = ☐	☐ + ☐ = ☐

ফাঁকা ঘরে নিজে ঠিক মতো সংখ্যা বসাই

শিখন সামর্থ্য : বিয়োগ ঠিক হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে যোগ ও বিয়োগের পারস্পরিক সম্পর্ক জানবে।

ফুটবল খেলা দেখে আসি

স্টেডিয়ামে ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে। ৪২৭ জন লোক খেলা দেখতে এসেছে। বিরতির পরে ২১২ জন লোক চলে গেল।

বিরতির পরে [২১৫] জন লোক রইল।

[৪২৭] — [২১২] = [২১৫]

	৪২৭
—	২১২
	২১৫

১। আমরা স্কুল থেকে দিঘা বেড়াতে যাচ্ছি। সকালের ট্রেনে ২২১ জন এবং দুপুরের ট্রেনে ১৭২ জন যাচ্ছি।

[ ] ট্রেনে [ ] জন বেশি যাচ্ছি।

[ ] [ ] [ ] = [ ]

২। হুগলির পহলমপুর গ্রামে ২৮৫ টি পাকাবাড়ি আছে। ওখানে কাঁচাবাড়ি আছে ৩৪৩ টি। পহলমপুর গ্রামে [ ] বাড়ির থেকে [ ] বাড়ি [ ] টি বেশি আছে।

[ ] [ ] [ ] = [ ]
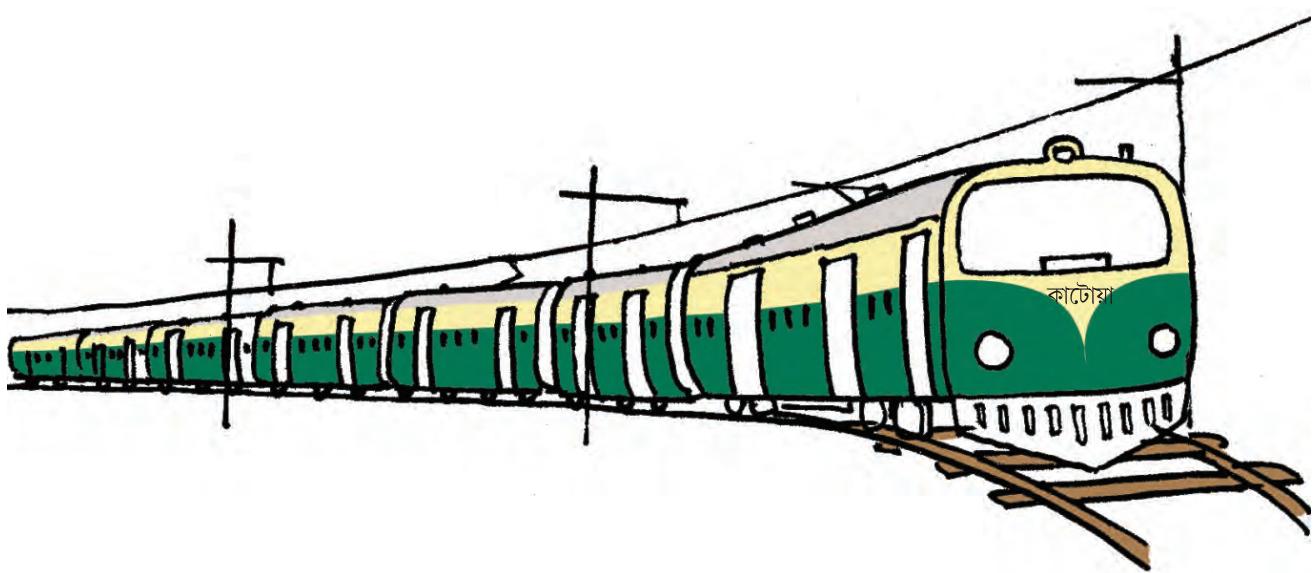
৩। হাওড়া স্টেশন থেকে কাটোয়া লোকাল ছাড়ল। ৫২২ জন যাত্রী আছে। ব্যান্ডেলে ১৫৮ জন নেমে গেলেন।

☐ ☐ ☐ = ☐

এখন ট্রেনে ☐ জন যাত্রী রইল।

৪। অয়ন ২০১ টি স্ট্যাম্প জমিয়েছে। তার থেকে ১০৮ টি স্ট্যাম্প অনিতাকে দিল।

☐ ☐ ☐ = ☐

এখন অয়নের কাছে ☐ টি স্ট্যাম্প রইল।

৫। কাশিমচাচা পানের বরজ থেকে ৬০০ টি পান তুলেছেন। ৩০৮ টি পান দোকানিকে দিয়েছেন।

☐ ☐ ☐ = ☐

এখন কাশিমচাচার কাছে ☐ টি পান রইল।

শিখন সামর্থ্য : বাস্তব সমস্যা বুঝে তিন অঙ্কের সংখ্যার বিয়োগের প্রয়োজন বুঝবে।

বিয়োগফলে এক অঙ্কের সংখ্যায় **সবুজ রং** দিই।

বিয়োগফলে দুই অঙ্কের সংখ্যায় **নীল রং** দিই।

বিয়োগফলে তিন অঙ্কের সংখ্যায় **হলুদ রং** দিই।

৫৮৩
− ৫২৮
২৫৯
− ১৩৩

৮০০
− ৭৯৯

৬১৯
− ৫৭১
২১৯
− ১৯৯

৮৮৭
− ৭০৯

৩৮৬
− ১২১

৮০৮
− ১৯

২০০
− ১৭১

মনে মনে সহজে হিসাব করি

১। ২২ + ২৬

= ২০ + ২ + ২০ + ৬

= ২০ + ২০ + ২ + ৬

= ৪০ + ৮ = ৪৮

হাতে কলমে কাঠি দিয়ে পাই

২২ + ২৬ → |||||||||| |||||||||| || |||||||||| |||||||||| ||||||

→ |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||||

→ ৪৮

২। ৩৬ + ৪২ = ☐ + ☐ + ☐ + ☐

= ☐ + ☐

= ☐ + ☐ = ☐

৩। ১৮ + ২৭ = ১০ + ৮ + ২০ + ৭

= ১০ + ২০ + ৮ + ৭

= ৩০ + ১৫

= ৩০ + ১০ + ৫

= ৩০ + ১০ + ৫

= ৪০ + ৫ = ৪৫

হাতে কলমে কাঠি দিয়ে পাই

১৮ + ২৭

||

৪। ৬৯ + ৭২

= ৬০ + ৯ + ৭০ + ২

= ৬০ + ৭০ + ৯ + ২

= ১৩০ + ১১

= ১৩০ + ১০ + ১

= ১৩০ + ১০ + ১

= ১৪০ + ১ = ১৪১

৫। = ১১৪ + ১২৩

= ১০০ + ১০ + ৪ + ১০০ + ২০ + ৩

= ১০০+১০০ + ১০ + ২০ + ৪ + ৩

= ২০০ + ৩০ + ৭

= ২৩৭

৬। ৩২৭ + ৪৩১

= ___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___

= ___ + ___ + ___

= ___ + ___ + ___

= ___

৭। ৬০৭ + ২০৮

= ___ + ___ + ___ + ___

= ___ + ___

= ___ + ___ + ___

= ___

৮। ২৮৬ + ১৩০

= ☐ + ☐ + ☐ + ☐ + ☐

= ☐ + ☐ + ☐

= ☐ + ☐ + ☐

= ☐ + ☐ + ☐ + ☐ = ☐

৯। ৫১০ + ২২০

= ☐ + ☐ + ☐ + ☐

= ☐ + ☐

= ☐

১০। ১৩৪ থেকে ১০ বেশি ☐

১১। ২২৮ থেকে ২০ বেশি ☐

১২। ৯৮ থেকে ১০ কম ☐

১৩। ২১০ এর চেয়ে বড়ো সংখ্যা ☐ ।

১৪। ৩৩৩ থেকে ১৪ কমালে ☐ পাব।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
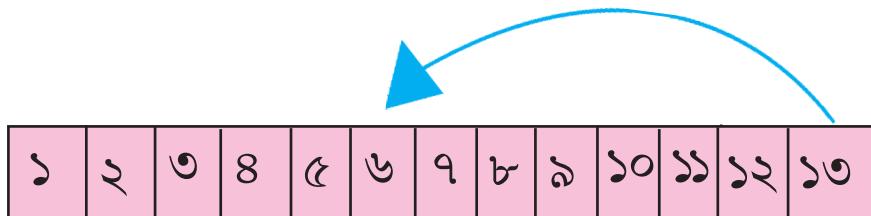
১৫। ১৩ নম্বর ঘর থেকে ৬ নম্বর ঘর পর্যন্ত লাফালে ☐ ঘর লাফাবো?

শিখন সামর্থ্য : ব্ল্যাক বোর্ডে বা খাতায় না লিখে মনে মনে সহজে হিসাব শিখবে।

ব্যাং লাফানো দেখি

একটা ব্যাং ৪ ঘর অন্তর লাফাতে লাফাতে চলেছে। সে ৫ বার লাফিয়েছে ।

সে ৫ বারে যাবে ৪ ঘর + ৪ ঘর + ৪ ঘর + ৪ ঘর + ৪ ঘর

= ৫ বার ৪ ঘর

= ৫ × ৪ ঘর = ২০ঘর

১ টি রিক্সার ☐ টি চাকা

৪ টি রিক্সার ☐ টি + ☐ টি + ☐ টি + ☐ টি চাকা

= ☐ × ☐ টি চাকা

= ☐ টি চাকা

১ টি মাকড়সার ☐ টি পা

৩টি মাকড়সার ☐ টি + ☐ টি + ☐ টি পা

= ☐ × ☐ টি পা

= ☐ টি পা

১টি টিপের পাতায় ☐ টি টিপ

৩টি টিপের পাতায় ☐ টি + ☐ টি + ☐ টি টিপ

= ☐ × ☐ টি টিপ

= ☐ টি টিপ

শিখন সামর্থ্য : একই সংখ্যা একাধিকবার যোগের মাধ্যমে গুণের ধারণা।

খরগোশ ও ক্যাঙারুর লাফ দেখি

২×১ = ২	২×৬ = ১২	২×১১ = ২২	২×১৬ =
২×২ = ৪	২×৭ =	২×১২ =	২×১৭ =
২×৩ = ৬	২×৮ =	২×১৩ =	২×১৮ =
২×৪ =	২×৯ =	২×১৪ = ২৮	২×১৯ =
২×৫ =	২×১০ =	২×১৫ =	২×২০ = ৪০

৪×১ = ৪	৪×৬ =	৪×১১ =	৪×১৬ =
৪×২ = ৮	৪×৭ = ২৮	৪×১২ =	৪×১৭ =
৪×৩ = ১২	৪×৮ =	৪×১৩ =	৪×১৮ =
৪×৪ =	৪×৯ =	৪×১৪ =	৪×১৯ =
৪×৫ =	৪×১০ = ৪০	৪×১৫ = ৬০	৪×২০ =

তিন ঘর করে লাফাই

৩×১ =
৩×২ =
৩×৩ =
৩×৪ =
৩×৫ =
৩×৬ =
৩×৭ = ২১
৩×৮ =
৩×৯ =
৩×১০ =
৩×১১ = ৩৩
৩×১২ =
৩×১৩ =
৩×১৪ =
৩×১৫ =

৫×১৫ =
৫×১৪ =
৫×১৩ =
৫×১২ =
৫×১১ =
৫×১০ = ৫০
৫×৯ =
৫×৮ = ৪০
৫×৭ =
৫×৬ = ৩০
৫×৫ = ২৫
৫×৪ = ২০
৫×৩ = ১৫
৫×২ = ১০
৫×১ = ৫

পাঁচ ঘর করে লাফাই

শিখন সামর্থ্য : *২, ৩, ৪ ও ৫ -এর নামতা তৈরি করবে ও পূর্বের নামতার ধারনার সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করবে।*

চিতাবাঘের লাফ গুনি

কার্ড দিয়ে পাই

কার্ড

১০×১ → ১ বার ১০ ঘর লাফানো = ১০ → ১০ → ১০

১০×২ → ২ বার ১০ ঘর লাফানো = ১০ + ১০ → ১০ ১০ → ২০

১০×৩ → ৩ বার ১০ ঘর লাফানো = ১০ + ১০ + ১০ → ১০ ১০ ১০ → ৩০

১০×৪ → ৪ বার ১০ ঘর লাফানো = ১০ + ১০ + ১০ + ১০ → ১০ ১০ ১০ ১০ → ৪০

১০×৫ → [ ] → [ ] → ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ → ৫০

১০×৬ → [ ] → [ ] → [ ] → [ ]

১০×৭ → ৭ বার ১০ ঘর লাফানো → [ ] → [ ] → [ ]

১০×৮ → [ ] → [ ] → [ ] → [ ]

১০×৯ → [ ] → [ ] → [ ] → [ ]

কার্ড

১০×১০ → [ ] → [ ] → [ ] → ১০০ → [ ]

শিখন সামর্থ্য : *বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ১০ এর নামতা তৈরি করবে।*

রঙিন কার্ডের খেলা খেলি

আজ অনেকগুলি ১০ -এর কার্ড নিয়ে খেলব ও বিভিন্ন সংখ্যা তৈরির চেষ্টা করবো।

প্রথমে দুটো ১০ -এর কার্ড নিই।

২০ → ১০ ১০

২ × ২০ → ১০ ১০ | ১০ ১০ → ১০ ১০ ১০ ১০ → ৪০

৩ × ২০ → ১০ ১০ | ১০ ১০ | ১০ ১০ → ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ → ৬০

৪ × ২০ → ☐ ☐ ☐ ☐ → ☐

→ ☐

৫ × ২০ → ১০ ১০ | ১০ ১০ | ১০ ১০ | ১০ ১০ | ১০ ১০

→ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ → ১০০ → ১০০

৬ × ২০ → ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ →

☐ → ☐

নিজে → ৭ × ২০ , ৮ × ২০ ও ৯ × ২০ -এর মান বের করি।

তিনটে ১০ -এর কার্ড নিয়ে কী পাই দেখি। ৩০ → ১০ ১০ ১০

২× ৩০ → ১০ ১০ ১০ | ১০ ১০ ১০ → ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ → ৬০

৩ × ৩০ → [ ] [ ] [ ] → [ ]

→ [ ]

৪ × ৩০ → ১০ ১০ ১০ | ১০ ১০ ১০ | ১০ ১০ ১০ | ১০ ১০ ১০ →

১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ → ১০০ ১০ ১০ → [ ]

৫ × ৩০ → [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

→ [ ] → [ ]

→ [ ]

নিজে করি → ৬ × ৩০, ৭ × ৩০, ৭ × ৪০, ৮ × ৪০, ৯ × ৪০, ৬ × ৫০

৬ × ৬০, ৭ × ৬০, ৮ × ৬০, ৬ × ৭০, ৭ × ৭০ ও ৮ × ৭০ ।

স্কুলে স্বাধীনতা দিবস পালন করি

আজ ১৫ আগস্ট। আমাদের স্বাধীনতা দিবস । মিতার স্কুলে জাতীয় পতাকা তোলা হবে । মিতার স্কুলের নাম রামমোহন প্রাথমিক বিদ্যামন্দির। হুগলি জেলায় অবস্থিত। মিতা গুনে দেখল ২৬ জন বন্ধু এসেছে। প্রত্যেককে ২টি করে বিস্কুট দেবে ।

→ ২০× ২ টি = ৪০ টি-র বেশি বিস্কুট দরকার

→ ৩০× ২ টি = ৬০ টি-র কম বিস্কুট হলেই হবে

ঠিক বিস্কুটের দরকার → ২

২৬

২০	৬
২ × ২০ = ৪০	৬ × ২ = ১২

→

	দ	এ
	৪	০
+	১	২
	৫	২ টি
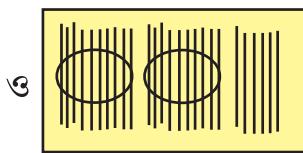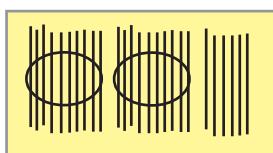
হাতে কলমে কাজ (কাঠি দিয়ে)

ও মিলে হয়
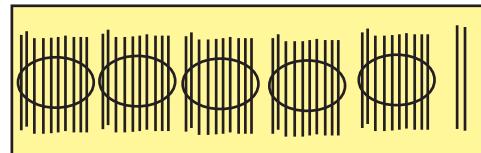
দিদিমণি এবার প্রত্যেককে ৪ টি করে লজেন্স দিতে বললেন ।

মিতা হিসাব করতে লাগল ,

৪

২০	৬

→

	শ	দ	এ
+			

মিতা দেখল ______ টি লজেন্স হলে সবাইকে ৪টি করে লজেন্স দেওয়া যাবে।

হাতে কলমে কাজ (কার্ড দিয়ে) ২৬ →

২৬ × ৪
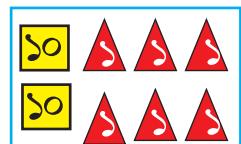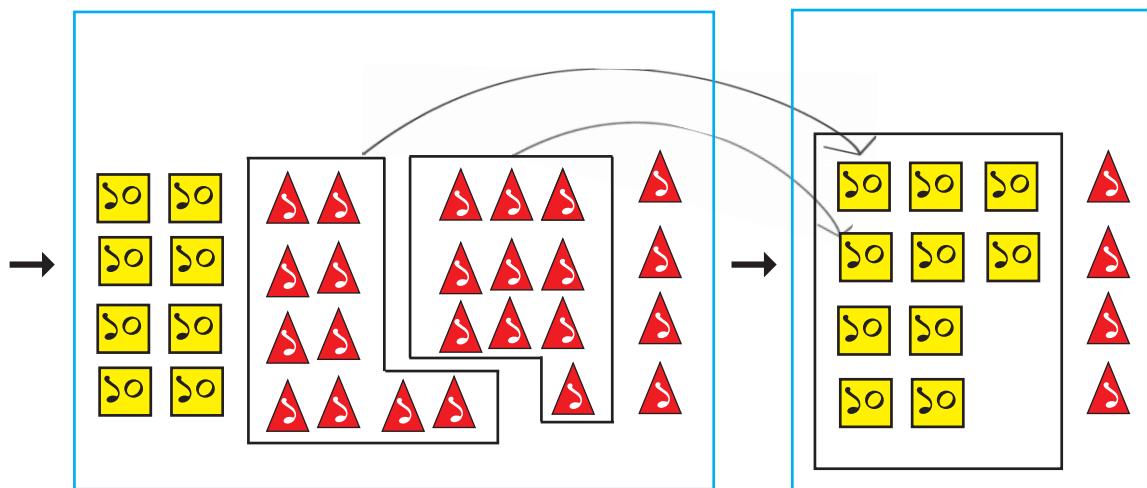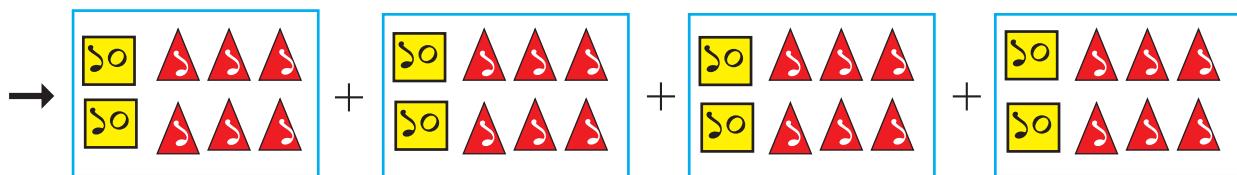
কার্ড ৮টি

কার্ড ২৪টি

২৪ টি কার্ড মিলে হয় ২টি ১০ কার্ড ও ৪টি কার্ড।
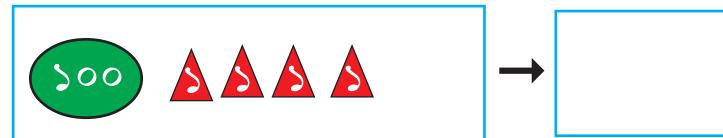
১০ টি ১০ কার্ড মিলে ১টি ১০০ কার্ড হল। ৪টি কার্ড আগেই ছিল।

শিখন সামর্থ্য : *বাস্তব সমস্যার মধ্য দিয়ে দুই অঙ্কের সংখ্যার সঙ্গে এক অঙ্কের সংখ্যার গুণফল কোন কোন সংখ্যার মাঝে থাকতে পারে তার অনুমান শিখবে ও গুণফল নির্ণয় করবে।*

নারকেল নিয়ে বাজারে যাই

পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় শাকিলের বাড়ি। সে ৫ বস্তা নারকেল নিয়ে বাজারে যাচ্ছে। প্রতি বস্তায় ২৮ টি নারকেল আছে।

শাকিল মোট ☐ টি নারকেল নিয়ে বাজারে যাচ্ছে।

প্রথম পদ্ধতি

২৮

৫	২০	৮
	২০ × ৫ = ১০০	৮ × ৫ = ৪০

১০০
\+ ৪০
১৪০ টি নারকেল আছে

দ্বিতীয় পদ্ধতি →

	শ	দ	এ	
		(৪)		
		২	৮	→ গুণ্য
		×	৫	→ গুণক
	১	৪	০	→ গুণফল

কী পাই দেখি

১) ৫২ × ৩ →

৫২

৩	৫০	২
	৫০ × ৩ = ১৫০	২ × ৩ = ৬

→ ১৫০
\+ ৬
১৫৬

দ্বিতীয় পদ্ধতি

শ	দ	এ
	৫	২
	×	৩
১	৫	৬

২) ৬১ × ৫ →

৬১

৫		

→ ☐
\+ ☐
☐

শ	দ	এ
	৬	১
	×	৫

৩) ৮১ × ৩ →

+

শ দ এ

×

৪) ৯২ × ৪ →

+

শ দ এ

×

৫) ৩৮ × ৪ →

+

শ দ এ

৩ ৮

× ৪

৬) ৭৮ × ২ →

+

শ দ এ

×

৭) ৬৯ × ৩ →

+

শ দ এ

×

শিখন সামর্থ্য : দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে যে কোন একটি পদ্ধতিতে গুণ করা শিখবে।

কার্ড নিয়ে মজা করি

১ টা ১০০ = ১ × ১০০ = ১০০

এবার বলো কত?

২ টি ১০০ = ২ × ১০০ → ১০০ ১০০

→ ১০০ + ১০০ =

এবার বলো

৩ × ১০০ → ১০০ ১০০ ১০০ → ১০০ + ১০০ + ১০০ = ৩০০

৪ × ১০০ → ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ → ১০০ + ১০০ + ১০০ + ১০০ = ৪০০

৫ × ১০০ → ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ → =

৬ × ১০০ → → =

৭ × ১০০ → → =

৮ × ১০০ → → =

৯ × ১০০ → → =

প্রিয়ার হিসাব

প্রিয়া নতুন স্কুলে যাবে। তার স্কুলের জামা দরকার। দোকান থেকে ৪টি জামা কিনতে হবে। ১ টি জামার দাম ১০০ টাকা ।

প্রিয়ার মা দোকানিকে [৪] × [১০০] টাকা
= [   ] টাকা দিলেন।

স্কুলের বই কেনার জন্য প্রিয়াকে স্কুল থেকে ২ টি ১০০ টাকা দেওয়া হল ।

প্রিয়া [   ] × [   ] টাকা
= [   ] টাকার বই কিনতে পারবে ।

প্রিয়ার দিদি প্রিয়াকে স্কুলের জুতো কেনার জন্য ৩টি ১০০ টাকার নোট দিল।

প্রিয়া [   ] × [   ] টাকা
= [   ] টাকার জুতো কিনতে পারবে ।

দীপার বইমেলায় ভ্রমণ

দীপার আজ খুব মজা। দীপা ও তার স্কুলের বন্ধুরা মেদিনীপুর জেলার বইমেলায় যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। স্কুলের নাম বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয়। অনেক বন্ধু যাবে। তাই তারা দু-বারে যাবে। প্রতিবারে ১০৩ জন যাবে।

১০০ × ২= ২০০ জনের বেশি বন্ধু যাবে।

১১০ × ২ → ২

১০০	১০
১০০ × ২ = ২০০	১০ × ২ = ২০

২২০ জনের কম বন্ধু যাবে।

```
  ২ ০ ০
+   ২ ০
-------
  ২ ২ ০
```

'কিন্তু বই মেলায় যাওয়ার জন্য ঠিক কতজনের নামের তালিকা বানাব'?

১০৩×২ → ২

১০০	৩
১০০ × ২ = ২০০	৩ × ২ = ৬

→

```
  ২ ০ ০
+     ৬
-------
  ২ ০ ৬
```

দ্বিতীয় পদ্ধতি

```
শ  দ  এ
১  ০  ৩  → গুণ্য
   ×  ২  → গুণক
----------
২  ০  ৬  → গুণফল
```

তাই দীপা ঠিক ২০৬ জনের নামের তালিকা তৈরি করল।

দীপা বইমেলায় গিয়ে স্কুলের প্রত্যেককে ২ টো করে লজেন্স দেবে। মোট কতগুলো লজেন্স দীপা নেবে?
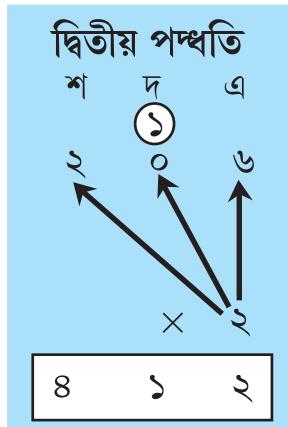
হাতে কলমে কাজ (কার্ড দিয়ে)

শিখন সামর্থ্য : বাস্তব সমস্যা ও গল্পের মধ্য দিয়ে তিন অঙ্কের সংখ্যার সঙ্গে এক অঙ্কের সংখ্যার গুণের প্রয়োজনবোধ তৈরি করা ও যেকোনো পদ্ধতিতে গুণ করতে শেখা। হাতে কলমে যাচাই করতে পারা।

টগর ফুলের সংখ্যা জানি

১। একটি গাছে ১১২ টি টগর ফুল ফুটেছে। প্রতিগাছে সমসংখ্যক ফুল ফুটে থাকলে, এরকম ৩টি গাছে ☐ টি টগর ফুল ফুটেছে।

তিনটি গাছে ৩৩৬ টি টগর ফুল ফুটেছে।

২। ধর্মতলা থেকে কামারপুকুরে যাওয়ার ৪ টি বাস ছাড়ছে। খুব ভিড় হয়েছে। প্রতি বাসে ১১৩ জন যাত্রী যাচ্ছেন।

৪ টি বাসে মোট ☐ জন যাত্রী যাচ্ছেন।

৩। বাবা দোকানে গিয়ে ২টো শাড়ি কিনলেন। প্রত্যেক শাড়ির দাম ২৭৫ টাকা। বাবা মোট

☐ টাকার শাড়ি কিনলেন।

হাতে কলমে কাজ (কার্ড দিয়ে)

শতক দশক একক

২ ৭ ৫ → ১০০ ১০০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১

২৭৫ × ২ = ২৭৫ + ২৭৫

১০০ ১০০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১ ও ১০০ ১০০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১

→ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ (১০০, ১০) → ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০

↓

☐
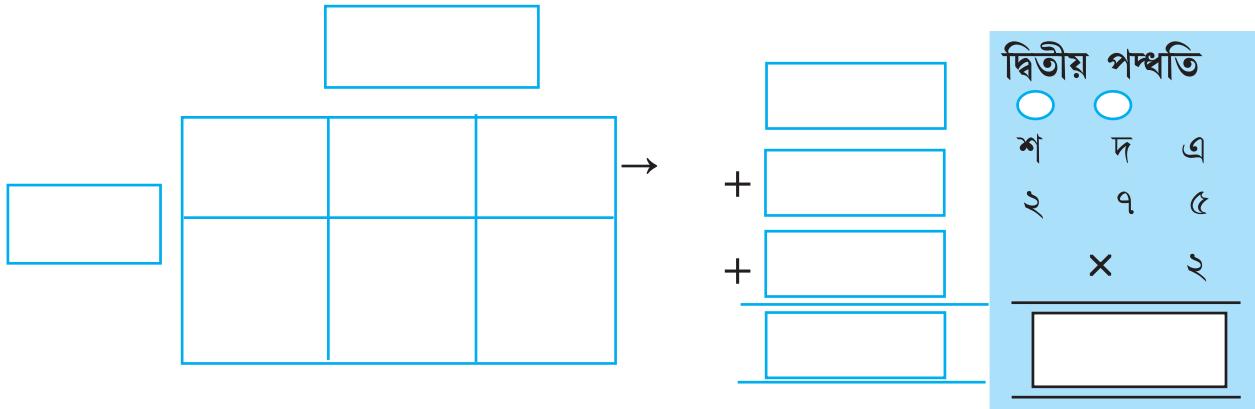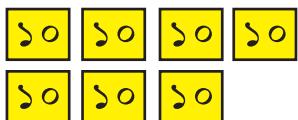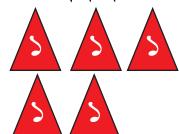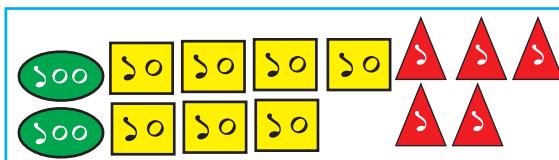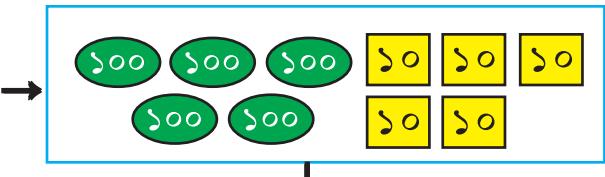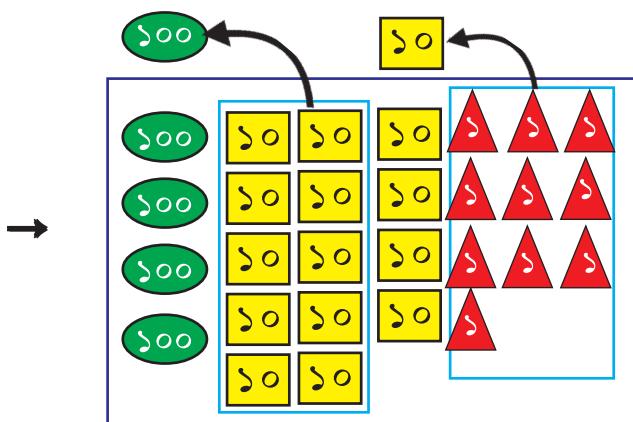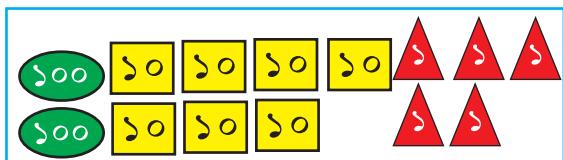
বইয়ের দাম বের করি

৪।

১টি তাকে বই আছে → ☐ টি

প্রতিটি বইয়ের দাম → ১৪০ টাকা

মোট দাম → ☐ × ☐ টাকা

→ ☐ ☐

→ ☐ + ☐ → ☐ টাকা

দ্বিতীয় পদ্ধতি

১ ৪ ০ টাকা

× ☐

☐ টাকা

৫।

চেয়ারের সংখ্যা → ☐ টি

প্রতিটি চেয়ারের দাম → ২৪৫ টাকা

মোট দাম → ☐ × ☐ টাকা

→ ☐ ☐

→ ☐ + ☐ + ☐ → ☐ টাকা

দ্বিতীয় পদ্ধতি

২ ৪ ৫ টাকা

× ☐

☐ টাকা

৬।

মাছ → ☐ টি

প্রতিটির দাম → ১৭৫ টাকা

মোট দাম → ☐ × ☐ টাকা

→ ☐ ☐

→ ☐ + ☐ + ☐ → ☐ টাকা

দ্বিতীয় পদ্ধতি

১ ৭ ৫ টাকা

× ☐
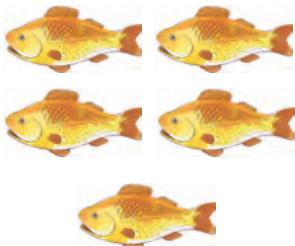
☐ টাকা

শিখন সামর্থ্য : বাস্তব সমস্যা সমাধানে তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে যেকোনো পদ্ধতিতে গুণ শিখবে।

গুণ করতে পারি না কি দেখি

(৯) ২০০ এর ছোটো একটি তিন অঙ্কের সংখ্যা লেখো। ঐ সংখ্যাটিকে ৬-এর ছোটো সংখ্যা দিয়ে গুণ করো।

শিখন সামর্থ্য : *তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে যেকোনো পদ্ধতিতে গুণ করবে। গুণফল চার অঙ্কের সংখ্যা হবে না।*

সমান ভাগে ভাগ করি

আমি মালদহ জেলার ইংলিশবাজারে থাকি। বাবা, মা, দিদা ও দাদুকে নিয়ে আমাদের আনন্দের পরিবার। আজ সকালে বাবা বাজার থেকে ১ ঝুড়ি আম এনেছেন। আমি গুনে দেখলাম ঝুড়িতে ২৫টি আম আছে। দিদা সবাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে বললেন।

প্রত্যেকে ☐ ÷ ☐ টি = ৫ টি করে দিলাম ও নিজেও নিলাম।

বিকালে আমি দাদুর সঙ্গে মেলা দেখতে গেলাম। সেখানে নাগরদোলায় চড়লাম। দেখলাম নাগরদোলার খাঁচাগুলোয় ৩৫ জন বসেছে। প্রত্যেক খাঁচায় ৫ জন বসেছে।

নাগরদোলায় ☐ ÷ ☐ টি = ☐ টি খাঁচা আছে।

মেলায় অনেক মজা করলাম। শেষে বাড়ি ফেরার সময়ে দাদু এক ঠোঙা জিলিপি কিনলেন। বাড়ি ফিরে দেখলাম ২০ টি জিলিপি আছে।

আমি প্রত্যেককে ☐ ÷ ☐ টি = ☐ টি করে জিলিপি দিলাম ও নিজেও নিলাম।

(১)

→ ☐ জন মেয়ে পরতে পারবে।

(২)
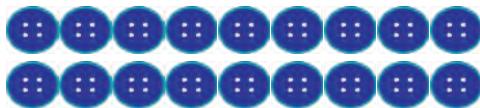
→ছবিতে ☐ টি বোতাম আছে।

☐ টি জামা আছে।

১ টি জামায় ☐ ÷ ☐ টি

= ☐ টি বোতাম লাগবে ।

(৩)
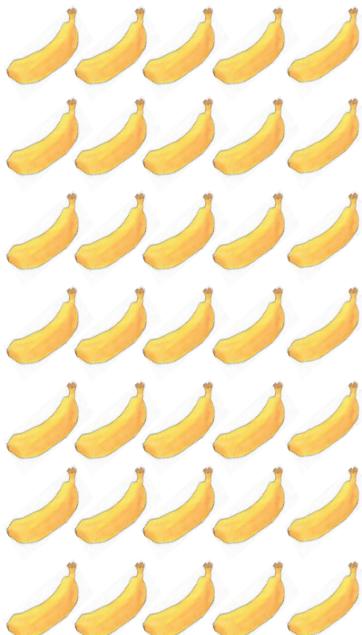
বাগান থেকে ☐ টি কলা তুলে এনেছি। পাঁচিলে হনুমান ৪ টি।

সমানভাগে ভাগ করে দিলে,

প্রত্যেক হনুমান পায় ☐ ÷ ☐ টি

= ☐ টি কলা।

(৪)

→ ১ টি গাড়িতে [ ] টি চাকা লাগে,

৪৪ টি চাকা [৪৪] [÷] [৪] টি

= [১১] টি গাড়িতে লাগানো যাবে।

```
    ১ ১
৪ | ৪ ৪
  -৪
  ----
      ৪
    - ৪
  ----
      ০
```
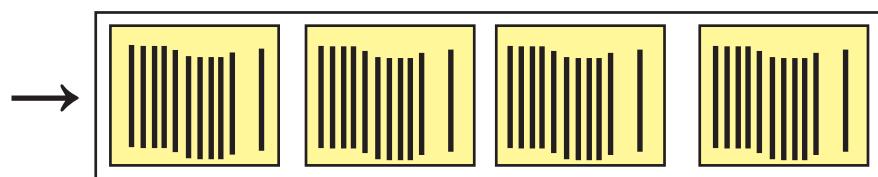
হাতে কলমে কাজ (কাঠি দিয়ে)

শিখন সামর্থ্য : বাস্তব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দুই অঙ্কের সংখ্যাকে ২ থেকে ৫ পর্যন্ত এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ। হাতে কলমে কাঠি ও কার্ডের মাধ্যমে যাচাই করবে।

মাছ ভাগ করি
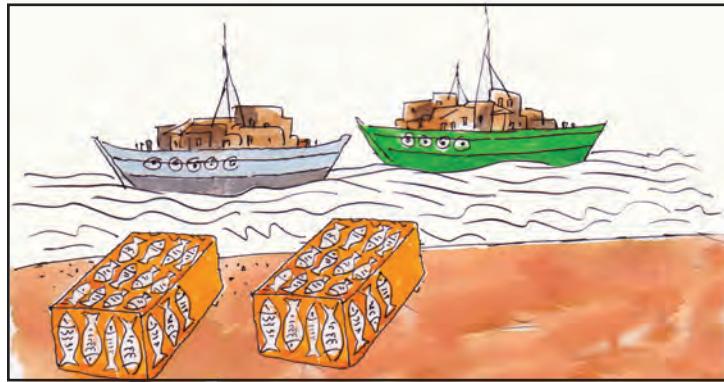
১। দিঘার সমুদ্রে ১০০ কেজি মাছ উঠেছে। ২টি বাক্স রাখা আছে। সমান ভাগে ভাগ করলে, প্রত্যেক বাক্সে ১০০ কেজি ÷ ২ = ৫০ কেজি মাছ রাখা যাবে। [৫০×২ = ১০০]

হাতে কলমে কাজ (কার্ড দিয়ে)

১০০ → ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ → ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ | ১০ ১০ ১০ ১০ ১০

১০০ ÷ ২ → ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ → ৫০
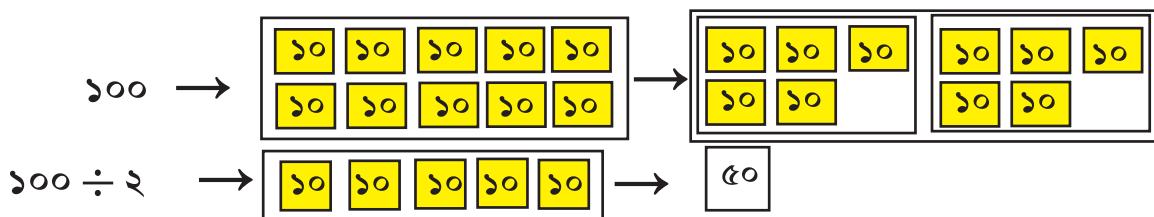
২। এবার শিশুদিবসে আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাদের ২১০টি লজেন্স দিয়েছেন। আমরা প্রত্যেকে ২টি করে লজেন্স নিয়েছি। সেইদিন আমরা ২১০ ÷ ২ জন = ☐ জন স্কুলে এসেছিলাম।
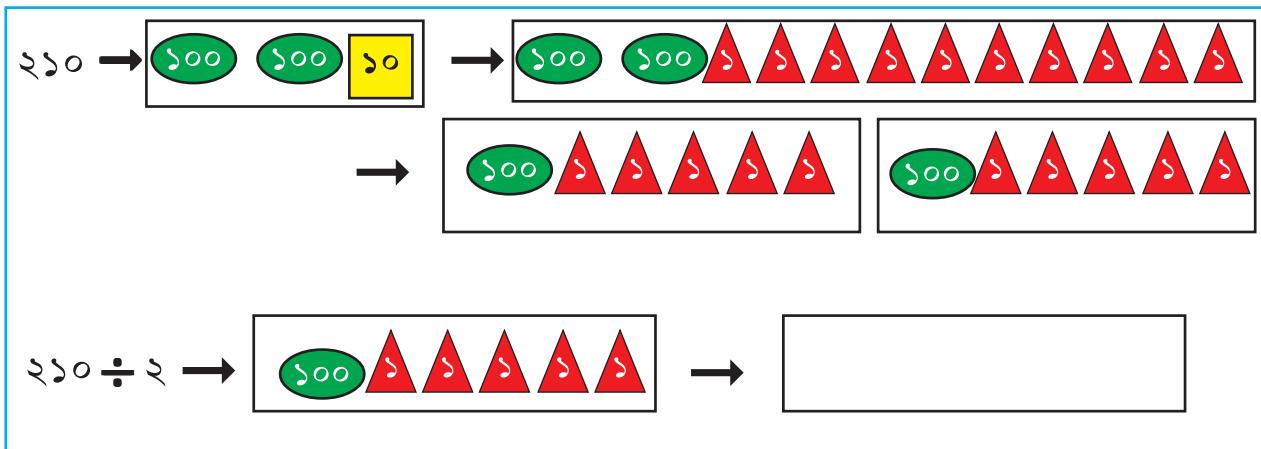
৩। ৩ দিনে ৩৬০ টি মাটির হাঁড়ি তৈরি হলে ১ দিনে [৩৬০] ÷ [৩]টি = [ ]টি হাঁড়ি তৈরি হয়।

হাতে কলমে কাজ (কার্ড দিয়ে)
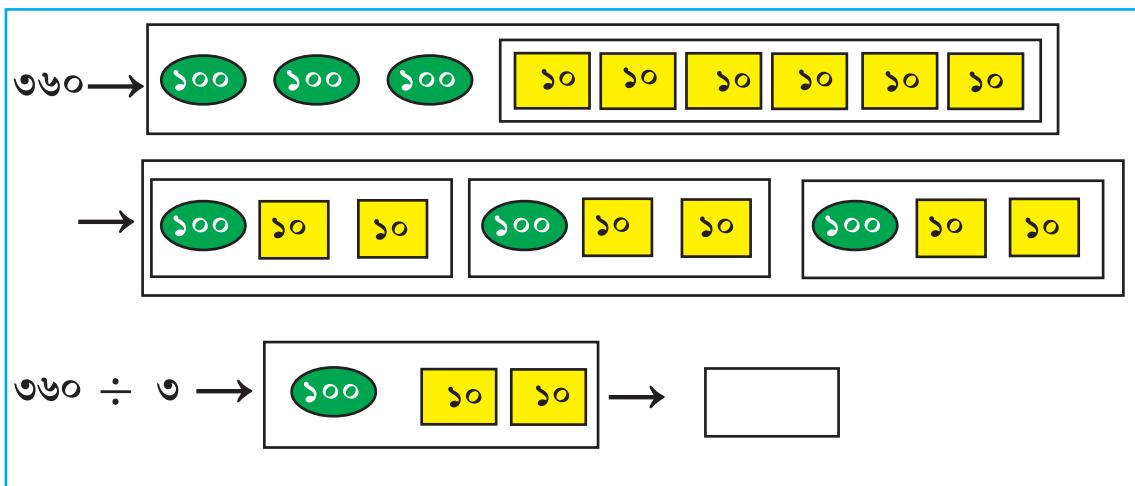
৪। একটি গ্রামের প্রত্যেক পরিবারকে ২ কেজি চাল দেওয়া হয়। মোট ৩০০ কেজি চাল পাঠানো হলো।

[ ] ÷ [ ]টি = টি পরিবার চাল পেল।

হাতে কলমে কাজ (কার্ড দিয়ে)
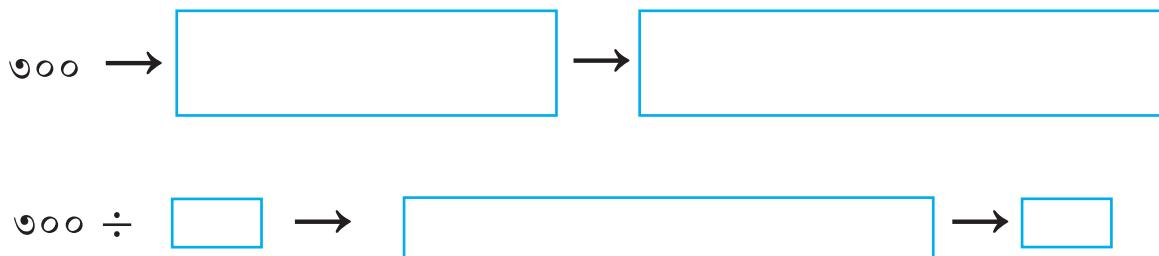
১) রবীন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে ৩ টি করে বই দেওয়া হল। মোট ৪৫০ টি বই দেওয়া হল।

ওই বিদ্যালয়ে ☐ ÷ ☐ জন = ☐ জন ছাত্র আছে।

হাতে কলমে কাজ (কার্ড দিয়ে)

☐ ÷ ☐ → ☐ → ☐

কার্ড দিয়ে ভাগ করি :

২) ৩১০ ÷ ২ = ☐ [৩১০→ ১০০ ১০০ ১০০ ১০ → ১০০ ১০০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

৩) ১২০ ÷ ৩ = ☐ [১২০ → ☐ → ☐

৪) ১৫০ ÷ ৫ = ☐ [১৫০ → ☐ → ☐
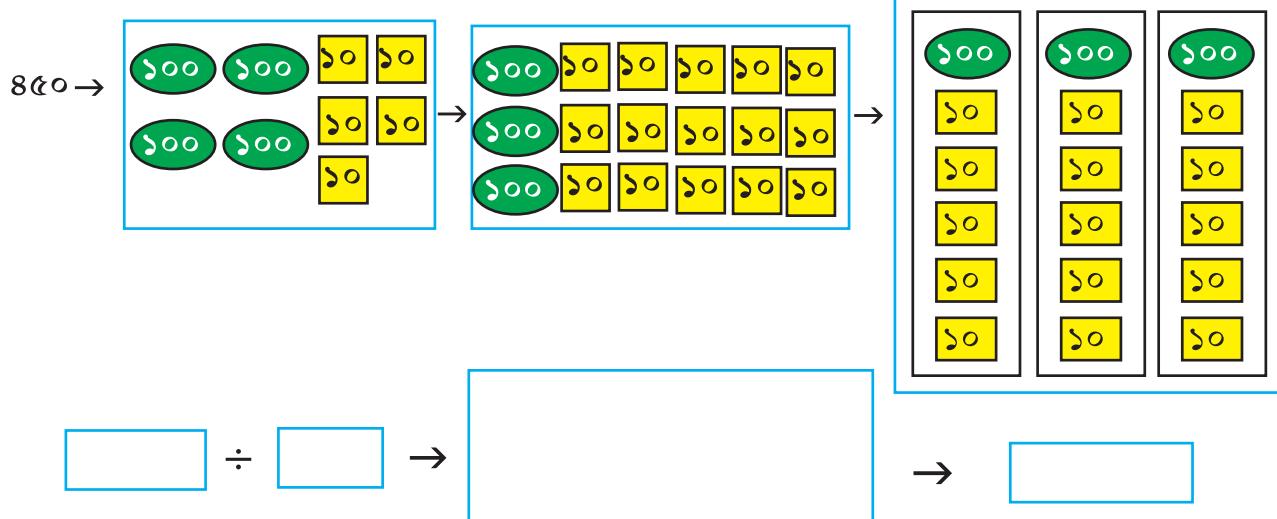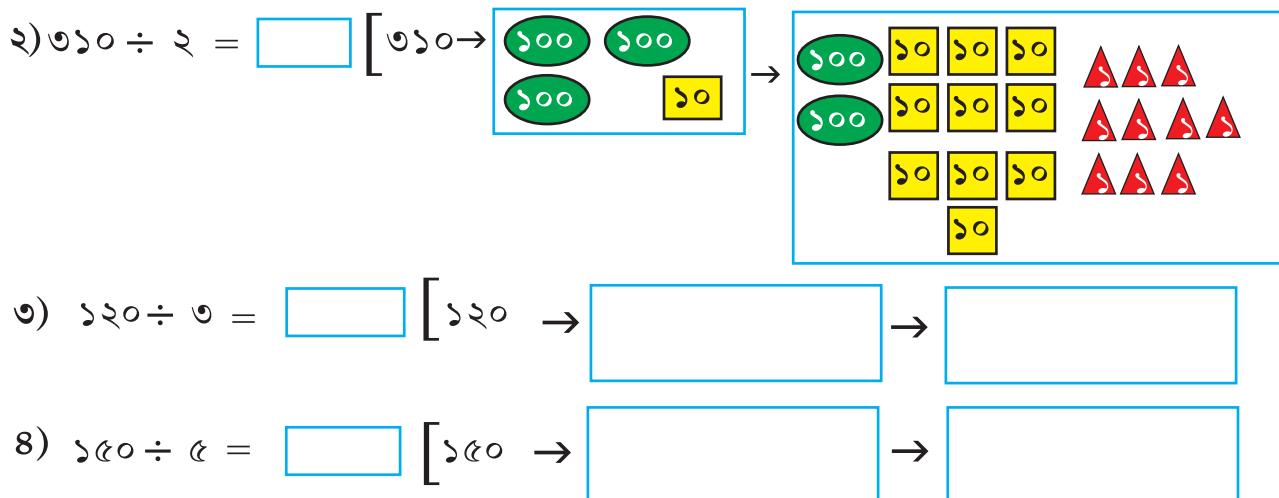
শিখন সামর্থ্য : বাস্তব সমস্যা সমাধানে কার্ডের সাহায্যে তিন অঙ্কের সংখ্যাকে ১ থেকে ৫ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে দল তৈরি করে ভাগ শিখবে।

বার্ষিক খেলায় যাই

কাল আমাদের বার্ষিক খেলা হবে। তাই আজ সকালে মাঠে চুন দিয়ে সোজা লাইন তৈরি করছি।
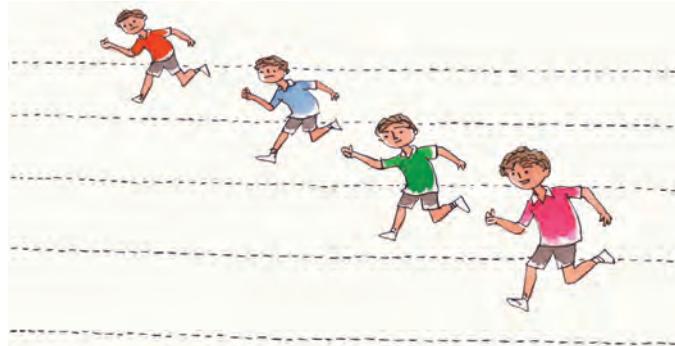
অমল দৌড়ে প্রথমে গেল। কিন্তু অমলকে বাদ দেওয়া হল। কারণ অমল তার লাইনে সোজা দৌড়ায়নি।

এবার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফদড়ি খেলা শুরু হবে। যারা নাম দিয়েছে তারা মাঠের একদিকে চলে গেল ও নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

এবার শ্রেণিকক্ষে দেখি,
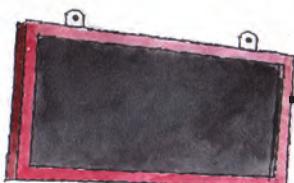
এটা একটা সরলরেখাংশ।

কাগজের উপর
একটা বাটি উপুর করে

পেনসিল দিয়ে বাটির চারপাশে বুলিয়ে একটা ◯ পেলাম।

এটা একটা বক্ররেখা।

শিখন সামর্থ্য : *খেলার মাঠ, প্রকৃতি ও ব্যবহৃত জিনিস থেকে সরলরেখাংশ, বক্ররেখাংশ ও বক্ররেখা চিনবে।*

আজ আমরা দেশলাই কাঠি দিয়ে কিছু তৈরি করব

একটা পিচবোর্ডের ট্রে-তে কিছু দেশলাই কাঠি আছে।

কী তৈরি করলাম ?

	আকারের নাম	কাঠির সংখ্যা	বাহুর সংখ্যা
→	আয়তাকার চিত্র	৬ টি	৪ টি
→		টি	টি
→		টি	টি
			(সরলরেখা / বক্ররেখা)

বাহুর সংখ্যা খুঁজি

	বাহুর সংখ্যা
→	৫ টি
→	টি
→	টি
→	টি
→	৬ টি

নিজে তৈরি করি

শিখন সামর্থ্য : দেশলাই কাঠি দিয়ে বিভিন্ন আকার তৈরি করবে, বিভিন্ন মাপের (ছোটো বড়ো) বর্গাকার চিত্র, ত্রিভুজ, আয়তাকার চিত্র তৈরি করবে ও বাহু খুঁজবে। মুদ্রা, ছোটো বড়ো বাটি বসিয়ে বিভিন্ন মাপের বৃত্ত তৈরি করবে।

ছবির মধ্যে আকার খুঁজি

শুভেন্দু বাবা ও মায়ের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে গেছে, সেখানে বসে সে ছবি আঁকছে। ছবি থেকে কয়েকটি সরলরেখাংশ ও বক্ররেখাংশ খুঁজছে।

শিখন সামর্থ্য : প্রকৃতি ও বিভিন্ন ছবি থেকে ত্রিভুজ, বৃত্ত, বর্গাকার চিত্র ও আয়তাকার চিত্র চিনতে শিখবে।

সরলরেখাংশয় নীল রং ও বক্ররেখাংশয় লাল রং দিই

শিখন সামর্থ্য : সরলরেখাংশ ও বক্ররেখাংশ চিনবে।
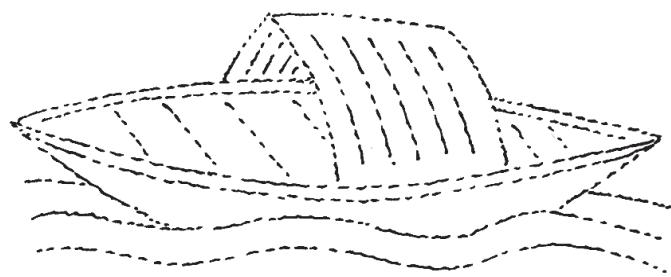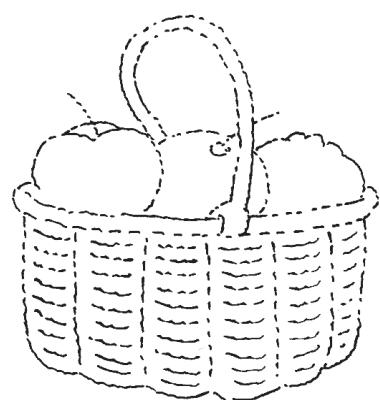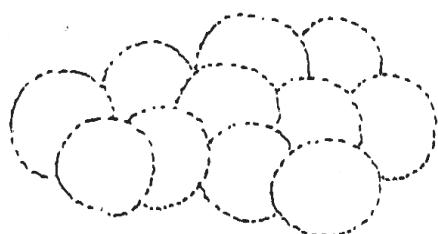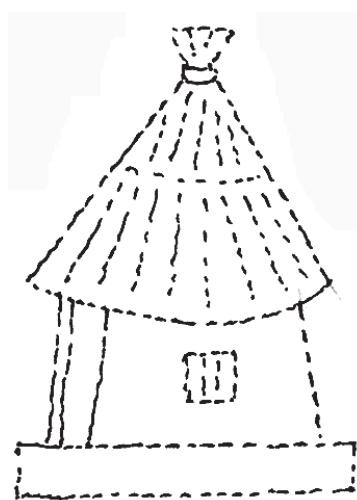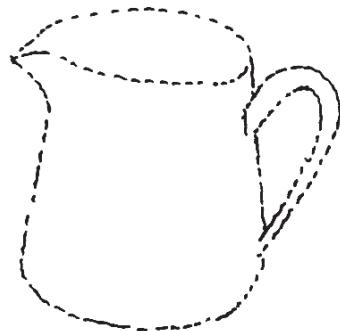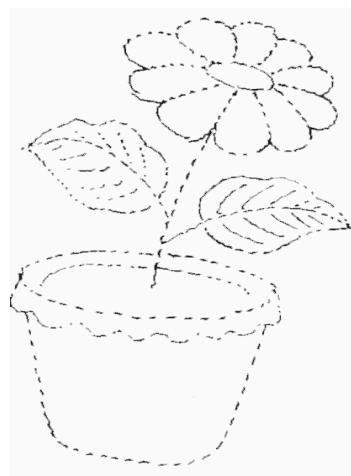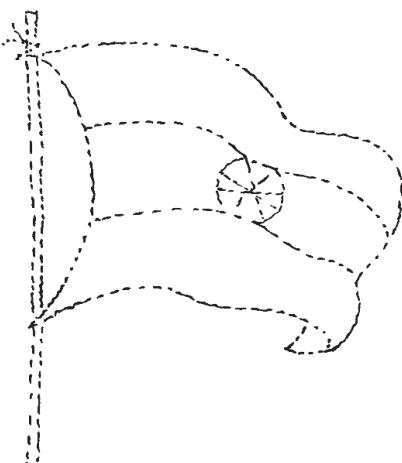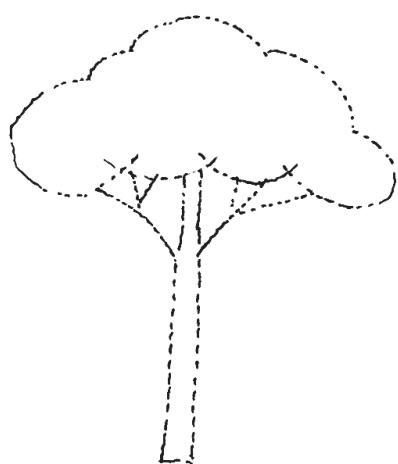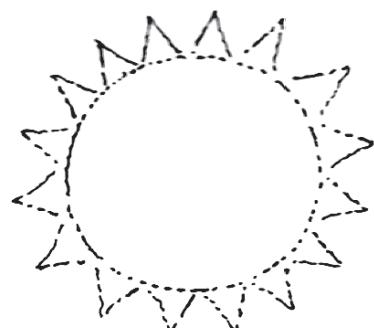
চিত্রের নানা জায়গায় অতিরিক্ত সরলরেখাংশ দিলে কী কী নতুন ধরনের চিত্র হয়, চিত্রের আকারে ও সংখ্যার কেমন পরিবর্তন হয় দেখি এবং ত্রিভুজ, আয়তাকার চিত্র, বর্গাকার চিত্র, আর বৃত্তাকার খুঁজি।
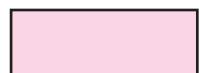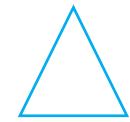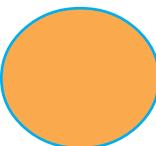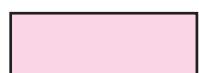
	দ্বিমাত্রিক চিত্র	এক/একাধিক সরলরেখাংশ দিলাম	কী পেলাম
(১)	আয়তাকার চিত্র		ত্রিভুজ ২টো
(২)			
(৩)			
(৪)			২টি অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্র
(৫)			
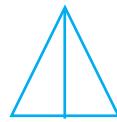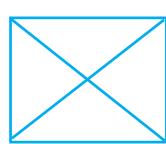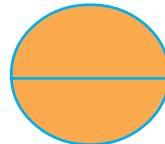
শিখন সামর্থ্য : এক বা একাধিক সরলরেখাংশ বিভিন্ন আকারের কিরকম পরিবর্তন ঘটায় তার নানা রকম মজা তৈরি করতে জানবে। নিজেরাই মজার খেলা তৈরি করবে। দ্বিমাত্রিক চিত্রের ধারণা তৈরি করবে।

বিন্যাস দেখে পরেরগুলো আঁকি

১)

২)

৩)
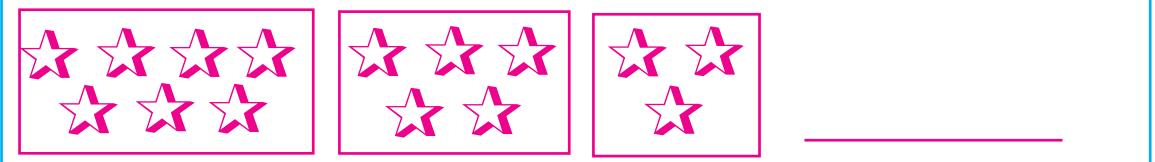
৪)
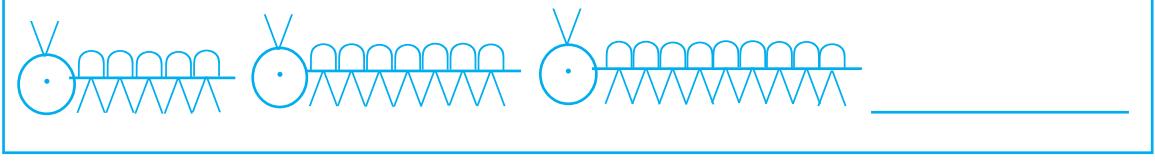
৫)
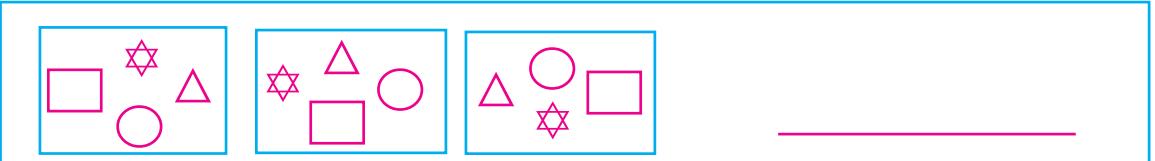
৬)
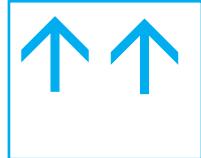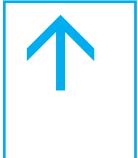
৭)
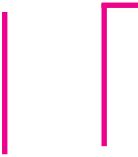
৮)

৯)
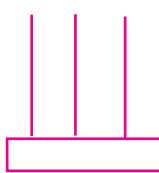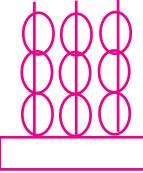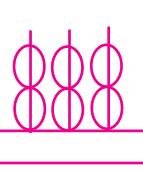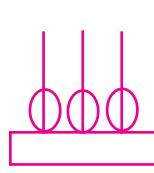
১০)
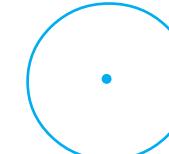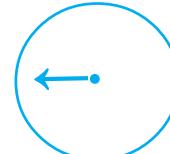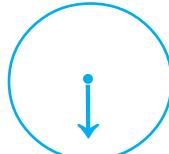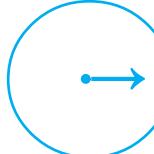
শিখন সামর্থ্য : পর্যবেক্ষণের পরে ছবির পরিবর্তন কি নিয়ম মেনে চলছে আবিষ্কার করবে ও সেই নিয়মে পরের ছবি আঁকবে।

মেলায় আনন্দ করি

রীতার আজ খুব মজা। সে আজ বন্ধুর সাথে মেলায় যাবে। তার বাড়ি বর্ধমান জেলার আমাদপুর গ্রামে। তার বাবা তাকে ৫০ টাকার নোট দিয়েছে। তার টাকাটা খুচরো করা দরকার। কী রকম খুচরো দরকার

নিজে খুচরো করি

নিজে খুচরো করি

রীতার বন্ধু মানবের কাছে ১০০ টাকার নোট আছে। সেও ঠিক করল খুচরো করবে।

ফাঁকা ঘরে নিজে বসাই

এবার মেলায় রীতা ৫ টাকার বাদাম ভাজা , ২০ টাকা ৫০ পয়সার কাঁচের চুড়ি ও ২১ টাকা ৫০ পয়সার জিলিপি কিনেছে ।
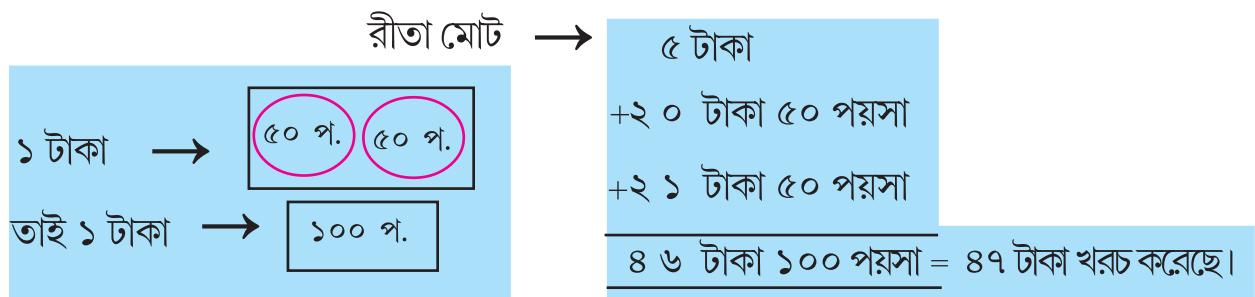
মানব ১০ টাকা ৫০ পয়সার বাদাম , ২৫ টাকা ৫০ পয়সার চীনামাটির রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ১২ টাকা ৫০ পয়সার দামের ১ টা বাঁশি কিনেছে ।

বাড়ি ফেরার সময়ে ওরা দুজনে নাগরদোলায় চড়েছে। প্রত্যেকের ৮ টাকা করে লেগেছে।

দুজনে মোট ☐ × ☐ টাকা = ☐ টাকা দিয়েছে ।

১। বাবা বাজারে গিয়ে ৫০ টাকা ৫০ পয়সার মাছ , ২০ টাকার আলু , ২০ টাকা ৫০ পয়সার কাঁচা আনাজ কিনেছেন।

আমি হিসাব করে দেখি বাবা কত খরচ করেছেন ?

২। আমার কাছে ৮০ টাকা ৫০ পয়সা আছে । আমি ৩ টাকা ৫০ পয়সার ১ টা পেনসিল, ১২ টাকার খাতা কিনেছি ।

আমি মোট খরচ করেছি →

খাতা → ১২ টাকা ০০ পয়সা
পেনসিল → ৩ টাকা ৫০ পয়সা
+
১৫ টাকা ৫০ পয়সা

আমার কাছে আছে →

৮০ টাকা ৫০ পয়সা
– ১৫ টাকা ৫০ পয়সা
☐ টাকা ০০ পয়সা = ☐ টাকা

৩। গোপার দাদু গোপাকে ৪০ টাকা ৫০ পয়সা দিলেন। গোপা ৭ টাকা ৫০ পয়সার ফুচকা ও ৫ টাকার আলু কাবলি খেয়েছে ।এখন গোপার কাছে কত টাকা আছে?

গোপা মোট খরচ করেছে →

ফুচকা → ☐ টাকা ☐ পয়সা
আলুকাবলি → ☐ টাকা ☐ পয়সা
☐ টাকা ☐ পয়সা

এখন গোপার কাছে আছে →

☐ টাকা ☐ পয়সা
☐ টাকা ☐ পয়সা
☐ টাকা ☐ পয়সা

= ☐ টাকা

শিখন সামর্থ্য : টাকা পয়সা সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে টাকা পয়সার যোগ ও বিয়োগ শিখবে। কোনো দশমিকের ব্যবহার থাকবে না।

নিজের ইচ্ছামতো জিনিস কিনি

২১ টাকা ৫০ পয়সা	৫০ টাকা	১৫ টাকা ৫০ পয়সা	৩০০ টাকা
১১০ টাকা	১০ টাকা	১২০ টাকা ৫০ পয়সা	১২০ টাকা
৫০ টাকা ৫০ পয়সা	১০ টাকা ৫০ পয়সা	২৩ টাকা	২৫ টাকা ৫০ পয়সা

থালা ও গ্লাস কিনলে খরচ হবে →

	☐	টাকা	☐	পয়সা
+	☐	টাকা	☐	পয়সা
	☐	টাকা	☐	পয়সা

☐ ও ঘড়ি কিনলে মোট খরচ হবে →

	☐	টাকা	☐	পয়সা
+	☐	টাকা	☐	পয়সা
	☐	টাকা	☐	পয়সা

☐ ও ☐ কিনলে মোট খরচ হবে →

	☐	টাকা	☐	পয়সা
+	☐	টাকা	☐	পয়সা
	☐	টাকা	☐	পয়সা

ফাঁকা ঘরে ইচ্ছে মতো জিনিস কিনে দাম বসাই

আর একটি দোকান তৈরি করে জিনিস বিক্রি করি ও হিসাব করি।

শিখন সামর্থ্য : *ছাত্রছাত্রীরা হাতে কলমে দোকান তৈরি করে নিজেরাই সমস্যা তৈরি করে সমাধান করতে শিখবে।*

পিঁপড়ের পা গুনি

রীমা বাগানে গিয়ে মৌচাক দেখতে পেল। কিছু দূরে একটা মরে যাওয়া মৌমাছি দেখল। একটা পিঁপড়ে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

১ টা মৌমাছির [৬] টি পা

১টা পিঁপড়েরও [৬] টি পা। কিছুক্ষণ পরে দেখল

২টো পিঁপড়ের পা → ৬ + ৬ = ৬ × ২ = ১২টি ৩টে পিঁপড়ের পা → ৬ + ৬ + ৬ = ৬ × ৩ = ১৮ টি

এভাবে

৬ × ৪	=	১৮	+	৬	=	২৪
৬ × ৫	=	২৪	+	৬	=	৩০
৬ × ৬	=	৩০	+	৬	=	[ ]
৬ × ৭	=	৩৬	+	৬	=	[ ]
৬ × ৮	=	[ ]	+	৬	=	[ ]
৬ × ৯	=	[ ]	+	৬	=	[ ]
৬ × ১০	=	৫৪	+	৬	=	[ ]

ব্যাং ও খরগোশের লাফ দেখি

একটি কুনো ব্যাং, ১ লাফে ৭ ঘর যায়
২ লাফে ৭ ঘর + ৭ ঘর = ১৪ ঘর যায়
৩ লাফে ৭ ঘর + ৭ ঘর + ৭ ঘর = ২১ ঘর যায়
৪ লাফে ☐ = ☐ ঘর যায়
৫ লাফে ☐ = ☐ ঘর যায়

আবার, খরগোশ, ১ লাফে ৯ ঘর যায়।
২ লাফে ৯ ঘর + ৯ ঘর = ১৮ ঘর যায়।
৩ লাফে ৯ ঘর + ৯ ঘর + ৯ ঘর = ২৭ ঘর যায়।
৪ লাফে ☐ = ☐ ঘর যায়।
৫ লাফে ☐ = ☐ ঘর যায়।

যোগ করে নামতা গড়ি

৭ × ১ = ৭				৯ × ১ = ৯			
৭ × ২ = ১৪				৯ × ২ = ১৮			
৭ × ৩ = ২১				৯ × ৩ = ২৭			
৭ × ৪ =		=		৯ × ৪ =		=	
৭ × ৫ =		=		৯ × ৫ =		=	
৭ × ৬ =	৭+৭+৭+৭+৭+৭	=		৯ × ৬ =	৯+৯+৯+৯+৯+৯	=	
৭ × ৭ =	৭+৭+৭+৭+৭+৭+৭	=		৯ × ৭ =	৯+৯+৯+৯+৯+৯+৯	=	
৭ × ৮ =		=		৯ × ৮ =		=	
৭ × ৯ =		=		৯ × ৯ =		=	
৭ × ১০ =		=		৯ × ১০ =		=	
৭ × ১১ =		=		৯ × ১১ =		=	
৭ × ১২ =		=		৯ × ১২ =		=	

মাকড়সার পা গুনি

১ টি মাকড়সার	৮	টি পা		
২ টি মাকড়সার	৮ + ৮	টি পা =		টি পা
৩ টি মাকড়সার	৮ + ৮ + ৮	টি পা =		টি পা
৪ টি মাকড়সার		টি পা =		টি পা

এভাবে,

৮ × ১ = ৮			
৮ × ২ = ১৬			
৮ × ৩ = ২৪			
৮ × ৪ = ৩২			
৮ × ৫ =	৮+৮+৮+৮+৮	=	৪০
৮ × ৬ =	৮+৮+৮+৮+৮+৮	=	৪৮
৮ × ৭ =		=	
৮ × ৮ =		=	
৮ × ৯ =		=	
৮ × ১০ =		=	

অনুমান করে সঠিক মানে যাই

৩১ × ৭ কোন দুটো সংখ্যার মধ্যে থাকবে ?

৭ × ৩০ = ২১০-এর চেয়ে বড়ো হবে

কিন্তু ৭ × ৪০ = ২৮০-এর থেকে ছোটো হবে।

৩১×৭ = ৭ × (৩০ | ১)

	৩০	১
৭	৭ × ৩০	৭ × ১
	= ২১০	= ৭

২১০
+ ৭
২১৭

দ্বিতীয় পদ্ধতি

৩ ১
× ৭
২১৭

৩১ → ১০ ১০ ১০ ১

৩১ × ৭ → ১০ ১০ ১০ ১ (৭ বার)

→ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ | ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ | ১০ | ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

→ ১০০ ১০০ ১০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

→ ২১৭

১। ৪২ × ৬ → এর মান ☐×☐=☐ - এর চেয়ে বড়ো ,

☐×☐=☐ - এর চেয়ে ছোটো।

তাই ৪২ × ৬ = ☐

দ্বিতীয় পদ্ধতি

৪ ২
× ৬

২। ৫৬ × ৮ এর মান ☐×☐=☐ - এর চেয়ে বড়ো ,

☐×☐=☐ -এর চেয়ে ছোটো।

তাই ৫৬ × ৮ = ☐

দ্বিতীয় পদ্ধতি

৫ ৬
× ৮

১০২× ৭ কোন দুটো সংখ্যার মধ্যে থাকবে ?

শিখন সামর্থ্য : দুই/তিন অঙ্কের সংখ্যার সঙ্গে এক অঙ্কের সংখ্যার গুণ। গুণফল চার অঙ্কের সংখ্যা হবে না ও গুণফল কোন কোন সংখ্যার মধ্যে থাকবে অনুমান করতে শিখবে (প্রথমে মনে মনে অনুমান করবে)।

ফলের হিসাব করি

নিতু দুটি ঝুড়ি করে জাম ও আম তুলে আনল।

নিতু আম ও জাম তার ১২ জন বন্ধুর মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিল। প্রত্যেক বন্ধু আম পেল ৬টি।

ঝুড়িতে মোট আম ১২ × ৬ টি = ☐ টি।

প্রত্যেক বন্ধু জাম পেল ৯টি।

ঝুড়িতে মোট জাম ☐ ☐ ☐ টি = ☐ টি।

(১) একটি গরুরগাড়িতে ৭ টি বস্তা আছে। প্রত্যেক বস্তায় ৭৫ টি শশা আছে।

গরুরগাড়িতে মোট ☐ ☐ ☐ টি = ☐ টি শশা আছে।

(২) দার্জিলিং থেকে ৮ পেটি কমলালেবু এসেছে। প্রত্যেক পেটিতে ৬৪ টি কমলালেবু আছে।

মোট ☐ ☐ ☐ টি = ☐ টি কমলালেবু এসেছে।

(৩) তোমার শ্রেণিতে ☐ জন ছাত্রছাত্রী আছে। তুমি প্রত্যেককে ১০ টি করে কুল দিলে।

তুমি মোট ☐ ☐ ☐ টি = ☐ টি কুল দিলে।

৪। কৃষ্ণনগরের কোন পরিবারে প্রতিদিন ১২৩ টি পুতুল তৈরি হয় । ৫ দিনে মোট

[১২৩] × [৫] টি = [   ] টি পুতুল তৈরি হবে।

	১০০	২০	৩
৫	১০০ × ৫ = ৫০০	২০ × ৫ = ১০০	৩ × ৫ = ১৫

৫০০
+১০০
+ ১৫
৬১৫

হাতে কলমে

৫। পুকুরের পাড় বাঁধানোর জন্য ৭ জন মানুষকে কাজে লাগানো হয়েছে। প্রত্যেককে ১৩৫ টাকা দেওয়া হল। মোট ☐ ☐ ☐ টাকা = ☐ টাকা দেওয়া হল।

টাকা

দ্বিতীয় পদ্ধতি

শ দ এ

x
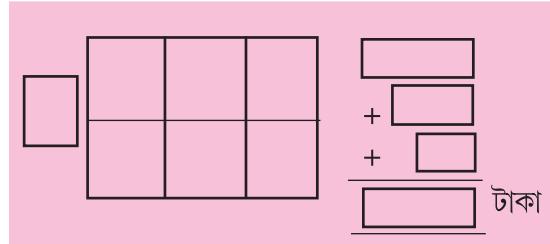
৬। এক ঘুড়ি বিক্রেতা ১৪৮ টি ঘুড়ি বিক্রি করেছেন। প্রতিটি ঘুড়ির দাম ৬ টাকা হলে মোট ☐ ☐ ☐ টাকা = ☐ টাকা পেয়েছেন।
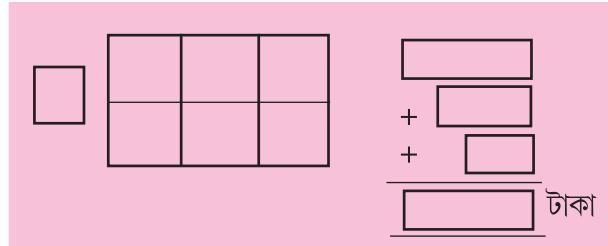
শিখন সামর্থ্য : বাস্তব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দুই/তিন অঙ্কের সংখ্যাকে ৫ থেকে ৯ পর্যন্ত এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে যেকোন একটি পদ্ধতিতে গুণ শিখবে। গুণফল চার অঙ্কের সংখ্যা হবে না।

ক্লাবে যেমন খুশি বসে আঁকি

পাড়ার ভারতী সংঘ ক্লাব যেমন খুশি বসে আঁকার আয়োজন করেছে। আমরা ২৪ জন আঁকতে বসেছি। কয়েকটি শতরঞ্জি দরকার। প্রত্যেক শতরঞ্জিতে ৬ জন বসতে পারে।

শতরঞ্জি আনতে হবে [২৪] ÷ [৬] টি = ৪ টি।

হাতে কলমে কাজ:

২৪ → ||||||||| ||||||||| ||||
→ (||||||) (||||||) (||||||) (||||||) (||||||) (||||||)
২৪ ÷ ৬ → (||||) → ৪

```
  ২ ৪
 –  ৬ ——১ বার
  ১ ৮
 –  ৬ ——২ বার
  ১ ২
 –  ৬ ——৩ বার
    ৬
 –  ৬ ——৪ বার
    ০
```

```
     ৪
  ┌ দ এ
৬ │ ২ ৪
  │–২ ৪
     ০
```

ভাজ্য = [২৪], ভাজক = [৬], ভাগফল = [৪], ভাগশেষ = [০]

এবার ক্লাব থেকে আমাদের ৮ টি মোম রঙের বাক্স দিয়েছে।

একটি মোম রঙের বাক্স [২৪] ÷ [৮] জন = [ ] জন ব্যবহার করবে।

কারণ ২৪
– [ ]
[ ]
– [ ]
[ ]
– [ ]

```
     [ ]
  ┌ দ এ
৮ │ ২ ৪
  │ [ ]
```

ভাজ্য = [ ], ভাজক = [ ], ভাগফল = [ ], ভাগশেষ = [ ]

১। আজ আমার শ্রেণিতে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী এসেছে। ৭টি বেঞ্চ আছে। প্রত্যেক বেঞ্চে সমান সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বসবে।

একটি বেঞ্চে [ ] [ ] [ ] জন = [ ] জন ছাত্রছাত্রী বসবে।

ভাজ্য = [ ], ভাজক = [ ], ভাগফল = [ ], ভাগশেষ = [ ]

২। পাড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে রাতুল বন্ধুদের সাথে গেছে। ৬৩ জন এসেছেন । ৯টি সারিতে বসবেন । প্রত্যেক সারিতে ☐ ÷ ☐ জন = ☐ জন বসবেন ।
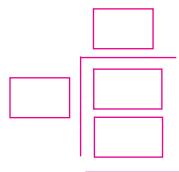
ভাজ্য = ☐, ভাজক = ☐, ভাগফল = ☐

৩। ৭দিনে এক সপ্তাহ । ৭০দিনে , ৭০ ÷ ৭ সপ্তাহ = ☐ সপ্তাহ ।

```
      ১  ০
   ┌──────
   │ দ  এ
 ৭ │ ৭  ০
   │-৭          ৭ × ১ = ৭
   ──────
       ০
     - ০        ৭ × ০ = ০
   ──────
       ০
```

ভাজ্য = ☐, ভাজক = ☐, ভাগফল = ☐

৪। সুজাতার কাছে ৬৬টি মার্বেল আছে । সে ৬ জনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিল ।

প্রত্যেকে ৬৬ ÷ ৬ টি = ☐ টি মার্বেল পেল ।

৬৬ ÷ ৬

৬ × ১০ = ৬০ < ৬৬

৬ × ১১ = ৬৬

সুজাতা ভাগ করে ☐ ভাগফল পেল ।

ভাগফল = ১১

কাঠির সাহায্যে হাতে কলমে কাজ

৬৬ → |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| ||||||

→ [|||||||||| |] [|||||||||| |] [|||||||||| |] [|||||||||| |] [|||||||||| |] [|||||||||| |]

৬৬ ÷ ৬ → [|||||||||| |] → [১১]

ভাগের চেষ্টা করি

১) ৭৭ ÷ ৭ =

২) ৮০ ÷ ৮ =

৩) ৯৯ ÷ ৯ =

৪) ৫০ ÷ ৫ =

৫) ৪৮ ÷ ৪ =
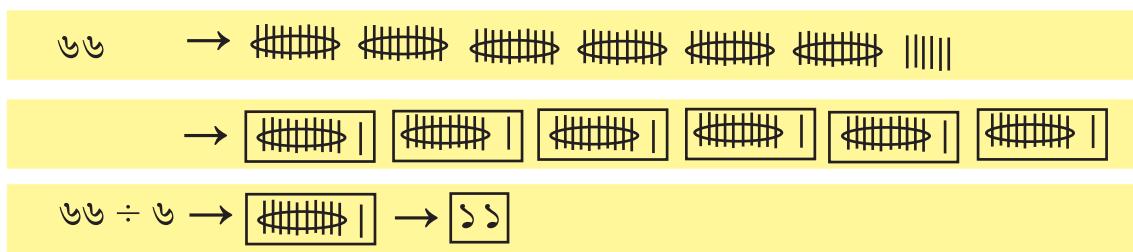
শিখন সামর্থ্য : *বাস্তব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ও হাতে কলমে কাঠি দিয়ে দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ শিখবে (ভাগশেষ থাকবে না)।*

১১ টা বই টেবিলে পড়ে আছে । বই রাখার আলমারিতে ২ টি তাক আছে । বই রাখার আলমারির তাকে সমান ভাগে ভাগ করে রাখতে পারি কিনা দেখি ?

প্রত্যেক তাকে [১১] ÷ [২] টি

অর্থাৎ প্রত্যেক তাকে ৫টি করে বই রাখার পরে টেবিলে ১ টি বই পড়ে আছে। আর সমান ভাগে ভাগ করা যাবে না ।

তাই ভাগফল = [৫] , ভাজ্য = [১১]

ভাজক = [২] , কিন্তু ভাগশেষ = [১]

২ × ৫ = ১০ < ১১

২ × ৬ = ১২ > ১১ [ ]

১ ১
− ২ —— ১ বার
৯
− ২ —— ২ বার
৭
− ২ —— ৩ বার
৫
− ২ —— ৪ বার
৩
− ২ —— [৫] বার
[১] → ভাগ করা যাবে না, তাই ভাগশেষ।

১। ৫০ টি কমলালেবু আছে । ৬টি ঝুড়িতে সমান ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করি ।

প্রতি ঝুড়িতে [৫০] ÷ [৬] টি

৬ × ৮ = ৪৮ < ৫০

৬ × ৯ = ৫৪ > ৫০

৫ ০
− ৬ —— ১ বার
৪ ৪
− ৬ —— ২ বার
৩ ৮
− ৬ —— ৩ বার
৩ ২
− ৬ —— ৪ বার
২ ৬
− ৬ —— ৫ বার
২ ০
− ৬ —— ৬ বার
১ ৪
− ৬ —— ৭ বার
৮
− ৬ —— ৮ বার
২

প্রতি ঝুড়িতে [৮] টি কমলালেবু রাখার পরে ২টি কমলালেবু পড়ে থাকছে । সমান ভাগ করা যাচ্ছে না । কারণ ২, ৬-এর থেকে ছোটো।

∴ ভাজ্য = [ ], ভাজক = [ ], ভাগফল = [ ], ভাগশেষ = [ ]

ভাগশেষ ভাজকের চেয়ে [ ] (ছোটো/বড়ো)।

২। ৩২ জন ছাত্রছাত্রীদের ৩টি দলে সমান ভাগে ভাগ করি ।

প্রতি দলে ৩২ ÷ ৩

৩ × ১০ = ৩০ < ৩২

৩ × ১১ = ৩৩ > ৩২

```
       ১   ০     → জন প্রতি দলে থাকলো
     ┌─────────
     │ দ   এ
  ৩  │ ৩   ২
     │-৩          ৩ × ১ = ৩
     ─────────
           ২
          -০      ৩ × ০ = ০
     ─────────
           ২     → জন পড়ে রইল
                  (ভাগ করতে পারলাম না )।
```

∴ ভাজ্য = ☐ , ভাজক = ☐, ভাগফল = ☐ ,ভাগশেষ = ☐

ভাগশেষ ভাজকের চেয়ে ☐ ।

ভাজ্য , ভাজক , ভাগফল ও ভাগশেষ খুঁজি

১। ১৫ ÷ ২ →

ভাজ্য = ১৫ , ভাজক = ☐

ভাগফল = ☐, ভাগশেষ = ☐

২। ৩২ ÷ ৪ →

ভাজ্য = ৩২ , ভাজক = ☐

ভাগফল = ☐, ভাগশেষ = ☐

৩। ৫১ ÷ ৫ →

ভাজ্য = ৫১ , ভাজক = ☐

ভাগফল = ☐, ভাগশেষ = ☐

৪। ৪৯ ÷ ৬ →

ভাজ্য = ৪৯ , ভাজক = ☐

ভাগফল = ☐, ভাগশেষ = ☐

ভাজ্য = ☐ , ভাজক = ☐

ভাগফল = ☐, ভাগশেষ = ☐

৭। ৭২ ÷ ৭ →

দ এ

☐ ৭ ২

ভাজ্য = ☐ , ভাজক = ☐

ভাগফল = ☐, ভাগশেষ = ☐

শিখন সামর্থ্য : *বাস্তব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে যেকোন দুই অঙ্কের সংখ্যাকে যেকোন এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করবে। ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষ চিনবে।*

১০৩ ২০৮ ১১০ ৩০৪
১১৯ ১২০ ২০০
৯৯ ১৫০ ৪৪৪
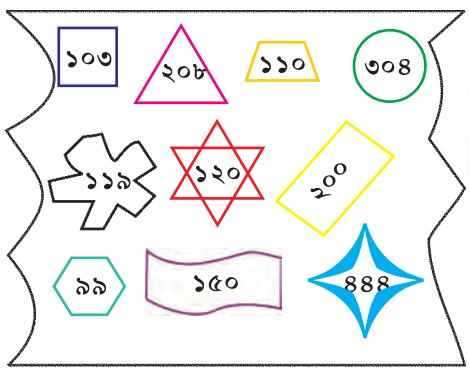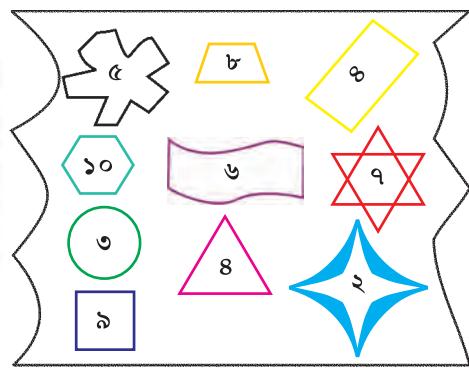
আমার থেকে একটা কার্ড নাও

আমার থেকে একই আকারের একটা কার্ড নাও, আর গুণ করো

৫ ৮ ৩
১০ ৬ ৭
৩ ৪ ২
৯

৪৪৪ × ২ →

$$\begin{array}{r} ৪\;৪\;৪ \\ \times \quad ২ \\ \hline ৮\;৮\;৮ \end{array}$$

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

শিখন সামর্থ্য : *দুটি আকারের মিল খুঁজবে ও তিন অঙ্কের সংখ্যাকে যেকোনো এক অঙ্কের সংখ্যা ৩১০ দিয়ে গুণ করবে।*

স্কুলে ছবি আঁকি

আমি হুগলি জেলার মধুসুদন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ি। আজ আমাদের বাৎসরিক উৎসব। আমরা ১০০ জন স্কুলে ছবি আঁকতে এসেছি। আমাদের ৪টি ঘরে সমান ভাগে ভাগ হয়ে বসতে হবে।

৪ × ২০ = ৮০ < ১০০

৪ × ৩০ = ১২০ > ১০০

তাই প্রত্যেক ঘরে বসবো [১০০] ÷ [৪] জন = [২৫] জন

```
        ২   ৫
   ┌──────────
   │ শ  দ   এ
 ৪ │ ১  ০   ০
   │ −৮
   ──────────
     ২  ০
   − ২  ০
   ──────────
        ০
```
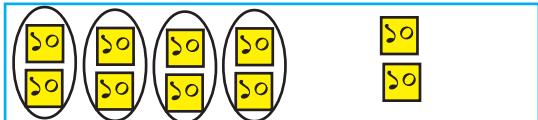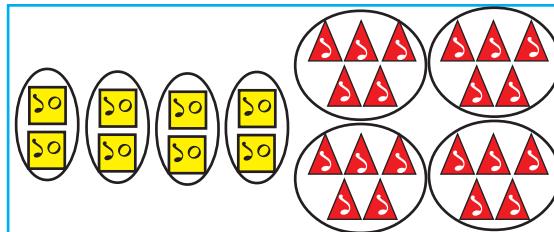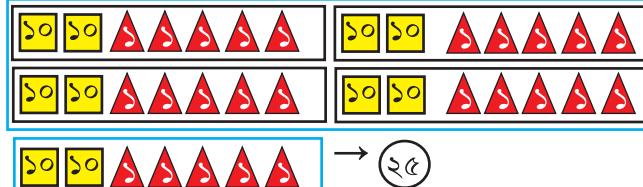
১। ঝুড়িতে ১২৫ টি ফুল আছে। প্রতিটি মালায় সমসংখ্যক ফুল দিয়ে ৫টি মালা তৈরি করলাম ।

প্রতিটি মালায় ১২৫টি ÷ ৫ = [ ] টি ফুল আছে।

```
        ২  [ ]
   ┌──────────
   │ শ  দ   এ
 ৫ │ ১  ২   ৫
   │−১  ০
   ──────────
        ২   ৫
       [   ]
   ──────────
```
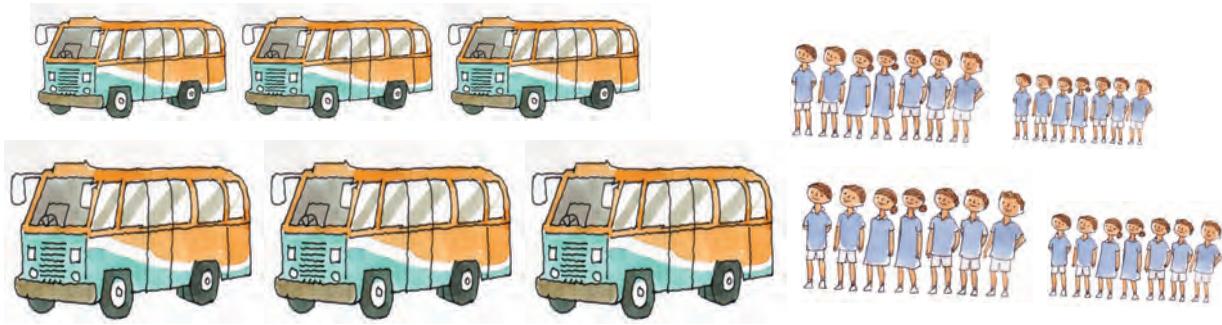
ভাগফল = [ ]

ভাগশেষ = [ ]

২। আমরা স্কুল থেকে ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার আয়োজন করেছি। আমরা ১৫৬ জন যাবো। ৬টা গাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। প্রত্যেক গাড়িতে সমান সংখ্যক ছেলেমেয়ে যাবে। প্রত্যেক গাড়িতে

[১৫৬] ÷ [৬] জন = [২৬] জন উঠেছি।

```
        ২ ৬
     ┌─────────
  ৬  │ শ দ এ
     │ ১ ৫ ৬
     │-১ ২ ↓      ৬ × ২ = ১২
     ──────────
         ৩ ৬
       - ৩ ৬      ৬ × ৬ = ৩৬
     ──────────
           ০
```

ভাজ্য = [১৫৬], ভাজক = [৬], ভাগফল = [২৬], ভাগশেষ = [০]

সমান ভাগে ভাগ করি

১। ৭০০ ÷ ৭

```
        ১ ০ ০
     ┌─────────
→ ৭  │ শ দ এ
     │ ৭ ০ ০
     │-৭          ৭×১ = ৭
     ──────────
         ০
        -০        ৭×০ = ০
     ──────────
           ০
         - ০      ৭×০ = ০
     ──────────
           ০
```

৭০০ → ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

৭০০ ÷ ৭ → ১০০

→ [১০০]

ভাজ্য = [ ], ভাজক = [ ], ভাগফল = [ ], ভাগশেষ = [ ]।

২। ৬১৫ ÷ ৫

শ দ এ
৬ ১ ৫

ভাজ্য = ☐, ভাজক = ☐, ভাগফল = ☐, ভাগশেষ = ☐।

৩। ৬০০ ÷ ৬

শ দ এ
৬ ০ ০

ভাজ্য = ☐, ভাজক = ☐, ভাগফল = ☐, ভাগশেষ = ☐।

৪। ৮০০ ÷ ৪

শ দ এ
৮ ০ ০

ভাজ্য = ☐, ভাজক = ☐, ভাগফল = ☐, ভাগশেষ = ☐।

শিখন সামর্থ্য : *তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে এমন ভাগ শিখবে যাতে ভাগশেষ শূন্য হবে এবং ভাজ্যের অঙ্ক নামার ফলে ভাগফলে শূন্য আসবে ।*

১। প্রিয়ার কাছে ২০৬টি স্ট্যাম্প আছে। খাতার দুটি পাতায় সমান ভাবে ভাগ করে লাগাবে।

প্রতি খাতায় ২০৬ ÷ ২ →

```
      ১  ০  ৩
    ┌─────────
    │ শ  দ  এ
  ২ │ ২  ০  ৬
    │−২
    ─────────
         ০
       − ০
    ─────────
            ৬
         −  ৬
    ─────────
            ০
```

তাই প্রতি পাতায় ১০৩ টি স্ট্যাম্প লাগাবে।

২। মা ৩০৩ টি নারকেল নাড়ু তৈরি করেছেন। আমাকে ৩ টি জারে সমান ভাগে ভাগ করে রাখতে বললেন।

৩০৩ ÷ ☐ → ☐) ☐ ☐

আমি ১ টি জারে ☐ টি নাড়ু রাখলাম।

৩। আমরা পাড়ায় একটা কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। ১০৩ জন প্রতিযোগী নাম দিয়েছে। ৫জনের এক একটা দল গড়তে হবে। দেখি, সবাইকে নিয়ে দল গড়তে পারি কিনা।

যেহেতু ,

$$৫ \times ২০ = ১০০ < ১০৩$$
$$৫ \times ২১ = ১০৫ > ১০৩$$

```
     ২০
   ┌────
   │শ দ এ
 ৫ │১ ০ ৩
   │-১ ০
   ──────
       ৩
     - ০
   ──────
       ৩
```

আর ৫ জনের দল গড়া গেল না কারণ ভাগশেষ ভাজক-এর চেয়ে ☐

তাই ২০ টি দলে হবে, কিন্তু তিনজন আলাদা থাকবে ।

হাতে কলমে কাজ
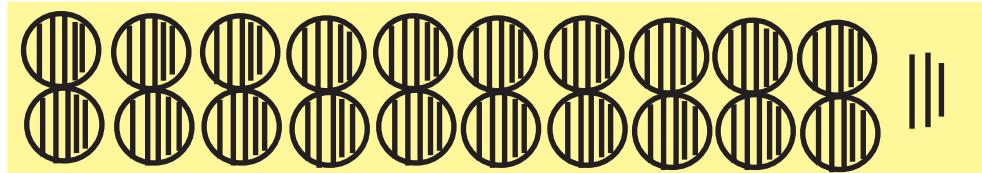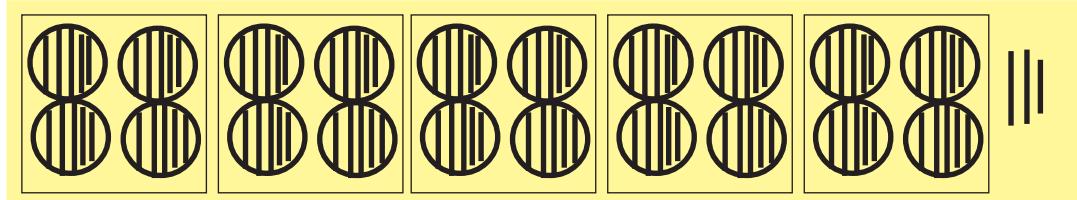
১০৩ ÷ ৫ → ২০ টি দল ও অবশিষ্ট তিনটি।

৪। আজ আমি ৩০২ টি খাতা সকল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেবো। প্রত্যেককে ৩ টি করে খাতা দেবো। দেখি সব খাতা সমান ভাগ করে দিতে পারি কিনা।

```
      ১  ০  ০
   ┌──────────
   │ শ  দ  এ
 ৩ │ ৩  ০  ২
   │-৩
   ──────────
        ০
       -০
   ──────────
           ২
          -০
   ──────────
           ২
```

আমি ☐ জনকে ৩টি করে খাতা দিলাম। কিন্তু ☐ টি খাতা পড়ে রইল।

৫। ৭০৫টি পেয়ারা ৭টি বস্তায় সমান সংখ্যায় রাখলে প্রত্যেক বস্তায় কতগুলো পেয়ারা রাখা হল? বস্তার বাইরে কতগুলো রইল?

৬। ৮১২টি মাছ ৮টি বাক্সে সমান সংখ্যায় রাখলে প্রতিটি বাক্সে কতগুলো থাকবে? কতগুলো মাছ বাক্সের বাইরে থাকবে?
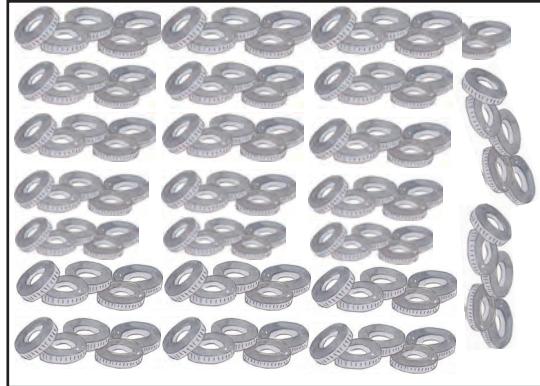
১২১ টি চাকা আছে । একটি গাড়িতে ৪ টি চাকা থাকে । দেখি কতগুলো গাড়িতে চাকা লাগাতে পারি।

	শ	দ	এ
৪	১	২	১

৪ × ৩০ = ১২০ < ১২১

৪ × ৩১ = ১২৪ > ১২১

☐ গুলি গাড়িতে চাকা লাগাতে পারলাম। কিন্তু ১ টি চাকা অবশিষ্ট রইল।

নিজে করি

১) ৪০৪ ÷ ৪

	শ	দ	এ
৪	৪	০	৪

২) ৭০৬ ÷ ৭

	শ	দ	এ
৭	৭	০	৬

৩) ২১০ ÷ ২

	শ	দ	এ
২	২	১	০

১) ৮০৫ ÷ ৮

	শ	দ	এ
৮	৮	০	৫

শিখন সামর্থ্য : *বাস্তব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে অপেক্ষাকৃত জটিলতর ভাগ শিখবে যাতে ভাগশেষ শূন্য হবে না ও ভাজ্য থেকে অঙ্ক নামার পরে ভাগ করা না গেলে ভাগফলে শূন্য বসবে।*

ভাগ করে বামদিকের ভাগশেষের সঙ্গে ডানদিকের মিল খুঁজি
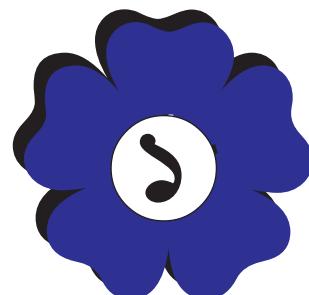
২১৫ ÷ ৭ →

	শ দ এ
৭	২ ১ ৫

ভাগশেষ → ☐

১৫৩ ÷ ৫ →

	শ দ এ
৫	১ ৫ ৩

ভাগশেষ → ☐

১৬৩ ÷ ২ →

	শ দ এ
২	১ ৬ ৩

ভাগশেষ → ☐

২৬০ ÷ ৮ →

	শ দ এ
৮	২ ৬ ০

ভাগশেষ → ☐

৩২৬ ÷ ৬ →

	শ দ এ
৬	৩ ২ ৬

ভাগশেষ → ☐

৩ ১ ২ ৫ ৪
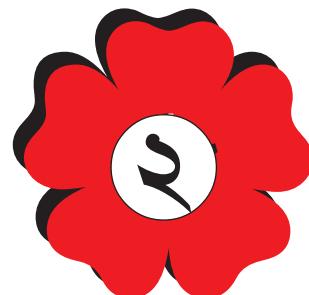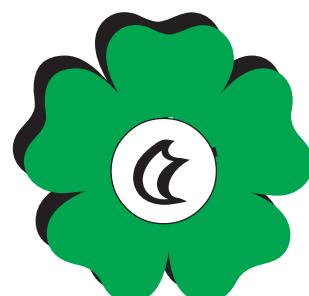
শিখন সামর্থ্য : যেকোনো তিন অঙ্কের সংখ্যাকে যেকোনো এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার নিয়ম বিভিন্নভাবে অনুশীলন করবে।

মনে মনে অঙ্ক করি

(১) [৩২] ÷ ৮ = [ ]

(২) [ ] ÷ ৯ = [৪]

(৩) [ ] ÷ ৮ = [২৫]

[সঠিক উত্তরটিতে ✔ চিহ্ন দাও]

(৪) ১৩ কে ২ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে [০] / [১] / [২]।

(৫) কোনো সংখ্যাকে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ হতে পারে [৮] / [৯] / [৫]।

(৬) ১১ থেকে ৩ বিয়োগ যায় [৪] / [২] / [৩] বার।

(৭) ৭ টা ৮ এর যোগফল [৫৫] / [৫৬] / [৫৭]।

(৮) কোনো সংখ্যাকে ৫ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ ৫-এর চেয়ে [ছোটো] / [বড়ো]।

(৯) ৮ বার ৫ ঘর লাফালে যাওয়া যায় [৪০] / [৪৫] / [৫০] ঘর।

(১০) ১০ বার ১০ যোগ করলে পাওয়া যায় [৯০] / [১০০] / [১১০]।

শিখন সামর্থ্য : *ব্ল্যাকবোর্ড বা খাতায় না লিখে মনে মনে সহজে হিসাব করার অভ্যাসকে জোর দিতে হবে।*

জুতো ও মোজা কিনি

সুমিতের আজ খুব মজা। সে বাবার সাথে নতুন জুতো কিনতে যাবে। কারণ তার পুরানো জুতো ছিঁড়ে গেছে।

দোকানে গিয়ে সুমিত বলল, '১টা জুতো দিন'।

দোকানি অবাক হয়ে দুটো জুতো দিলেন।

 বাবা বললেন, 'অন্য আর এক জোড়া জুতো দেখান'।

দোকানি জুতো দেখালেন।

সুমিত 'আমার আগের জোড়া জুতো পছন্দ হলো। তাই ঐ জুতো জোড়া নিলাম'।

এবার, ভাবলাম, জুতো যেমন দুটো হলে ১ জোড়া। তাই মোজাও দুটো হলে ১ জোড়া।

আমি বাবাকে বললাম 'এক জোড়া মোজা নেবো'।

বাড়ি ফেরার পথে বাবা কিনলেন।

আমি বাবাকে বললাম, এটা নিশ্চয়ই ২জোড়া কলা।

বাবা খুশী হলেন । বললেন কি ভাবে পেলে ?

আমি বললাম, দুটোর দলে ভাগ করলাম, ৪ ÷ ২ = ২

বাড়ি গিয়ে আমাদের জুতোগুলো সাজালাম

বাবাকে বললাম, এখানে নিশ্চয়ই ৪ জোড়া জুতো।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন কীভাবে পেলে?

বললাম, ৮ ÷ ২ = ৪

এবার, সব মোজাও জড়ো করলাম
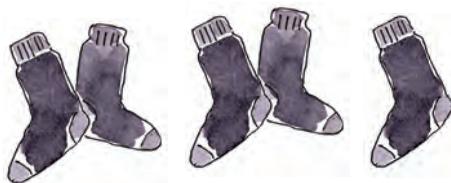
কিন্তু ৫টা মোজা, ১টা হারিয়ে গেছে।

এটা তো জোড় করা গেল না। তবে কী বলবো?

বাবা বললেন, জোড় হল না তাই বিজোড় বলবো।

তাই ৫টি মোজা বিজোড় সংখ্যার মোজা।

এবার, আমার বইগুলি বিজোড় সংখ্যায় আছে। ☐ টি বই।

খোপের মধ্যে জামের সংখ্যা দেখে জোড় না বিজোড় লিখি।

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
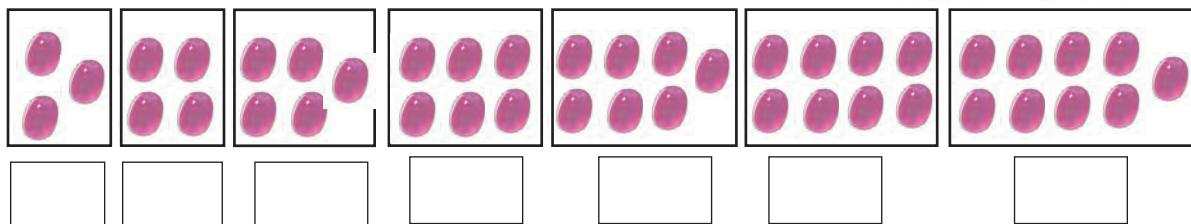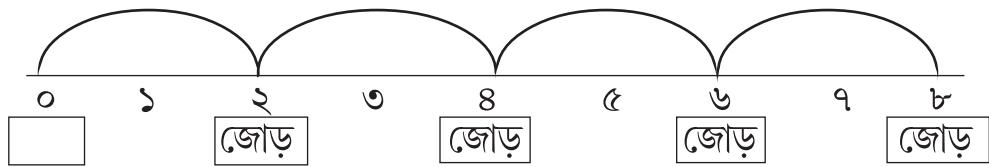
বাজারে জোড়-বিজোড় জিনিস কিনি :

সকালবেলা দাদু বাজার থেকে ৪ জোড়া কলা নিয়ে এলেন।
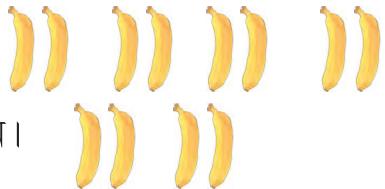
বিকেলবেলা বাবা বাজার থেকে আরো ২ জোড়া কলা আনলেন।

তাই, দাদু আনলেন ৪ × ২টি = ৮ টি কলা
বাবা আনলেন ২ × ২ টি = ৪ টি কলা
দুজনে মোট [৮]টি + [৪] টি = [১২] টি কলা আনলেন।

দুজনে মোট [৪]জোড়া + [২]জোড়া = [৬] জোড়া কলা আনলেন।

তাই পেলাম ৬ জোড়া = ৬ × ২ টি = ১২ টি কলা।

৫ জোড়া কলা = ৫ × □ টি = □ টি কলা
৮ জোড়া কলা = □ × ২ টি = □ টি কলা
১১ জোড়া কলা = □ × □ টি = □ টি কলা

দীপু ১৫ জোড়া মোজা বাজার থেকে কিনে আনল। ৬ জোড়া মোজা কাকিমাকে দিয়ে দিল।

দীপু □ × □ টি = □ টি মোজা কিনে আনল।
সে □ × □ টি = □ টি মোজা কাকিমাকে দিলো।
তার □ টি – □ টি = □ টি মোজা পড়ে রহল।
দীপুর বাড়িতে ১৫ জোড়া – ৬ জোড়া = ৯ জোড়া মোজা পড়ে রইল।

∴ ৯ জোড়া মোজা = □ টি মোজা।

শিখন সামর্থ্য : প্রতি দিনের বাস্তব জীবনে জোড় বিজোড় সংখ্যা চিনবে। কোনটি জোড় কোনটি বিজোড় নিজেরাই বলতে পারবে।

নিজের শরীরে জোড়-বিজোড় দেখি

	কটা আছে	জোড় না বিজোড়
আমার মাথা →	→	
চোখ →	→	
কান →	→	
নাক →	→	
হাত →	→	
পা →	→	
ডান হাতের আঙুল →	→	

এবার দেখি আমার

পেন্সিল →	→	
আমার বই →	→	
আমার খেলনা →	→	

শিখন সামর্থ্য : উপরের মতো ছাত্র ছাত্রীরা তাদের দেখা আরোও জোড় ও বিজোড় সংখ্যার তালিকা তৈরি করতে পারবে।

প্রতিযোগীরা জোড়ে না বিজোড়ে

আমাদের হাউসিং কমপ্লেক্সে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছে। ৩৩ জন অংশগ্রহণ করেছে।

৩৩ জনকে কতগুলি জোড়ে ভাগ করা যায় দেখি।

```
       ১৬
    ┌─────
    │ দ এ
 ২  │ ৩৩
    │-২
    └─────
      ১৩
     -১২
    ─────
       ১
```

১৬ টি জোড়ে ভাগ করেও ১ জন পড়ে থাকছে।

তাই ৩৩ **বিজোড়** সংখ্যা।

আমার বন্ধু শ্যামল ব্যাডমিন্টন খেলায় নাম দিল। তাই ৩৩ জন + ১ জন = ৩৪ জন হলো।

এবার জোড় পেলাম ৩৪ ÷ ২ = ১৭

তাই ৩৪ জোড় সংখ্যা।

তাহলে বিজোড় সংখ্যার সাথে ১ যোগ করলে ☐ সংখ্যা পাই।

জোড় সংখ্যার সাথে ১ যোগ করলে ☐ সংখ্যা পাই।

শিখন সামর্থ্য : *জোড় সংখ্যা কিভাবে বিজোড় সংখ্যা হবে এবং বিজোড় সংখ্যা কিভাবে জোড় সংখ্যা হবে—তা ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার মাধ্যমে আবিষ্কার করবে।*

এসো, ১০ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যাকে দুটো ঘরে বসাই

জোড় সংখ্যার ঘর

দএ	দএ	দএ	দএ
১০			৪০
১২	২২	৩২	
১৪			৪৪
	২৬	৩৬	
১৮			৪৮
			৫০

বিজোড় সংখ্যার ঘর

দএ	দএ	দএ	দএ
১১	২১		
১৩		৩৩	
		৩৫	৪৫
১৭	২৭		
		৩৯	৪৯

জোড় সংখ্যার এককের ঘরের অঙ্কগুলি ০, ☐, ☐, ৬, ☐

বিজোড় সংখ্যার এককের ঘরের অঙ্কগুলি ১, ☐, ☐, ৭, ☐

নীচের জোড় সংখ্যায় লাল রং ও বিজোড় সংখ্যায় নীল রং করি

০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

শিখন সামর্থ্য : দুই অঙ্কের জোড় ও বিজোড় সংখ্যার এককের ঘরে অঙ্কগুলি কী নিয়মে থাকে তা আবিষ্কার করবে।

জোড় সংখ্যার নীচে লাল রং ও বিজোড় সংখ্যার নীচে হলুদ রং দিই :

১০০	৫০ শ দ এ ২ | ১০০ -১০ ০ -০ ০	১০৬	
১০১		১০৭	
১০২		১০৮	
১০৩		১০৯	
১০৪		১১০	
১০৫		১১১	
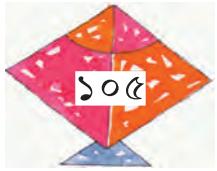
জোড় সংখ্যাগুলির এককের ঘরের অঙ্ক ০, ☐, ৪, ☐, ☐

বিজোড় সংখ্যাগুলির এককের ঘরের অঙ্ক ১, ☐, ☐, ৭, ☐

শিখন সামর্থ্য : তিন অঙ্কের সংখ্যার জোড় বিজোড় নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করবে।

ফল পেড়ে ভাগ করে খাই

ফল পেড়ে জোড় না বিজোড় দেখি

গাছ থেকে ফল পাড়ি ও মিলিয়ে দেখি কি হয় :

এসো, জোড় সংখ্যা ও বিজোড় সংখ্যার ফল পাড়ি। গাছের ফলে চিহ্ন [×] দিই—

জোড়	+	জোড়	=		→	জোড়
২৬		৬		৩২		৩২

জোড় সংখ্যা	+	বিজোড় সংখ্যা	=		→	

বিজোড় সংখ্যা + জোড় সংখ্যা = →

জোড় সংখ্যা + জোড় সংখ্যা = →

বিজোড় সংখ্যা + বিজোড় সংখ্যা = →

নীচের সংখ্যাগুলির মধ্যে জোড় সংখ্যায় △ এবং বিজোড় সংখ্যায় ○ দিই।

২, ৩, ৫, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৫, ১৮, ২০, ২১, ৩০, ৩১, ৪০, ৪১, ৫০, ৫৩

△ ৮ × ○ ৭ = ৫৬ → জোড়

△ × ○ = →

○ × △ = →

○ × ○ = →

ভাগ না করে জোড় সংখ্যা চিনি ও ফাঁকা ঘরে বসাই

দ	এ
২	০
২	২
২	□
২	৬
২	□

শ	দ	এ
২	০	০
২	০	□
২	০	৪
২	০	□
২	০	৮

শিখন সামর্থ্য : *দুটি জোড় বিজোড়/একটি জোড় অপরটি বিজোড় সংখ্যার যোগফল/বিয়োগফল/গুণফল কী ধরনের সংখ্যা হয় তা আবিষ্কার করবে।*

ভাগ না করে জোড় সংখ্যা চিনি
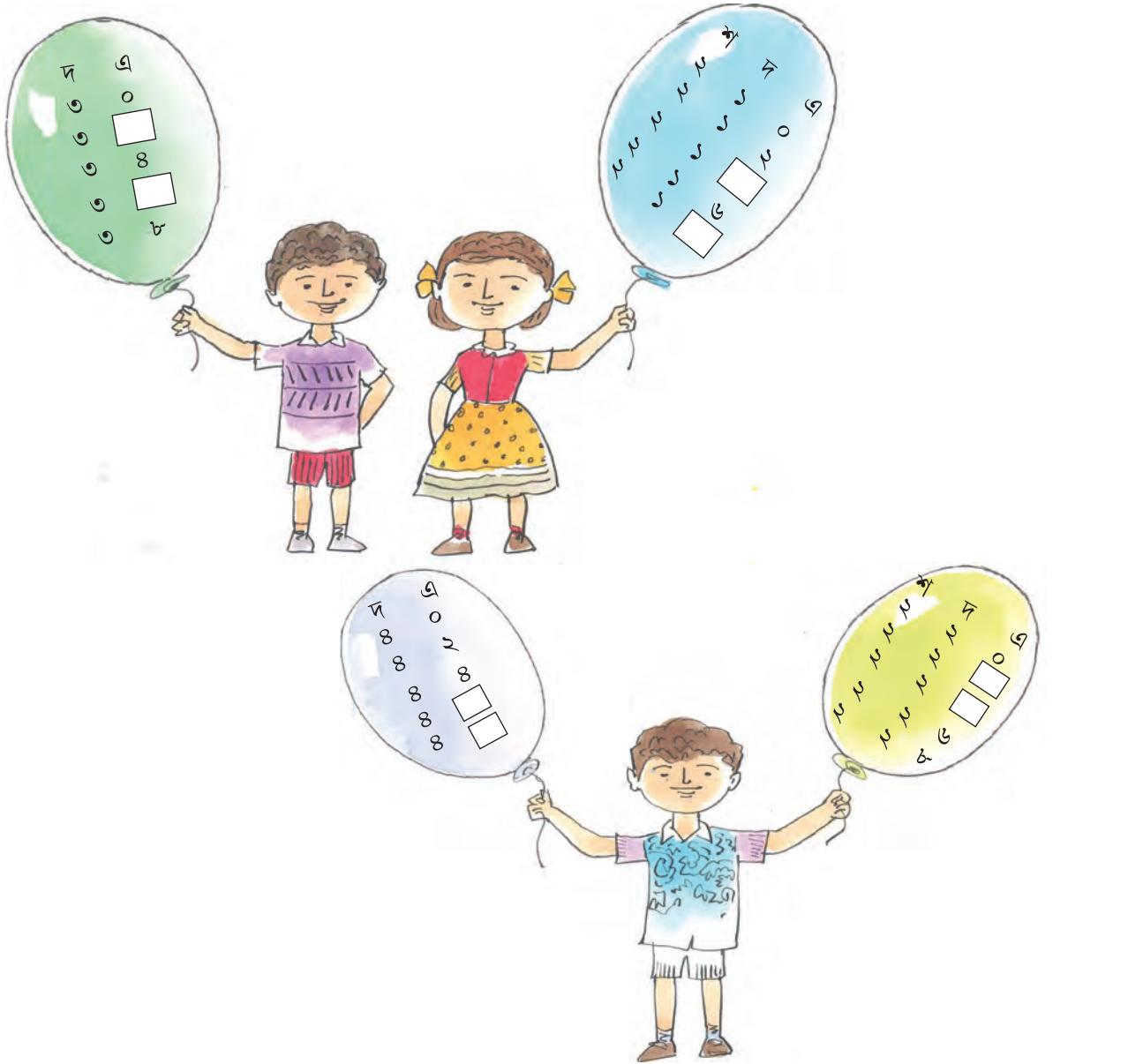
জোড়সংখ্যা বা ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ শূন্য হওয়ার জন্য এককের ঘরে ☐, ☐, ☐, ☐ ও ৮ থাকতেই হবে।

তাই ২ দিয়ে বিভাজ্যতার শর্ত এককের ঘরে ☐, ☐, ☐, ৬ ও ☐ থাকতে হবে।

২ দিয়ে বিভাজ্য হবে না যদি এককের ঘরে ☐, ☐, ☐, ৭ ও ☐ থাকে।

শিখন সামর্থ্য : *২ দিয়ে বিভাজ্যতার শর্ত আবিষ্কার করবে।*

এক ব্যাগ সংখ্যার ৩-এর দল গড়ার খেলা

যেমন খুশি বসাই।

```
      ১৬                      ৩৭
   ┌────                   ┌──────
   │দ এ                    │শ দ এ
 ৩ │৪ ৮                  ৩ │১ ১ ২
   │-৩                     │ -৯
    ────                    ──────
     ১৮                       ২২
    -১৮                      -২১
    ────                    ──────
      ০                        ১
```

তাই ৪৮, ৩ দিয়ে বিভাজ্য।

১১২, ৩ দিয়ে বিভাজ্য নয়।

তাই ৪২, ৩ দিয়ে বিভাজ্য।

৪৬, ৩ দিয়ে বিভাজ্য নয়।

	শ	দ	এ
৩	২	৬	১

	দ	এ
৩	৮	২

তাই [ ], ৩ দিয়ে [ ]। তাই [ ], ৩ দিয়ে [ ]

এবার দুটো বাড়ি তৈরি করি।

৩ দিয়ে বিভাজ্য

২৪, ৩৩, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৪৮, ৬৯, ৭৫, ৮৭, ৯০, ১০২, ২৬১, ৩৮১

৩ দিয়ে বিভাজ্য নয়

২৮, ৩২, ৪১, ৪৬, ৭১, ৮২, ৯৮, ১১২

৩ দিয়ে বিভাজ্য সংখ্যাগুলি দেখি

২৪ → [২] + [৪] → [৬] → [৩] × [২] → [৩ দিয়ে বিভাজ্য]

৩৩ → [৩] + [৩] → [ ] → [৩] × [ ] → [ ]

৩৯ → [ ] + [ ] → [ ] → [৩] × [ ] → [ ]

৪২ → [ ] + [ ] → [ ] → [৩] × [ ] → [ ]

১০২ → [১] + [০] + [২] → [ ] → [৩] × [ ] → [ ]

২৬১ → [ ] + [ ] + [ ] → [ ] → [৩] × [ ] → [ ]

৩৮১ → [ ] + [ ] + [ ] → [ ] → [৩] × [ ] → [ ]

৩ দিয়ে বিভাজ্য নয় সংখ্যাগুলো দেখি

আমি অন্য যে কোনো সংখ্যা নিয়ে দেখছি যে ওই সংখ্যাটি ৩দিয়ে বিভাজ্য হবে যদি সংখ্যার অঙ্কগুলির সমষ্টি ☐ দিয়ে বিভাজ্য হয়।

তাই কোন সংখ্যাকে ৩দিয়ে বিভাজ্য হতে হলে সংখ্যার অঙ্কগুলোর সমষ্টি ☐ দিয়ে বিভাজ্য হয়।

২ দিয়ে বিভাজ্য হলে ☐ রং, ৩ দিয়ে বিভাজ্য হলে ☐ রং দিই।

শিখন সামর্থ্য : কোনো সংখ্যা দুই/তিন দিয়ে বিভাজ্যতার শর্ত নিজেরা আবিষ্কার করবে ও নানা রকম ভাবে সেই ধারণা কাজে লাগাবে।

পেয়ারা পেড়ে ভাগ করার চেষ্টা করি
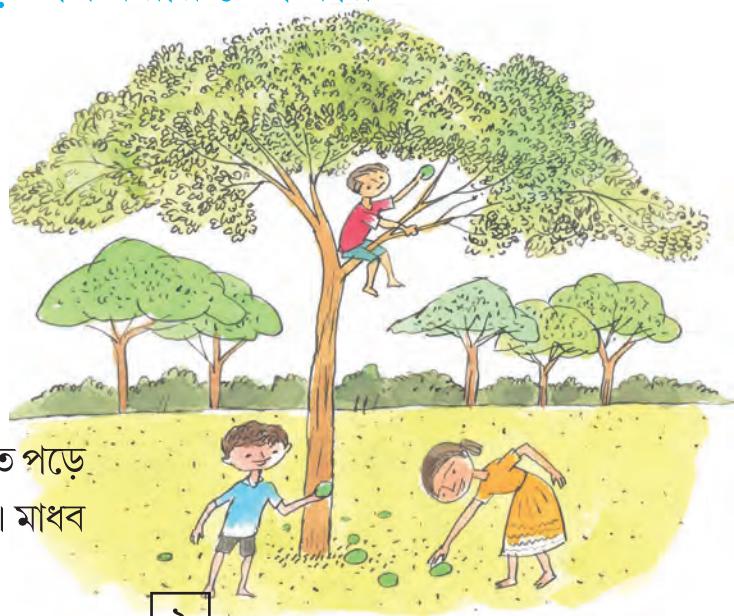
কাল ঝড়ে গাছ থেকে অনেক পেয়ারা মাটিতে পড়ে গেছে। আমি ও রোজিনা পেয়ারা কুড়াচ্ছি। মাধব গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ছে।

আমরা মোট ৭টি পেয়ারা পেয়েছি। সমান সংখ্যায় নিলে একজনে নেবো, ৭ ÷ ৩

ভাজক: ৩, ভাজ্য: ৭, ভাগফল: ২

- ৬

অবশিষ্ট: ১

আমরা প্রত্যেকে ২টি পেয়ারা পাবো। অবশিষ্ট ১টি পড়ে থাকবে।

ভাজ্য = ☐, ভাজক = ☐, ভাগফল = ☐, ভাগশেষ = ☐

ভাগশেষ ভাজকের থেকে ☐। অর্থাৎ ভাগশেষ ☐ ভাজক [> / <]

তাহলে, দেখি আমরা কী ঠিক ভাগ করলাম।

আমরা প্রত্যেকে ২টি পেয়ারা পেলাম

মোট পেয়ারা পেলাম ৩ × ২টি = ৬টি

অবশিষ্ট = ১ টি

তাই মোট পেয়ারা ৬টি + ১টি = ৭টি। আমরা ঠিক ভাগ করেছি।

তাই, ৭ = ৩ × ২ + ১

ভাজ্য = ☐ × ☐ + ☐
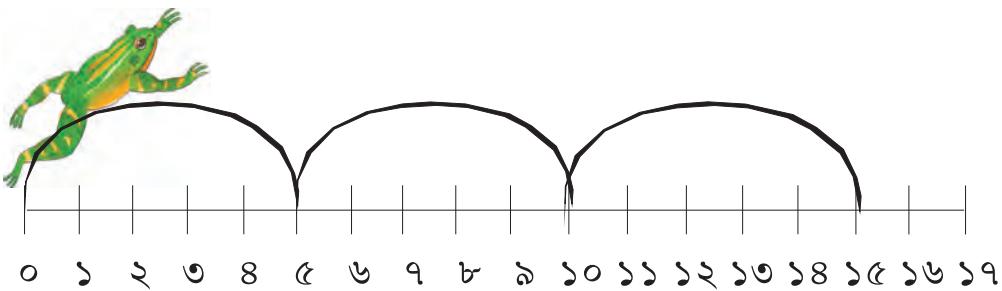
১৭টা ঘর আছে। ৫ ঘর করে লাফাচ্ছে। দেখি, এইভাবে লাফিয়ে ঠিক ১৭ ঘরে কি যেতে পারবে?

☐ ÷ ☐
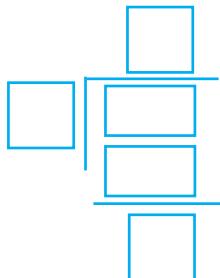
ব্যাংটা এভাবে ৩ বার লাফিয়ে ১৫ ঘর পর্যন্ত গেল। কিন্তু ২ ঘর যেতে পারল না।

ভাজ্য = ☐, ভাজক = ☐, ভাগফল = ☐,

ভাগশেষ = ☐

এবার দেখি হিসেব ঠিক করেছি কিনা

১ বারে লাফাই ☐ ঘর

৩ বারে লাফাই ☐ × ☐ ঘর = ☐ ঘর

মোট ঘর = ☐ ঘর + ☐ ঘর = ☐ ঘর

তাই পেলাম ☐ = ☐ × ☐ + ☐

☐ = ☐ × ভাগফল + ☐

মাঠে ২১ বস্তা ধান আছে। ৫টি ভ্যান গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক ভ্যান গাড়ি সমান সংখ্যক বস্তা তুললে ১টি ভ্যান গাড়িতে নেওয়া যায়

☐ ÷ ☐ = ☐
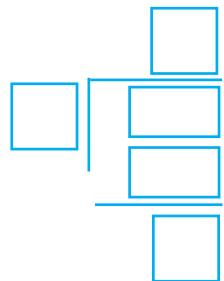
তাই, প্রত্যেক ভ্যান গাড়িতে ☐ বস্তা ধান তোলা হল। আর মাঠে পড়ে রইল ☐ বস্তা ধান।

ভাজ্য = ☐ , ভাজক = ☐ , ভাগফল = ☐ ,

ভাগশেষ = ☐

এবার ঠিক অঙ্ক কষেছি কিনা দেখি

১টি ভ্যান গাড়িতে ☐ টি বস্তা

৫টি ভ্যান গাড়িতে ☐ ☐ ☐ টি বস্তা

= ☐ টি বস্তা

মোট বস্তা = ☐ ☐ ☐ টি = ☐ টি

∴ ☐ = ☐ × ☐ + ☐

তাই ভাজ্য = ☐ × ☐ + ☐

ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষের সম্পর্ক

১। ভাজক ৫, ভাগফল ৬, ভাজ্য [ ], ভাগশেষ ৩ →

ভাজ্য = ভাজক × ভাগফল + ভাগশেষ

ভাজ্য = ৫ × ৬ + ৩

= ৩০ + ৩ = ৩৩

২। ভাজক ৭, ভাগফল ৩, ভাজ্য [ ], ভাগশেষ ২ →

ভাজ্য = [ ] × [ ] + [ ]

= [ ] + [ ] = [ ]

৩। ভাজক ৬, ভাগফল [ ], ভাজ্য ৪ ৪, ভাগশেষ [ ] →

ভাজ্য = ৬ × [ ] + [ ]

= [ ] + [ ] = [ ]

৪। ভাজক [ ], ভাগফল ৭, ভাজ্য ৫ ০, ভাগশেষ [ ] →

ভাজ্য = [ ] × ৭ + [ ]

= [ ] + [ ] = [ ]

৫।

৬।

৭।

৮

৮

৬

ভাজ্য = □ × □ + □

= □ + □ = □

শিখন সামর্থ্য : *দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগের ক্ষেত্রে ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করবে ও সমস্যা সমাধান করবে। ভাগশেষ সবসময় ভাজকের চেয়ে ছোটো হবে তার ধারণা স্পষ্ট হবে।*
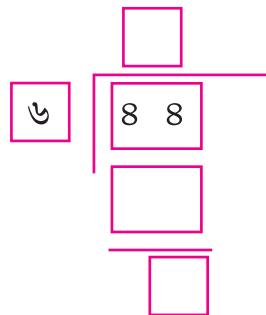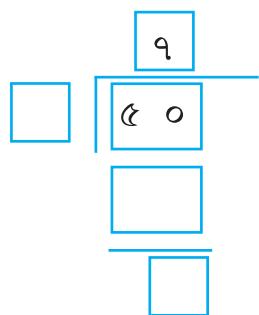
গল্প তৈরি করি

১। ১৩২ টি

আমার কাছে ১৩২টি লজেন্স আছে। আমি ৬ জন বন্ধুর মধ্যে সমান ভাগ করে দিলাম। প্রত্যেকে কতগুলো লজেন্স পাবে?

প্রত্যেকে ☐ টি লজেন্স পাবে।
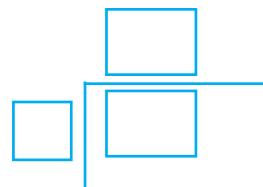
২।
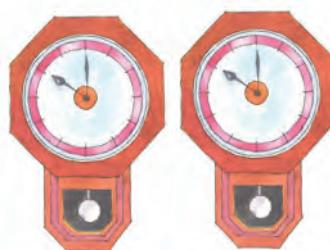
সমস্যাটা লিখে সমাধান করি
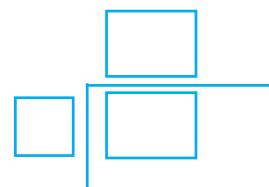
১ টি ঘড়ির দাম ☐ টাকা।

৩।

৩৩০ জন
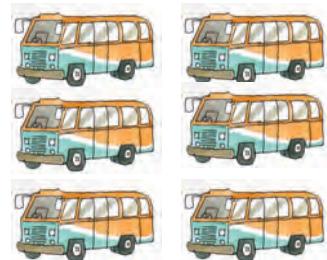
৬টি বাস

সমস্যাটা লিখে সমাধান করি

১ টি বাসে ☐ জন উঠবে।
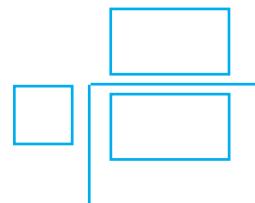
৪।
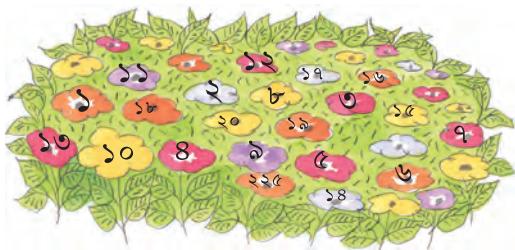
২২৫ টি ফুল

সমস্যাটা লিখে সমাধান করি
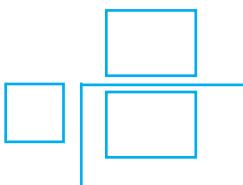
১ টি গাছে ☐ টি ফুল হয়েছে।

শিখন সামর্থ্য : *ছবি দেখে বা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ভাগের অঙ্কের সমস্যা তৈরি করবে ও সমাধান করবে।*

আরও কিছু ভাগ করি

১। ১০৭ ÷ ৫ →
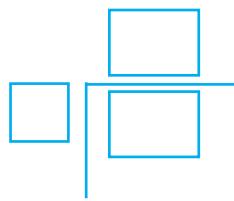
ভাজ্য = ☐, ভাজক = ☐, ভাগফল = ☐, ভাগশেষ = ☐

ভাজক × ভাগফল + ভাগশেষ = ☐ × ☐ + ☐ = ☐ = ভাজ্য

২। ২০৩ ÷ ৪ →

ভাজক × ☐ + ☐ = ☐ × ☐ + ☐

= ☐

৩। ৪০৫ ÷ ৬ →

☐ × ভাগফল + ☐ = ☐ × ☐ + ☐

= ☐
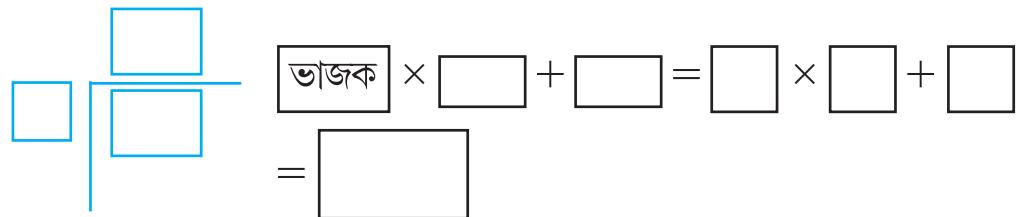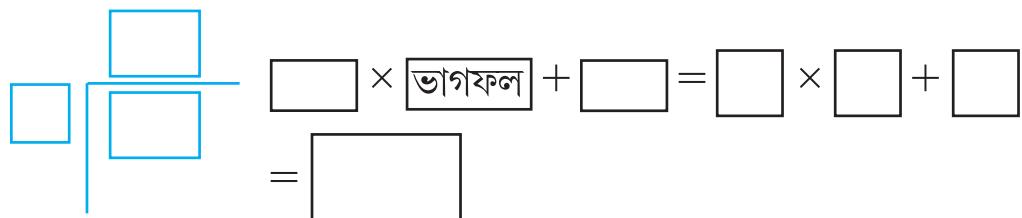
৪। আমাদের বাড়ীর পুকুর থেকে ৩০৮ টি মাছ উঠেছে। ৮ জন মাছ বিক্রেতা বাজারে বিক্রি করার জন্য সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়ার পরও কিছু মাছ পড়ে থাকল। প্রত্যেকে কতগুলো মাছ নিল ও কতগুলো পড়ে থাকল?

৫। দিদিমণি ক্লাসে ২৮৫ টি খাতা নিয়ে এলেন। প্রত্যেককে ৭টি করে খাতা দেবেন। কতজনকে খাতা দিতে পারবেন, কতগুলো খাতা দিদিমণির কাছে পড়ে থাকবে?

৬। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে ৩৬৫টি চারাগাছ পাড়ায় নিয়ে আসা হয়েছে। প্রত্যেকে ৯টা করে চারাগাছ পাড়ায় লাগানোর পর বাকি ৯-এর থেকে কম চারাগাছগুলো স্কুলের মাঠে লাগানো হলো। পাড়ায় কতজন চারাগাছ লাগিয়েছিল এবং স্কুলের মাঠে কতগুলো চারাগাছ লাগানো হলো?

শিখন সামর্থ্য : *তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগের ক্ষেত্রে ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল ও ভাগশেষের সম্পর্ক যাচাই করবে ও বাস্তব সমস্যা সমাধানে ঐ সম্পর্ক ব্যবহার করতে শিখবে।*

সময়ের কাজ সময়ে করি

ঘড়ি দেখে সময় বসাই

সকাল | ৬ | টা বাজে   সকাল সাড়ে | | টা বাজে   সকাল | | টা বাজে

মিনিট ও ঘণ্টার কাঁটা বসাই

সকাল | ৯ | টা বাজে   সকাল সাড়ে | ১০ | টা বাজে   দুপুর | ১২ | টা বাজে

মিনিট ও ঘণ্টার কাঁটা বসাই

বিকাল ☐ টা

সন্ধ্যা ৭ টা

রাত্রি ৯ টা

রাত্রি ☐ টা

শিখন সামর্থ্য : ঘড়ি দেখে সময় অনুযায়ী কাজ করতে শিখবে।

কাজ করি সময় দেখি

আজ রবিবার। আমার স্কুল ছুটি। আজ আমার বাড়িতে অনেক বন্ধু আসবে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম,

ঘণ্টার কাঁটা ☐ থেকে সরে গেছে,

মিনিটের কাঁটা ☐-এর ঘরে গেছে

বুঝতে পারছি ৬টা বেছে গেছে। কিন্তু ঠিক কটা বাজে?

দিদি বলল, ৬ টা বেজে ৫ মিনিট হয়েছে।

একটু পরে যখন ঘণ্টার কাঁটা ☐ থেকে আরো সরে গেছে, মিনিটের কাঁটা ☐ ঘরে।

এবার বুঝলাম মিনিটের কাঁটা ১২-র থেকে ১০টা দাগ যাওয়া = ১০ মিনিট।

দাদা বলল, এখন ৬টা বেজে ১০ মিনিট।

এবার আরো পরে আমি ঘড়ি দেখলাম। আমি বললাম, এখন ৬ টা বেজে ২০ মিনিট। দিদি বলল, ঠিক বলেছিস।

আমি আজ আমার পড়ার টেবিল পরিষ্কার করতে শুরু করলাম। ঘড়িতে তখন ঘণ্টার কাঁটা ☐ এর ঘর থেকে সরে গেছে।

মিনিটের কাঁটা [৩] এর ঘরে

এখন ☐ টা বেজে ☐ মিনিট বা 'সওয়া ৬টা'।

পড়ার টেবিল পরিষ্কারের শেষে দেখলাম,

ঘণ্টার কাঁটা ☐ ঘর থেকে আরো সরে গেছে।

মিনিটের কাঁটা [৬] এর ঘরে

এখন ☐ টা বেজে ☐ মিনিট বা 'সাড়ে ৬টা'।

আরও পরে পড়ার টেবিল পরিষ্কারের কাজ শেষ করলাম এবং ঘড়িতে দেখলাম ঘণ্টার কাঁটা ☐ এর ঘর থেকে আরো সরে গেছে এবং মিনিটের কাঁটা [৯] এর ঘরে।

এখন ☐ টা বেজে ☐ মিনিট বা 'পৌনে সাতটা'।

বন্ধুরা এল সকাল ৮ টা ২৫ মিনিটে। ঘড়িতে তখন ঘণ্টার কাঁটা ☐ এর ঘর থেকে সরে গেছে। মিনিটের কাঁটা ☐ এর ঘরে।

ঘড়িতে কাঁটা বসাই

কিছু পরে, আমি বন্ধুদের সাথে কাছের মাঠে খেলতে গেলাম। তখন ঘড়িতে ☐ টা বাজে বা ৮টা বেজে ৬০ মিনিট। ঘণ্টার কাঁটা ☐ এর ঘরে, মিনিটের কাঁটা ১২ এর ঘরে।

৬০ মিনিট =১ ঘণ্টা

সময় বসাই

১.

সকাল ☐ টা ☐ মিনিট

২.

বিকাল ☐ টা ☐ মিনিট

৩.

দুপুর ☐ টা ☐ মিনিট

৪.

☐ টা

অর্থাৎ ৬টা ☐ মিনিট

৫.

রাত ☐ টা

যেমন খুশি বসাই

৬.

রাত ২ টা বেজে ৬০ মিনিট

অর্থাৎ ☐ টা

তাই ৬০ মিনিট = ☐ ঘণ্টা

মনে মনে অঙ্ক করি

সঠিকটিতে ✓ চিহ্ন দিই :

(১) ঘণ্টার কাঁটা মিনিটের কাঁটার চেয়ে ছোটো/বড়ো।
(২) মিনিটের কাঁটা ১বার সম্পূর্ণ ঘুরলে ৩০মিনিট/৬০মিনিট হয়।
(৩) ঘণ্টার কাঁটা একবার সম্পূর্ণ ঘুরলে ১ঘণ্টা/১২ঘণ্টা হয়।
(৪) ১ দিনে ঘড়িতে ১২টা বাজে ১বার/২বার।
(৫) ১ দিনে ঘণ্টার কাঁটা ৫-এর ঘরে আসে সকালে/বিকালে/সকাল ও বিকালে।
(৬) ১ দিনে ঘণ্টার কাঁটা ১০ বার/১২ বার/২ বার সম্পূর্ণ ঘোরে।
(৭) ১ দিনে মিনিটের কাঁটা ১০ বার/১২ বার/২৪ বার সম্পূর্ণ ঘোরে।
(৮) ১ দিনে হয় ১২ ঘণ্টা/২৪ ঘণ্টা ।
(৯) ১ঘণ্টাতে হয় ৬০ মিনিট/৩০মিনিট।

শিখন সামর্থ্য : কখনও ঘড়ি দেখে কখনও বা ঘড়িতে ঘণ্টা মিনিটের কাঁটা বসিয়ে বিভিন্ন কাজ করার সময়ে ঘড়ি দেখতে শিখবে। ঘণ্টা ও মিনিটের সম্পর্ক বুঝবে।

১।

ঘড়িতে কাঁটা বসাই

রজতের দুপুরে ভাত খেতে ২০ মিনিট সময় লাগে।

রজত দুপুর [১২] টা [১০] মিনিটে খেতে বসেছে।

রজতের খেতে + [২০] মিনিট সময় লাগে।

রজতের [১২] টা [৩০] মিনিটে খাওয়া শেষ হবে।

২।

ঘড়িতে কাঁটা বসাই

সুদীপ ও রীনার স্কুলে যেতে ২০ মিনিট সময় লাগে। সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে রওনা দিল।

স্কুলে রওনা দিল [ ] টা [ ] মিনিটে।

যেতে লাগল + [ ] মিনিট।

তারা স্কুলে সকাল [ ] টা [ ] মিনিটে পৌঁছবে।

৩। বাবা সকাল ৮ টা ২০ মিনিটে বাজারে গেলেন। ৩০ মিনিট পরে ফিরে এলেন।

তিনি বাজারে গেলেন ☐ টা ☐ মিনিট

\+ ☐ মিনিট

তিনি সকাল ☐ টা ☐ মিনিটে ফিরলেন।

৪। আমি বিকাল ৪ টা ২৫ মিনিটে খেলা শুরু করি। ৩০ মিনিট খেলি।

আমি খেলা শুরু করি ☐ টা ☐ মিনিটে

খেলি + ☐ মিনিট

আমি ☐ টা ☐ মিনিটে খেলা শেষ করি।

৫। দাদা রাত ৮টা ৫ মিনিটে গল্পের বই পড়া শুরু করল। ৪৫ মিনিট গল্পের বই পড়ল।

দাদা গল্পের বই পড়া শুরু করল ☐ টা ☐ মিনিটে

গল্পের বই পড়ল + ☐ মিনিট

দাদা গল্পের বই পড়া শেষ করল ☐ টা ☐ মিনিটে।

শিখন সামর্থ্য : বাস্তব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ঘণ্টা ও মিনিটের যোগ শিখবে।

সময় নিয়ে ভালো করে কাজ করি

১। আজ রবিবার। স্কুলে ছুটি। আমি সকাল ৭টায় ঘুম থেকে উঠলাম। আমি ও আমার দিদি সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে বাগানে চারাগাছ লাগানোর কাজ শুরু করলাম।

ঘুম থেকে উঠলাম

৩০ মিনিট বাগানের কাজ করলাম।

বাগানের কাজ শুরু করলাম

☐ টা ☐ মিনিট

\+ ☐ মিনিট

৭ টা ☐ মিনিট

বাগানের কাজ শেষ করলাম ৭ টা ৪৫ মিনিট।

বাগানের কাজ শেষ করলাম

পড়তে বসলাম

আরো ১৫ মিনিট পরে পড়তে বসলাম।

৭ টা ৪৫ মিনিট

\+ ১৫ মিনিট

পড়তে বসলাম ৭ টা ৬০ মিনিটে।

অর্থাৎ, ৮টা পেলাম ঘড়ি থেকে।

তাই ৬০ মিনিট = ☐ ঘণ্টা পেলাম।

২। আমি সকাল ১১টা ১০ মিনিটে নাজিয়ার বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ৫৫ মিনিট পরে বাড়ি ফিরে এলাম।

আমি নাজিয়ার বাড়ি গেলাম ১১ টা ১০ মিনিটে
\+ ৫৫ মিনিট

আমি বাড়ি ফিরে এলাম [১১] টা [৬৫] মিনিটে = [১১] টা [৬০ + ৫] মিনিটে
= [১২] টা [৫] মিনিটে।

৩। সন্ধ্যায় ৭ টা ২৫ মিনিটে গান গাইতে বসলাম। ৫৫ মিনিট গান গাইলাম।

গাইতে বসলাম [ ] টা [ ] মিনিটে
\+ [ ] মিনিট

গান গেয়ে উঠলাম [ ] টা [ ] মিনিটে = [ ] টা [৬০ + [ ]] মিনিটে
= [ ] টা [ ] মিনিটে।

সময়ের হিসাব করি

১। ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট
\+ ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট

[ ] ঘণ্টা [ ] মিনিট = [ ] ঘণ্টা [[ ] + [ ]] মিনিট
= [ ] ঘণ্টা [ ] মিনিট

২। ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট
\+ ৫৫ মিনিট

[ ] ঘণ্টা [ ] মিনিট = [ ] ঘণ্টা [[ ] + [ ]] মিনিট
= [ ] ঘণ্টা [ ] মিনিট

শিখন সামর্থ্য : ঘণ্টা ও মিনিটের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করতে শিখবে ও ঘণ্টা মিনিটের যোগ করবে।

ঘড়িতে কাঁটা বসাই

১। সুদীপা সকাল ৬ টা ২৫ মিনিটে আঁকতে বসেছে। সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত এঁকেছে।

সে ৬ টা ৫৫ মিনিটে
 − ৬ টা ২৫ মিনিট

৩০ মিনিট এঁকেছে।

২। মামা আমার শরীর খারাপ হয়েছে শুনে দেখতে এসেছিলেন। মামা ৬ টা ৫৫ মিনিটে এলেন ও ৭ টা ১০ মিনিটে চলে গেলেন।

☐ টা ☐ মিনিট ☐ টা ☐ মিনিট

মিনিটের কাঁটা ৩টি ঘর গিয়েছে।

মামা বাড়িতে ৩ × ☐ মিনিট = ☐ মিনিট ছিলেন।

৬ ৬০ মি
 \+
৭ টা ১০ মিনিটে
 − ৬ টা ৫৫ মিনিট

১৫ মিনিট

৩। আমাদের স্কুলের একটি ক্লাস ৬টা ৪০ মিনিটে শুরু হয়। ৭ টা ২০ মিনিটে শেষ হয়।

ঐ ক্লাসটি →

৬ ৬০
 \+
৭ টা ২০ মিনিটে
 − ৬ টা ৪০ মিনিট

☐ মিনিট হয়

ঘড়ি দেখে হিসাব করে পাই, মিনিটের কাঁটা ৮ টি ঘর যায়।

∴ সময় লাগে ৮× ☐ মিনিট = ☐ মিনিট।

এবছরের ২৩ জানুয়ারি আমরা সকাল ৮ টা ৩০ মিনিটে স্কুলে যাই। স্কুলে নাচ, গান, আলোচনা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ টা ৪০ মিনিটে আমাদের ছুটি দেওয়া হয়।

আমাদের ☐ টা ☐ মিনিটে ছুটি দেওয়া হয়।

– ☐ টা ☐ মিনিটে স্কুলে যাই।

আমরা ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট স্কুলে ছিলাম।

ঘণ্টা মিনিটের হিসাব করি :

১।

১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট

– ১০ ঘণ্টা ২০ মিনিট

☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট

২।

(৪) ~~৫~~ ঘণ্টা (৬০ + ২০) মিনিট

– ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট

৩।

(৬) ~~৭~~ ঘণ্টা (৬০) মিনিট

– ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট

☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট

৪।

৯ ঘণ্টা ১০ মিনিট

– ৭ ঘণ্টা ৫০ মিনিট

☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট

৫।

		◯	মিনিট
	৮ ঘণ্টা		
–	৬ ঘণ্টা	৫৫	মিনিট
	☐ ঘণ্টা	☐	মিনিট

৬।

	২ ঘণ্টা	৪০ মিনিট
+	৩ ঘণ্টা	৩০ মিনিট
+	১ ঘণ্টা	১১ মিনিট
	☐ ঘণ্টা	☐ মিনিট

= ☐ ঘণ্টা ☐ + ☐ মিনিট

= ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট

৭।

		◯	মিনিট
	৭ ঘণ্টা		
–	৬ ঘণ্টা	৫০	মিনিট
	☐ ঘণ্টা	☐	মিনিট

৮।

	৩ ঘণ্টা	২০ মিনিট
+	২ ঘণ্টা	২৬ মিনিট
+	২ ঘণ্টা	১৮ মিনিট
	☐ ঘণ্টা	☐ মিনিট

= ☐ ঘণ্টা ☐ + ☐ মিনিট

= ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট

৯।

		◯	মিনিট
	১০ ঘণ্টা		
–	৯ ঘণ্টা	৫০	মিনিট
	☐ ঘণ্টা	☐	মিনিট

১০।

		◯	
	১১ ঘণ্টা	৫	মিনিট
–	৯ ঘণ্টা	৫৫	মিনিট
	☐ ঘণ্টা	☐	মিনিট

শিখন সামর্থ্য : *ঘণ্টা ও মিনিটের মধ্যে সম্পর্ক ব্যবহার করে ঘণ্টা ও মিনিটের বিয়োগ শিখবে।*

ঘড়িতে কোন কাঁটা জোরে ঘোরে দেখি

ঘড়ির তিনটি কাঁটার সময় দেখি

কালো ছোট কাঁটাটি **ঘণ্টার কাঁটা**।

কালো বড় কাঁটাটি ☐ কাঁটা।

লাল রঙের কাঁটাটিকে বলবো **সেকেন্ডের কাঁটা**।

লাল রঙের কাঁটাটি অন্য দুটি কাঁটার তুলনায় ☐ ঘুরছে।

ঘড়িতে ঘর আছে [১২] টি, কিন্তু দাগ আছে ১২×৫টি = ৬০টি

মিনিটের কাঁটা ১ বার সম্পূর্ণ ঘুরলে ঘণ্টার কাঁটা ☐ ঘর যায়, তাই ☐ ঘণ্টা হয়।

∴ ৬০মিনিট = ☐ ঘণ্টা।

আবার লাল কাঁটা বা সেকেন্ডের কাঁটা ১ বার সম্পূর্ণ ঘুরলে মিনিটের কাঁটা ☐ দাগ যায়।

[৪] টে [১৫] মিনিট ☐ টে [১৫] মিনিট [৩০] সেকেন্ড ☐ টে ☐ মিনিট

তাই ১ মিনিট = ☐ সেকেন্ড

☐ টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

☐ টে ☐ মিনিট [৩৮] সেকেন্ড

☐ টে ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

☐ টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

শিখন সামর্থ্য : ঘড়ির ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের কাঁটা চিনবে।

পিসির বাড়ি যাই

আজকে আমি তারকেশ্বরে পিসির বাড়ি বেড়াতে যাব।
হাওড়া স্টেশন থেকে তারকেশ্বর লোকাল ট্রেনে উঠলাম। ২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড পরে তারকেশ্বর স্টেশনে পৌঁছালাম। সেখান থেকে রিক্সায় চড়ে ২০ মিনিট ১০ সেকেন্ড পরে পিসির বাড়ি পৌঁছালাম।
হাওড়া স্টেশন থেকে পিসির বাড়ি যেতে মোট সময় লাগল,

	ঘণ্টা		মিনিট		সেকেন্ড
২	ঘণ্টা	১৮	মিনিট	২০	সেকেন্ড
+		২০	মিনিট	১০	সেকেন্ড
২	ঘণ্টা	৩৮	মিনিট	৩০	সেকেন্ড

বাড়ি ফেরার সময়ে রিক্সা পেলাম না। তাই পায়ে হেঁটে স্টেশনে এলাম। ৩৫ মিনিট ৩০ সেকেন্ড সময় লাগলো। আবার তারকেশ্বর লোকাল ট্রেন তারকেশ্বর স্টেশন থেকে ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছালো। তাই ফেরার সময়ে পিসির বাড়ি থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত মোট সময় লাগল,

	ঘণ্টা		মিনিট		সেকেন্ড
২	ঘণ্টা	২০	মিনিট	৩০	সেকেন্ড
+		৩৫	মিনিট	৩০	সেকেন্ড
২	ঘণ্টা	৫৫	মিনিট	৬০	সেকেন্ড

= ২ ঘণ্টা ৫৫+১ মিনিট

= ২ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট

যেহেতু ৬০ সেকেন্ড = ১ মিনিট

শিখন সামর্থ্য : *বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা থেকে মিনিট ও সেকেন্ডের মধ্যে সম্পর্ক জানবে।*

১। আমাদের গ্রামের জমিতে সেচের জল তোলার পাম্পটি প্রথম দিনে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড চালানো হল। পরের দিনে ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট ২০ সেকেন্ড চালাল।

দু দিনে মোট ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

\+ ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড পাম্প চালানো হল।

২। সেচে জহর ৩ ঘন্টা ৪০ মিনিট ৪০ সেকেন্ড কাজ করেছে। তারপর মিহির ৩ ঘন্টা ৪০ মিনিট ৩০ সেকেন্ড কাজ করেছে।

তারা দুজনে মিলে ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

\+ ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

= ☐ ঘণ্টা ☐ + ☐ মিনিট ☐ + ☐ সেকেন্ড

= ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড কাজ করেছে।

কিন্তু জহরের বাড়ি অনেক দূরে। তার বাড়ি ফিরতে সময় লেগেছিল

১০০ মিনিট = ৬০ মিনিট + ☐ মিনিট = ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট

মিহিরের বাড়ি ফিরতে সময় লেগেছে ৬৫ মিনিট = ৬০ মিনিট + ☐ মিনিট

= ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট।

৩। রমা জলসায় একটা আধুনিক গান গায়। সে ৪ মিনিটে গানটি শেষ করে।

সে [৪] × [৬০] সেকেন্ড = [ ] সেকেন্ড সময় ধরে গান গেয়েছিল।

তারপর মৃগাঙ্ক একটি অতুলপ্রসাদের গান গায়। সে ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ড ধরে গান গেয়েছিল। সে [ ] × [৬০] সেকেন্ড + [১০] সেকেন্ড

= [ ] সেকেন্ড + [ ] সেকেন্ড = [ ] সেকেন্ড সময় নিয়েছিল।

রমা গান গাইতে [ ] সেকেন্ড – [ ] সেকেন্ড সময় বেশি নিয়েছিল।

৪। একটি ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রীতম ২ মিনিট ৫০ সেকেন্ড সময়ে দৌড় শেষ করে। কিন্তু পরাগ সময় নেয় ৩ মিনিট ৩০ সেকেন্ড ।

প্রীতম [ ] × [ ] সেকেন্ড + [ ] সেকেন্ড

= [ ] সেকেন্ড + [ ] সেকেন্ড = [ ] সেকেন্ড সময়ে দৌড়ায়।

পরাগ [ ] × [ ] সেকেন্ড + [ ] সেকেন্ড

= [ ] সেকেন্ড + [ ] সেকেন্ড = [ ] সেকেন্ড সময়ে দৌড়ায়।

∴ [ ] তাড়াতাড়ি দৌড়েছে।

প্রীতম দৌড়াতে [ ] সেকেন্ড – [ ] সেকেন্ড = [ ] সেকেন্ড কম সময় নিয়েছে।

শিখন সামর্থ্য : *ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের মধ্যে সম্পর্ক ব্যবহার করে মিনিটকে ঘণ্টা ও সেকেন্ডে নিয়ে গিয়ে বাস্তব সমস্যার সমাধান শিখবে।*

সময়ের যোগ করি

১। ৪ ঘন্টা ২৪ মিনিট ২০ সেকেন্ড
+ ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট ৪০ সেকেন্ড

☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

= ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট

= ☐ ঘণ্টা ☐ + ☐ মিনিট

= ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট

২। ৬ ঘন্টা ২৮ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড
+ ৩ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড

☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

= ☐ ঘণ্টা ☐ + ☐ মিনিট ☐ + ☐ সেকেন্ড

= ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

৩। ৮ ঘন্টা ১৭ মিনিট ২৩ সেকেন্ড
+ ৮ ঘন্টা ৪৩ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড

☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

= ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট

৪। ১ ঘন্টা ৩২ মিনিট ২৮ সেকেন্ড
+ ৪ ঘন্টা ৩১ মিনিট ৪১ সেকেন্ড

☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

= ☐ ঘণ্টা ☐ + ☐ মিনিট ☐ + ☐ সেকেন্ড

= ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

৫। ৩ ঘন্টা ৩৮ মিনিট ১৩ সেকেন্ড
+ ৪ ঘন্টা ২৩ মিনিট ২৮ সেকেন্ড
+ ৮ ঘন্টা ১১ মিনিট ২৭ সেকেন্ড

☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড = ☐ ঘণ্টা ☐ + ☐ মিনিট ☐ + ☐ সেকেন্ড

= ☐ ঘণ্টা ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

শিখন সামর্থ্য : ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের যোগ শিখবে।

ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের হিসাব করি

১। ৮০ সেকেন্ড = ☐ সেকেন্ড + ☐ সেকেন্ড
= ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

২। ৯০ সেকেন্ড = ☐ সেকেন্ড + ☐ সেকেন্ড
= ☐ মিনিট ☐ সেকেন্ড

৩। ২ মিনিট ২০ সেকেন্ড = ☐ × ☐ সেকেন্ড + ☐ সেকেন্ড
= ☐ সেকেন্ড + ☐ সেকেন্ড
= ☐ সেকেন্ড

৪। ৪ মিনিট ২০ সেকেন্ড = ☐ × ☐ সেকেন্ড + ☐ সেকেন্ড
= ☐ সেকেন্ড + ☐ সেকেন্ড
= ☐ সেকেন্ড

৫। তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় পার্থ ২ মিনিট ৩০ সেকেন্ড সময় নিয়েছে। পৃথা ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ড সময় নিয়েছে।

	২		৬০	
পৃথা নিয়েছে	~~৩~~	মিনিট	১০	সেকেন্ড
পার্থ নিয়েছে −	২	মিনিট	৩০	সেকেন্ড
পৃথা			৪০	সেকেন্ড সময় বেশি নিয়েছে।

৬। সুপ্তি সকালে ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ৪০ সেকেন্ড অঙ্ক করেছে।
শোভন ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ২০ সেকেন্ড অঙ্ক করেছে।

শোভন অঙ্ক করেছে	১	ঘণ্টা	৪০	মিনিট	২০	সেকেন্ড
সুপ্তি অঙ্ক করেছে −	১	ঘণ্টা	৩০	মিনিট	৪০	সেকেন্ড
শোভন			☐	মিনিট	☐	সেকেন্ড বেশি অঙ্ক করেছে।

তাড়াতাড়ি স্কুলে যাই

শ্যামল সাইকেলে চড়ে স্কুলে যায়। তার সময় লাগে ৩৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ড। চন্দ্রা পায়ে হেঁটে স্কুলে যায়। তার সময় লাগে ১ ঘন্টা ১৯ মিনিট ২০ সেকেন্ড।

			১৮+৬০		৬০ +		
চন্দ্রার সময় লাগে		~~১~~ ঘন্টা	~~১৯~~	মিনিট	২০	সেকেন্ড	
শ্যামলের সময় লাগে	−		৩৫	মিনিট	৪০	সেকেন্ড	
			☐	মিনিট	☐	সেকেন্ড সময় বেশি লাগে।	

বিয়োগের চেষ্টা করি

১।

	৫	ঘণ্টা	৪০	মিনিট	৫০	সেকেন্ড
−	২	ঘণ্টা	৪০	মিনিট	৪০	সেকেন্ড
	☐	ঘণ্টা	☐	মিনিট	☐	সেকেন্ড
=	☐	ঘণ্টা			☐	সেকেন্ড

২।

	২		৬০ + ৪৯		৬০ +	
	~~৩~~	ঘন্টা	~~৫০~~	মিনিট	৪০	সেকেন্ড
−	১	ঘন্টা	৫৫	মিনিট	৫০	সেকেন্ড
	☐	ঘন্টা	☐	মিনিট	☐	সেকেন্ড

৩।

	১		+ ৩৯		+	
	~~২~~	ঘণ্টা	~~৪০~~	মিনিট	২০	সেকেন্ড
−	১	ঘণ্টা	৫০	মিনিট	৫০	সেকেন্ড
	☐	ঘণ্টা	☐	মিনিট	☐	সেকেন্ড

৪।

			৩৯		৬০ +	
	২	ঘণ্টা	~~৪০~~	মিনিট	৩০	সেকেন্ড
−	১	ঘণ্টা	২০	মিনিট	৩৫	সেকেন্ড
	☐	ঘণ্টা	☐	মিনিট	☐	সেকেন্ড

৫। [৬] ঘণ্টা [২৪] মিনিট [১০] সেকেন্ড
– [৪] ঘণ্টা [৪০] মিনিট [৩০] সেকেন্ড
[ ] ঘণ্টা [ ] মিনিট [ ] সেকেন্ড

৬। [২] ঘণ্টা [ ] মিনিট [ ] সেকেন্ড
– [১] ঘণ্টা [২০] মিনিট [১০] সেকেন্ড
[ ] মিনিট [ ] সেকেন্ড

৭। [৩] ঘণ্টা [ ] মিনিট [ ] সেকেন্ড
– [২] ঘণ্টা [৩৭] মিনিট [২২] সেকেন্ড
[ ] মিনিট [ ] সেকেন্ড

৮। [৭] ঘণ্টা [ ] মিনিট [ ] সেকেন্ড
– [৫] ঘণ্টা [২৯] মিনিট [১১] সেকেন্ড
[ ] ঘণ্টা [ ] মিনিট [ ] সেকেন্ড

শিখন সামর্থ্য : *ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা সমাধান শিখবে ও বাস্তবে ব্যবহার করবে।।*

ছুটিতে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার দিন ঠিক করি

আজ ৬ অক্টোবর। কি মজা। আমার স্কুলে আর দু-সপ্তাহ পরে ছুটি পড়বে। ১৮ দিন স্কুলে ছুটি থাকবে। আগের বছরের মতো এ বছরেও আমি গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাবো। ক্যালেন্ডারে দেখি আর কতদিন পরে গ্রামে যাবো।

ক্যালেন্ডার 2012

January					
S	1	8	15	22	29
M	2	9	16	23	30
T	3	11	17	24	31
W	4	12	18	25	
Th	5	13	19	26	
F	6	14	20	27	
Sat	7	15	21	28	

February					
S		5	12	19	26
M		6	13	20	27
T		7	14	21	28
W	1	8	15	22	29
Th	2	9	16	23	
F	3	10	17	24	
Sat	4	11	18	25	

March					
S		4	11	18	25
M		5	12	19	26
T		6	13	20	27
W		7	14	21	28
Th	1	8	15	22	29
F	2	9	16	23	30
Sat	3	10	17	24	31

April					
S	1	8	15	22	29
M	2	9	16	23	30
T	3	11	17	24	
W	4	12	18	25	
Th	5	13	19	26	
F	6	14	20	27	
Sat	7	15	21	28	

May					
S		6	13	20	27
M		7	14	21	28
T	1	8	15	22	29
W	2	9	16	23	30
Th	3	10	17	24	31
F	4	11	18	25	
Sat	5	12	19	26	

June					
S		3	10	17	24
M		4	11	18	25
T		5	12	19	26
W		6	13	20	27
Th		7	14	21	28
F	1	8	15	22	29
Sat	2	9	16	23	30

July					
S	1	8	15	22	29
M	2	9	16	23	30
T	3	11	17	24	31
W	4	12	18	25	
Th	5	13	19	26	
F	6	14	20	27	
Sat	7	15	21	28	

August					
S		5	12	19	26
M		6	13	20	27
T		7	14	21	28
W	1	8	15	22	29
Th	2	9	16	23	30
F	3	10	17	24	31
Sat	4	11	18	25	

September					
S	30	2	9	16	23
M		3	10	17	24
T		4	11	18	25
W		5	12	19	26
Th		6	13	20	27
F		7	14	21	28
Sat	1	8	15	22	29

October					
S		7	14	21	28
M	1	8	15	22	29
T	2	9	16	23	30
W	3	10	17	24	31
Th	4	11	18	25	
F	5	12	19	26	
Sat	6	13	20	27	

November					
S		4	11	18	25
M		5	12	19	26
T		6	13	20	27
W		7	14	21	28
Th	1	8	15	22	29
F	2	9	16	23	30
Sat	3	10	17	24	

December					
S	30	2	9	16	23
M	31	3	10	17	24
T		4	11	18	25
W		5	12	19	26
Th		6	13	20	27
F		7	14	21	28
Sat	1	8	15	22	29

ক্যালেন্ডারে নীচের দিনগুলো সবুজ কালিতে দাগ দিই

(১) ২৩ জানুয়ারি, (২) ২৬ জানুয়ারি, (৩) ২৯ফেব্রুয়ারি, (৪) ৪ মার্চ, (৫) ১৫ এপ্রিল, (৬) ১ মে, (৭) ৫ জুন, (৮) ১ জুলাই, (৯) ১৫ আগস্ট, (১০) ৫ সেপ্টেম্বর, (১১) ২ অক্টোবর, (১২) ১৪ নভেম্বর, (১৩) ২৫ ডিসেম্বর

১৯ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত গ্রামের বাড়িতে খুব মজা করেছি।

ক্যালেন্ডার থেকে পাই, ১৯ অক্টোবর ______ বার

২৭ অক্টোবর ______ বার

আমরা মোট ৯ দিন গ্রামের বাড়িতে ছিলাম।

শিখন সামর্থ্য : ক্যালেন্ডার দেখা শিখবে। কোনো মাসের কোনো তারিখ কী বার, কবে স্কুলে ছুটি থাকবে, কবে স্কুলে অনুষ্ঠান হবে, কোন দিন স্কুলে যায়নি, ইত্যাদি ক্যালেন্ডার দেখে জানবে।
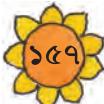
পাঁচ বছরের ক্যালেন্ডার দেখি ও ফাঁকা ঘরে দিন সংখ্যা বসাই

২০০৮ সাল		২০০৯ সাল		২০১০ সাল		২০১১ সাল		২০১২ সাল	
মাস	দিন	মাস	দিন	মাস	দিন	মাস	দিন	মাস	দিন
জানুয়ারি —	৩১	জানুয়ারি —	৩১	জানুয়ারি —	৩১	জানুয়ারি —	৩১	জানুয়ারি —	৩১
ফেব্রুয়ারি —	২৯	ফেব্রুয়ারি —	২৮	ফেব্রুয়ারি —	২৮	ফেব্রুয়ারি —	২৮	ফেব্রুয়ারি —	২৯
মার্চ —		মার্চ —		মার্চ —		মার্চ —		মার্চ —	
এপ্রিল—		এপ্রিল—		এপ্রিল—		এপ্রিল—		এপ্রিল—	
মে—		মে—		মে—		মে—		মে—	
জুন—		জুন—		জুন—		জুন—		জুন—	
জুলাই—		জুলাই—		জুলাই—		জুলাই—		জুলাই—	
আগষ্ট—		আগষ্ট—		আগষ্ট—		আগষ্ট—		আগষ্ট—	
সেপ্টেম্বর—		সেপ্টেম্বর—		সেপ্টেম্বর—		সেপ্টেম্বর—		সেপ্টেম্বর—	
অক্টোবর—		অক্টোবর—		অক্টোবর—		অক্টোবর—		অক্টোবর—	
নভেম্বর—		নভেম্বর—		নভেম্বর—		নভেম্বর—		নভেম্বর—	
ডিসেম্বর—		ডিসেম্বর—		ডিসেম্বর—		ডিসেম্বর—		ডিসেম্বর—	
মোট —	৩৬৬	মোট —	৩৬৫	মোট —	৩৬৫	মোট —	৩৬৫	মোট —	৩৬৬

পরপর পাঁচ বছরের ক্যালেন্ডার থেকে পেলাম

☐ মাস ছাড়া প্রতি বছরের আর সব মাসের দিন সংখ্যা একই থাকে।

ফেব্রুয়ারি মাসের দিন সংখ্যা কখনও ☐ কখনও ☐।

২০০৮ সালের ☐ বছর পর ফেব্রুয়ারি মাস ☐ দিনে হলো।

যে বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৯ দিনে হয়, সেই সালকে লিপ্ইয়ার বলি।

১ বছর = [ ] দিন।

কিন্তু লিপ্ ইয়ারে ১ বছর = [ ] দিন।

উপরের ক্যালেন্ডারে [ ] ও [ ] সাল লিপ্ইয়ার।

যে সালটা লিপ্ ইয়ার সাধারণত তার [ ] বছর পর সালটা লিপ্ইয়ার হয়।

নিজে করি

(১) লিপ্ ইয়ার ◯ চিহ্ন দিই।

(২০০৮), ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২১

(২) আমি ১ বছর ২ মাস নতুন স্কুলে আছি।

আমি ১ বছর ২ মাস = [১২] × [১] মাস + [২] মাস

= [১২] মাস + [২] মাস

= [১৪] মাস নতুন স্কুলে আছি।

(৩) বাড়ির সামনের মিষ্টির দোকান ২ বছর ৩ মাস বন্ধ ছিল।

দোকানটি [ ] × [ ] মাস + [ ] মাস

= [ ] মাস + [ ] মাস

= [ ] মাস বন্ধ ছিল।

(৪) দাদা [২] মাস [২৩] দিন দার্জিলিং-এ আছে।

তাই দাদা [২] × [৩০] দিন + [২৩] দিন

সাধারণত ১ মাস = ৩০ দিন

= [৬০] দিন + [২৩] দিন = [৮৩] দিন দার্জিলিং এ আছে।

(৫) আমি [৩] মাস [২১] দিন রোজ ভোরবেলা ফুটবল খেলতে যাই।

আমি [ ] × [ ] দিন + [ ] দিন

= [ ] দিন + [ ] দিন = [ ] দিন ভোরবেলা ফুটবল খেলেছি।

শিখন সামর্থ্য : *পাঁচ বছরের ক্যালেন্ডার দেখে লিপ্ইয়ার জানবে। বছর ও মাস হিসেব সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা সমাধান করতে শিখবে।*

১ টা ক্যালেন্ডারে আমরা □ টি মাস দেখি,

∴ ১২ মাস = □ বছর,

ক্যালেন্ডারে আমরা □ টি বার দেখি।

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি

তাই ১ সপ্তাহ = □ দিন।

আবার প্রত্যেক মাসে আলাদা আলাদা দিন দেখি ও লিখি।

২০১২ সালের →	মাস	—	দিন	মাস	—	দিন
	জানুয়ারি	—	□	জুলাই	—	□
	ফেব্রুয়ারি	—	২৯	আগস্ট	—	□
	মার্চ	—	□	সেপ্টেম্বর	—	□
	এপ্রিল	—	□	অক্টোবর	—	□
	মে	—	□	নভেম্বর	—	□
	জুন	—	□	ডিসেম্বর	—	□

অলোক ২০ অক্টোবর গ্রামের বাড়িতে গেল। সেখানে গ্রামের বন্ধুদের নতুন জামা দিল। কয়েক দিন ওখানে আনন্দ করলো। সে ২৬ অক্টোবর ফিরে এলো।

অলোক, ২৬ অক্টোবর

-২০ অক্টোবর

(৬ + ১) দিন = ৭ দিন গ্রামের বাড়িতে ছিল। (ক্যালেন্ডার দেখে গুনি।)

তাই অলোক ৭ দিন = □ সপ্তাহ গ্রামের বাড়িতে ছিল।

শিখন সামর্থ্য : সহজে কোন মাস কত দিনে তা শিখবে। কত দিনে এক সপ্তাহ জানবে, ক্যালেন্ডার দেখে নানাভাবে তার সপ্তাহ, মাসের হিসাব যাচাই করবে।

পাঁচ সপ্তাহে বাড়ি রং করি

দিন সংখ্যাকে সপ্তাহে পাল্টাই

আমাদের স্কুল বাড়ি রং করতে ৩৫ দিন সময় লেগেছে। স্কুল বাড়ি রং করতে কত সপ্তাহ লেগেছে?

∴ ৫ সপ্তাহ সময় লেগেছে।

(১)

(২)

(১) ৪২ দিন = ☐ সপ্তাহ

(২) ৫৬ দিন = ☐ সপ্তাহ

(৩) ৫০ দিন = ☐ সপ্তাহ ১ দিন

(৪) ৩০ দিন = ☐ সপ্তাহ ☐ দিন

(৩)

(৪)

১। হাওড়ার ক্যারি রোডের বাস রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে। রাস্তা সারাতে একদল লোক ১ মাস ১০ দিন কাজ করলেন। এরপরে আর একদল লোক বাকি কাজটা ১ মাস ১৫ দিনে শেষ করলেন।

দুদলে মোট ১ মাস ১০ দিন
+ ১ মাস ১৫ দিন
২ মাস ২৫ দিন কাজ করেছিলেন।

২। আজ থেকে ২ মাস ২৫ দিন পরে পরীক্ষা। তার ১ মাস ৫ দিন পরে আমরা বেড়াতে যাবো।

☐ মাস ☐ দিন
+ ☐ মাস ☐ দিন

আজ থেকে ☐ মাস ☐ দিন পরে বেড়াতে যাবো। প্রায় ☐ মাস পর বেড়াতে যাবো। (সাধারণত ১ মাস = ৩০ দিন)

শিখন সামর্থ্য : মাস, দিন ও সপ্তাহ সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যার সমাধান শিখবে।

বাড়ি তৈরি দেখি

একদল লোক প্রথম বাড়িটি তৈরি করতে ৪ মাস ২৫ দিন সময় নিয়েছেন। তারপর দ্বিতীয় বাড়িটি তৈরি করতে ৩ মাস ২৮ দিন সময় নিয়েছেন। দুটি বাড়ি তৈরি করতে মোট

   ৪ মাস ২৫ দিন
\+ ৩ মাস ২৮ দিন
   ৭ মাস ৫৩ দিন
= ৭ মাস (৩০ + ২৩) দিন
= (৭+১) মাস ২৩ দিন
= ৮ মাস ২৩ দিন সময় নিয়েছেন।

যোগ করতে চেষ্টা করি :

১।   ৩ মাস ২০ দিন
\+ ৩ মাস ২৫ দিন
   ☐ মাস ☐ দিন
= ☐ মাস (☐ + ☐) দিন
= ☐ মাস ☐ দিন

২।   ৪ মাস ২০ দিন
\+ ৫ মাস ২৮ দিন
   ☐ মাস ☐ দিন
= ☐ মাস (☐ + ☐) দিন
= ☐ মাস ☐ দিন

৩।   ৮ মাস ২৬ দিন
\+ ১ মাস ২৫ দিন
   ☐ মাস ☐ দিন
= ☐ মাস (☐ + ☐) দিন
= ☐ মাস ☐ দিন

৪। ৮ মাস ২০ দিন
\+ ৪ মাস ২০ দিন
   ১২ মাস ৪০ দিন
= ১২ মাস (৩০ + ১০) দিন
= ১৩ মাস ১০ দিন
= (১২ + ১) মাস ১০ দিন
= ১ বছর ১ মাস ১০ দিন

৫। ৭ মাস ২৫ দিন
\+ ৬ মাস ২০ দিন
   ☐ মাস ☐ দিন
= ☐ মাস (☐ + ☐) দিন
= ☐ মাস ☐ দিন
= (☐ + ☐) মাস ☐ দিন
= ☐ বছর ☐ মাস ☐ দিন

১। ধনেখালির এক তাঁতির ১০টা তাঁতের শাড়ি বুনতে ১ মাস ১০ দিন সময় লেগেছিল। কিন্তু জরির পাড় দেওয়া ১০টা শাড়ি বুনতে ২ মাস ২০ দিন সময় লেগেছিল।

		মাস		দিন
	২	মাস	২০	দিন
−	১	মাস	১০	দিন
	১	মাস	১০	দিন

জরির পাড় দেওয়া শাড়ি বুনতে ১ মাস ১০ দিন বেশি সময় লেগেছিল।

২। রায়গঞ্জের মেলা ২৭ দিন ধরে চলে। আন্দুলের মেলা ১ মাস ১০ দিন ধরে থাকে।

৩। আমার দাদার বয়স ৯ বছর ৪ মাস ১২ দিন। আমার বয়স ৭ বছর ৩ মাস ২০ দিন।

আমার দাদা আমার থেকে ২ বছর ২২ দিনের বড়ো।

বিয়োগ করার চেষ্টা করি :

১।
```
    ৫ মাস  ২৬ দিন
-   ৪ মাস  ২০ দিন
-----------------
  ☐ মাস  ☐ দিন
```

২।
```
   (৩)        (+)
    ~~৪~~ মাস   ৫ দিন
-   ২ মাস  ২০ দিন
-----------------
  ☐ মাস  ☐ দিন
```

৩।
```
    ১০ বছর  ৮ মাস  ১০ দিন
-    ৮ বছর  ৬ মাস  ২০ দিন
--------------------------
  ☐ বছর  ☐ মাস  ☐ দিন
```

৪।
```
            (৫)      (+)
    ৮ বছর  ~~৬~~ মাস  ৩ দিন
-   ৭ বছর  ৪ মাস  ২০ দিন
--------------------------
  ☐ বছর  ☐ মাস  ☐ দিন
```

৫।
```
   (১০)        (+)
              (৪)        (+)
    ~~১১~~ বছর  ~~৫~~ মাস  ১২ দিন
-    ৮ বছর  ৮ মাস  ২১ দিন
--------------------------
  ☐ বছর  ☐ মাস  ☐ দিন
```

৬।
```
   (২৪)        (+)
              (৬)        (+)
    ~~২৫~~ বছর  ~~৭~~ মাস  ৮ দিন
-   ২০ বছর  ১০ মাস  ১০ দিন
--------------------------
  ☐ বছর  ☐ মাস  ☐ দিন
```

শিখন সামর্থ্য : *বছর, মাস ও দিন সংক্রান্ত বিয়োগ শিখবে।*

সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি :

১। আমাদের পাড়ায় পুকুর কাটতে ২ মাস ১৮ দিন সময় লেগেছে। পাশের পাড়ার পুকুর কাটতে ১ মাস ২৭ দিন সময় লেগেছে। কোন পুকুর কাটতে কত বেশি সময় লেগেছিল?

২। আমার বয়স ৮ বছর ২ মাস ১৩ দিন। আমার বোনের বয়স ৪ বছর ১১ মাস ১৭ দিন। আমাদের দুজনের মোট বয়স কত?

৩। আমার ছোটোকাকা অফিসের কাজে আসামে ছিলেন ৩ মাস ১৩ দিন এবং ভুবনেশ্বরে ছিলেন ২ মাস ১৪ দিন। কোথায় কতদিন বেশি ছিলেন?

৪। রবীন্দ্রনগরে হকি খেলার মাঠ তৈরি করা হবে। একদল লোক ১ মাস ২৭ দিন কাজ করার পরে অন্যদল ২ মাস ৫ দিন কাজ করে খেলার মাঠ তৈরি করলেন। দুইদল লোক মোট কতদিন সময় নিয়েছিল?

৫। একদল লোকের বকুলতলা গ্রামের রাস্তা মেরামত করতে ১ মাস ২৮ দিন সময় লেগেছিল। কিন্তু তেঁতুলতলা গ্রামের রাস্তা ২ মাস ৬ দিনে মেরামত করেছিল। কোন গ্রামের রাস্তা মেরামত করতে কত কম সময় লেগেছিল?

৬। আমাদের স্কুলের তিনটি ঘর তৈরি করা হলো। প্রথম ঘরটি তৈরি করতে ১ মাস ১৭ দিন, দ্বিতীয় ঘরটি তৈরি করতে ২ মাস ৫ দিন ও তৃতীয় ঘরটি তৈরি করতে ১ মাস ২৭ দিন সময় লেগেছে। স্কুলের তিনটি ঘর তৈরি করতে মোট কত সময় লেগেছে?

শিখন সামর্থ্য : *বছর, মাস ও দিন সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যার সমাধান শিখবে।*

ছুটিতে দুপুরবেলায় গল্প করি

শান্তনু ও নিবেদিতার স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি পড়ে গেছে। তারা দুপুরবেলা পুকুরের ধারে বসে গল্প করছে।

শান্তনু : আজ বিকালে আমরা তেঁতুলতলার মাঠে ক্রিকেট খেলবো।

নিবেদিতা : না, আজ লুকোচুরি খেলবো।

শান্তনু : ক্রিকেট আমার প্রিয় খেলা ।

নিবেদিতা : বল তো আমাদের পাড়ায় কে ভালো ক্রিকেট খেলে ?

আমার বিমলের খেলা ভালো লাগে

আমার অনীকের খেলা ভালো লাগে।

শান্তনু বলল, বিমলের গড় রান ৬২

নিবেদিতা বলল, কিন্তু অনিকের গড় রান ৬০।

পুকুর পাড়ে পরানবাবু ছিপ ফেলে মাছ ধরার জন্য বসেছিলেন।

পরানবাবু বললেন, গড় মানে কী জানো ?

তিনি শান্তনুকে ৪টি ও নিবেদিতাকে ২টি লজেন্স দিলেন।

কম লজেন্স পাওয়ার জন্যে নিবেদিতার মন খারাপ হলো।

পরানবাবু ওদের জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা দুজনে মোট কটা লজেন্স পেলে ?

দুজনে একসঙ্গে বলল, আমরা দুজনে মোট ৪ + ২ = ৬টি লজেন্স পেলাম।

পরানবাবু বললেন, তোমরা দুজনে সমান ভাগ করে লজেন্স নাও।

প্রত্যেকে ৬ ÷ ২ টি = ৩ টি পাবে।

তাই তোমরা গড়ে ৩টি লজেন্স পেলে।

(কিন্তু আমি তো ২টো পেয়েছিলাম।)

(গড় পেতে হলে সবাইকে সমান করে ভাগ করে দিতে হয়।)

শান্তনু আর নিবেদিতা ঠিক করলো তারাও মাছ ধরবে।

শান্তনু ৪ টি মাছ ধরেছে, নিবেদিতা ২ টি ও পরানবাবু ৬ টি মাছ ধরলেন।

আমরা মোট ☐ টি + ☐ টি + ☐ টি = ☐ টি মাছ ধরলাম। এবার তিনজনে সমান ভাগে ভাগ করলে আমাদের তিনজনের মাছ ধরার গড় → ☐ ÷ ☐ = ৪

পরানবাবু বললেন, ঠিক বুঝেছো।

শিখন সামর্থ্য : *গল্পের মধ্য দিয়ে বা বাস্তব পরিবেশ থেকে গড়ের ধারণা তৈরি করবে।*

১। মালতির কাছে ৬টা পেন আছে। অয়নের কাছে ৮টা পেন আছে।

অয়ন ☐ টি মালতিকে দিলে দুজনের সমান সংখ্যক পেন হবে। তাই ওদের দুজনের কাছে গড়ে ☐ টি পেন আছে।
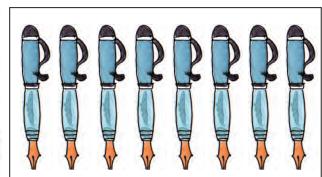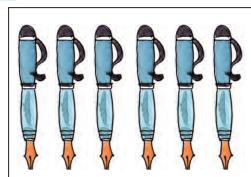
আমাদের মোট পেন আছে ☐ টি + ☐ টি = ☐

আমাদের গড় পেন আছে ☐ ÷ ☐ টি = ☐ টি।
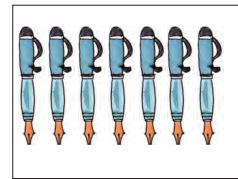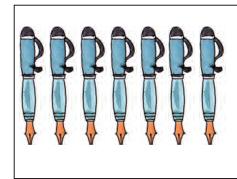
২। একটি বই রাখার আলমারিতে ৩টি তাক আছে। প্রথম তাকে ৮টি, দ্বিতীয় তাকে ১০টি ও তৃতীয় তাকে ৬টি বই আছে।

৩টি তাকে মোট ☐ টি + ☐ টি + ☐ টি

= ☐ টি বই আছে।

তাই প্রতি তাকে গড়ে ☐ ÷ ☐ টি = ☐ টি বই আছে।

৩। ৪টি ঝুড়িতে আম আছে। প্রথম ঝুড়িতে ১১টি, দ্বিতীয় ঝুড়িতে ১০টি, তৃতীয় ঝুড়িতে ১৩টি ও চতুর্থ ঝুড়িতে ১৪টি আম আছে।
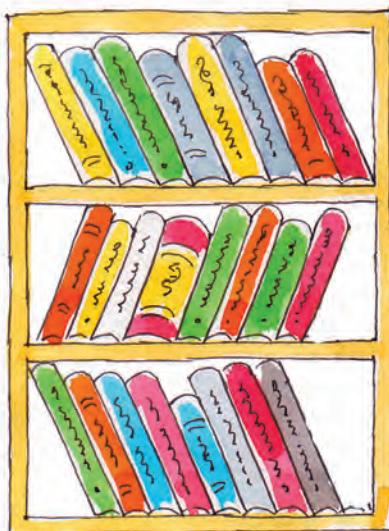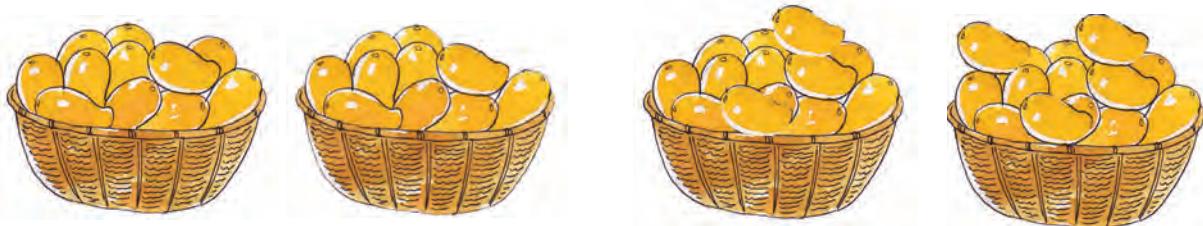
চারটি ঝুড়িতে মোট আম আছে ____ টি + ____ টি + ____ টি + ____ টি = ____ টি

চারটি ঝুড়িতে গড়ে আম আছে ____ ÷ ____ টি = ____ টি

৪। আজ সোফিয়ার বাড়িতে ১২ জন অতিথি এসেছে এবং নূরজাহানের বাড়িতে ১০ জন অতিথি এসেছে।

____ বাড়িতে বেশি অতিথি এসেছে।

ওদের দুজনের বাড়িতে গড়ে ____ জন অতিথি এসেছে।

দুজনের বাড়ির মোট অতিথি → ____ জন + ____ জন = ____ জন।

দুজনের বাড়িতে গড়ে লোক এসেছে → ____ ÷ ____ জন = ____ জন।

৫। আজ তোমাদের বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে ____ জন অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে ____ জন অনুপস্থিত। [অনুপস্থিতিতে দুটোই জোড় অথবা দুটোই বিজোড় সংখ্যা বসাই]

____ → ____ জন + ____ জন = ____ জন।

____ → ____ ÷ ____ জন = ____ জন।

আজ ঐ দুটি শ্রেণিতে গড়ে ____ জন অনুপস্থিত।

৬। আমরা বকখালি বেড়াতে যাবো। ঠাকুমা, ঠাকুরদা, দিদা, দাদু, মামা, মামী, কাকা, কাকিমা সবাই যাবে। আরো অনেকে যাবে। ধর্মতলায় গিয়ে দেখলাম ৪টি বাস দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম বাসে ৪২ জন, দ্বিতীয় বাসে ৩০ জন, তৃতীয় বাসে ২৪ জন ও চতুর্থ বাসে ৩২ জন যাবো।

আমরা সবাই মিলে, ☐ জন + ☐ জন + ☐ জন + ☐ = ☐ জন বেড়াতে যাবো।

প্রতি বাসে গড়ে ☐ জন ÷ ☐ = ☐ জন যাবো।

৭। আজ সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। তাই স্কুলে অনেকে আসতে পারেনি। প্রথম শ্রেণিতে ২২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৩০ জন, তৃতীয় শ্রেণিতে ৩৫ জন ও চতুর্থ শ্রেণিতে ২৫ জন এসেছে।

ঐ দিনের মোট উপস্থিতি হল ☐ জন + ☐ জন + ☐ জন + ☐ জন = ☐ জন।

∴ প্রতি শ্রেণিতে গড় উপস্থিতি হল ☐ জন ÷ ☐ = ☐ জন ।

৮। আমি সোমবার ৪ ঘণ্টা পড়েছি, মঙ্গলবার ৫ ঘণ্টা পড়েছি, বুধবার ৩ ঘণ্টা পড়েছি।

ঐ ৩ দিনে আমি গড়ে ☐ ঘণ্টা পড়েছি।

এসো 'গড়' কে পাল্টাই
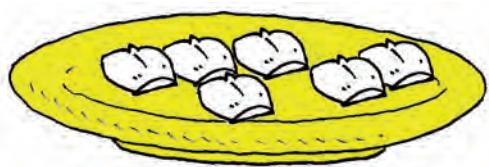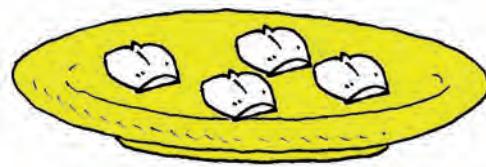
টেবিলে দুটি প্লেট আছে। প্রথম প্লেটে ৪টি এবং দ্বিতীয় প্লেটে ৬টি সন্দেশ আছে।

দুটি প্লেটে মোট [৪] টি + [৬] টি = [১০] টি সন্দেশ আছে।

∴ দুটি প্লেটে গড়ে [১০] ÷ [২] টি = [৫] টি সন্দেশ আছে।

তাই প্লেটে মোট সন্দেশ সংখ্যা [৫] এর [২] গুণ।

খালি প্লেটে কটা সন্দেশ রাখলে তিনটি প্লেটে সন্দেশের গড় ৪ হবে?

তিনটি প্লেটে গড়ে সন্দেশ আছে [৪] টি।
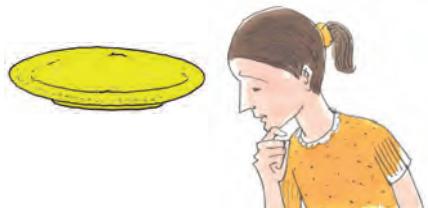
তাই তিনটি প্লেটে মোট সন্দেশ [৪] এর [৩] গুণ।

∴ [৪] × [৩] টি = ১২টি

দুটি প্লেটে মোট সন্দেশ আছে [ ] টি।

∴ তৃতীয় প্লেটে সন্দেশ রাখতে হবে [ ] টি – [ ] টি = [ ] টি।

- পাড়ার ক্রিকেট খেলায় নীলু, সুজা ও রনি গড়ে ২০ রান করেছে।

  তারা মোট কত রান করেছে?

  তাদের গড় রান হল ☐

  তাদের মোট রান হল ☐ × ☐ = ☐

- আজ প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে উপস্থিতির গড় ৩০। আজ ঐ দুই শ্রেণিতে মোট উপস্থিত হয়েছে কত জন?

  গড় উপস্থিতি হল = ☐

  মোট উপস্থিতি = ☐ × ☐ জন = ☐ জন

- ৫টি সংখ্যার গড় ৫। সংখ্যাগুলির সমষ্টি কত?

  ৫টি সংখ্যার গড় = ☐

  ৫টি সংখ্যার সমষ্টি = ☐ × ☐ = ☐

১। ছবি দেখে গড়ের সমস্যা তৈরি করি ও সমাধান করি—
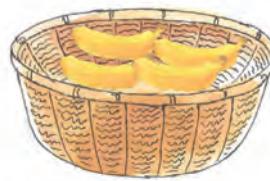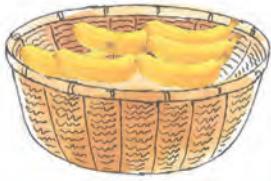
প্রথম ঝুড়িতে ৮টি কলা, দ্বিতীয় ঝুড়িতে ৬ টি কলা ও তৃতীয় ঝুড়িতে ৪টি কলা আছে।

মোট কলা আছে [৮] টি + [৬] টি + [৪] টি = ☐ টি।

ঝুড়িতে গড়ে ☐ ÷ ☐ টি = ☐ টি কলা আছে।

প্রত্যেক ঝুড়িতে গড়ে ☐ টি কলা আছে।

শিখন সামর্থ্য : গড় থেকে সমষ্টি নির্ণয়ের বাস্তব সমস্যা সমাধান করতে শিখবে।

২।

সমস্যাটি লিখে সমাধান করি

$\square \rightarrow \square + \square + \square = \square$

$\square \rightarrow \square \div \square = \square$

৩।

সমস্যাটি লিখে সমাধান করি

$\square \rightarrow \square + \square + \square + \square = \square$

$\square \rightarrow \square \div \square = \square$

শিখন সামর্থ্য : *ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই গড়ের বাস্তব সমস্যা তৈরি করে সমাধান করতে শিখবে।*

ঠিকমতো কাজ করি
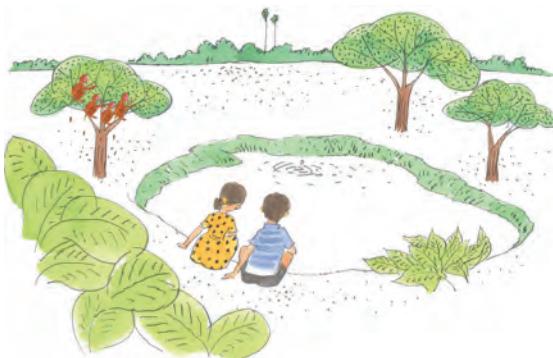
একদিন সকালে আমি ঘুম থেকে উঠে শুনি চারদিকে নানারকম আওয়াজ হচ্ছে। বাড়ির বাইরে গিয়ে দেখি আমাদের পুকুর পাড়ে একটা সজনে গাছে ৪টি হনুমান বসে আছে। হনুমানগুলো সজনে ডাঁটা খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আরো ৩টি বাচ্চা হনুমান এলো।

এতোগুলো হনুমান দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম।

আমার ভাই বলল গাছে কতগুলো হনুমান রে দিদি?

আমি গুনলাম [৪] টি + [৩] টি = ৭ টি

আরো ৫টি হনুমান এলো।

আবার দুটো হনুমান ২টি বাচ্চা হনুমানকে নিয়ে চলে গেল।

এখন গাছে রইল, [৭] + [৫] – [৪]

সমস্যাটা হল → [৪] + [৩] + [৫] – [৪] = [১২] – [৪] = [৮]

সজনে গাছের সামনের পুকুরে জেলেরা জালে প্রথমে [৬] টি মাছ তুললো, পরের বারে [৮] টি মাছ ধরা পড়ল। কিন্তু জালের ফুটো দিয়ে [২] টি মাছ পালিয়ে গেলো।

এখন জালে মাছ রইল [ ] টি + [ ] টি – [ ] টি

= [ ] টি।

সরল করি :

১। ৯+২–৩ 　　　৩। ১০+৪–৩

২। ৮+৬–২ 　　　৪। ১৫+৭–৬

১। নাজিরগঞ্জ থেকে লঞ্চ ছাড়লো। লঞ্চে ৮ জন লোক উঠলেন। মেটিয়াবুরুজে ৪ জন নামলেন। বাবুঘাটে আরো ২ জন নামলেন।

এখন লঞ্চে লোক আছে ৮ জন – ৪ জন – ২ জন

= ৪ জন – ২ জন = ২ জন।

হাতে কলমে কাঠি দিয়ে দেখি

৮ → |||||||| (৮টি কাঠি)

৮–৪ → ||||||||

→ |||| → ৪

৪–২ → |||| → || → ২

∴ (৮–৪) – ২ = ২

যদি এভাবে করি, ৮ – ৪ – ২

= ৮ – ২ = ৬

কিন্তু কোনটা ঠিক?

পরের নিয়মটা ঠিক নয়। কারণ হাতে কলমে কাঠি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি প্রথমটি ঠিক।

মেটিয়াবুরুজে ৪ জন নামলেন, তাই যাত্রী রইল ৮ জন – ৪ জন = ৪ জন

বাবুঘাটে আরো ২ জন নামলেন, তাই যাত্রী রইল ৪ জন – ২ জন = ২ জন

তাই প্রথম কাজকে আলাদা করে ঘরে রেখে লিখবো

(৮ – ৪) – ২

= ৪ – ২ = ২

প্রথম কাজটা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ( ) এইভাবে লিখবো।

( ) এই চিহ্নটার নাম প্রথম বন্ধনী।

২।
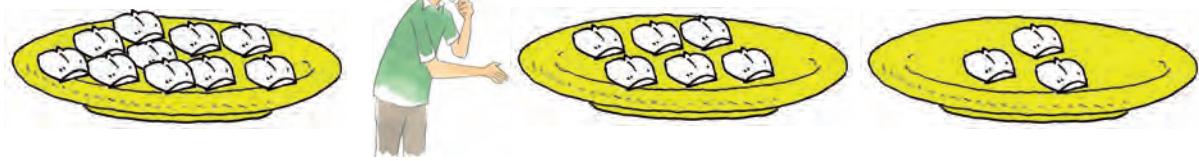
মা থালায় ১০টি সন্দেশ নিয়ে এল। ভাই ৪টি সন্দেশ তুলে নিল। মা আমাকে ৩টি সন্দেশ দিল।

এখন থালায়, (☐ – ☐)টি – ☐টি

= ☐টি – ☐টি

= ☐ টি সন্দেশ রইল।

যদি প্রথম বন্ধনী না থাকে, সরল করি

১০– ৪– ৩

= ৬– ৩

= ৩

আবার, যদি এমন হয়,

১০– (৪– ৩)

= ১০–১

= ৯

সরল করি :

ক) (৯ – ২) – ১

খ) (৮ – ৫) – ২

গ) ১০ – ৫ – ৩

ঘ) ৮ – ৬ – ১

ঙ) ১১ – (৩ – ১)

শিখন সামর্থ্য : বাস্তব সমস্যা সমাধানে প্রথম বন্ধনীর প্রয়োজনীয়তা বুঝবে ও সরলীকরণে তার ব্যবহার শিখবে।

৩।
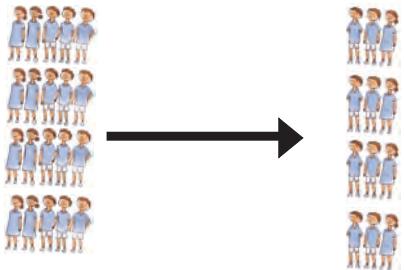
খেলার মাঠে আমরা বন্ধুরা ৪টি সারিতে দাঁড়িয়েছি। প্রত্যেক সারিতে ৫ জন ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়েছি। প্রত্যেক সারি থেকে ২জন করে ছেলেমেয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল।

এখন মোট ☐ জন ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রথম কাজ → চলে যাওয়ার পর প্রতি সারিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি [৫] জন – [২] জন = [৩] জন

দ্বিতীয় কাজ → এখন ৪টি সারিতে মোট দাঁড়িয়ে আছি [৪] × [৩] জন = [১২] জন।

গণিতের ভাষায়, (৫ – ২) × ৪

= ৩ × ৪

= ১২

হাতে কলমে কাঠি দিয়ে দেখি:

৫ → |||||

৫–২ → |||~~||~~ → |||

(৫– ২) × ৪ → ||| ||| ||| ||| → |||||||||||| → [১২]

সরল করি :

(ক) (১০– ৮) × ২

(খ) (৩২ – ৪) × ৩

(গ) (৮ + ২) × ৪

(ঘ) (৭ + ২) × ২

৪। রীতা দোকান থেকে ২ প্যাকেট বিস্কুট কিনে আনল। ১ প্যাকেটে ১০টি বিস্কুট আছে। সেখান থেকে ভাইকে ৪টি বিস্কুট দিল।

প্রথম কাজ → ১ প্যাকেটে ১০টি বিস্কুট আছে।
২ ,, ১০ × ২টি = ২০ টি বিস্কুট আছে।

দ্বিতীয় কাজ → ২০টি বিস্কুট থেকে ভাইকে ৪টি দিল।
পড়ে রইল ২০টি – ৪টি = ১৬টি বিস্কুট।

গণিতের ভাষায়, ২ × ১০ – ৪
= ২০ – ৪
= ১৬

যদি এভাবে করি: ২ × ১০ – ৪
= ২ × ৬
= ১২

এটা সম্ভব কিনা হাতে কলমে করে দেখি।

হাতে কলমে কাঠি দিয়ে দেখি:

২ × ১০ → |||||||||| ||||||||||

২ × ১০ – ৪ → |||||||||| |||||||||| → ১৬

১০ × ২ → || || || || || || || || || ||

১০ × ২ – ৪ → || || || || || || || || || || → ১৬

এবার একটি বাক্সে |||||||||| |||||||||| → ২ × ১০ টি কাঠি রাখলাম।

→ |||||||||| |||||| ||||

(২ × ১০) – ৪ → |||||||||||||||| → ১৬

৫। রেহানা বাজারে আম বিক্রি করে। সে তিন ঝুড়ি আম নিয়ে গেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ঝুড়িতে [২৪] টি করে আম আছে। তৃতীয় ঝুড়িতে [২৫] টি আম আছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় ঝুড়িতে মোট □ × □ টি = □ টি আম আছে।

তিনটি ঝুড়িতে মোট □ টি + □ টি = □ টি আম আছে।

∴ গণিতের ভাষায় মোট আম □ × □ টি + □ টি।

= □ টি + □ টি।

= □ টি।

৬। তুমি দোকান থেকে তিন বাক্স সন্দেশ কিনলে। প্রতিবাক্সে ৫টি করে সন্দেশ আছে। সেখান থেকে ২ টি সন্দেশ ভাইকে দিলে। তোমার কাছে কতগুলো সন্দেশ রইলো ?

৩টি বাক্সে মোট □ × □ টি = □ টি সন্দেশ আছে।

ভাইকে ২টি সন্দেশ দেওয়ার পরে আমার কাছে থাকে □ টি – □ টি = □ টি সন্দেশ

গণিতের ভাষায়, □ × □ – □

= □ – □

= □

হাতে কলমে কাঠি দিয়ে দেখি

৫ → |||||

৩ × ৫ → (|||||) (|||||) (|||||)

(৩ × ৫ – ২) → ||||| ||||| |||~~||~~ → ১৩

সরল করি : (ক) ৯ × ৫ + ৭ (খ) ২১ × ৩ – ৬

(গ) ১৫ × ৩ – ৬ (খ) ২৫ × ২ + ৭

৭। আজ আমরা 'মিউজিক্যাল চেয়ার' খেলব। ১৫ জন মিলে এই খেলা খেলছি। ৬টি চেয়ার গোল করে রেখেছি। প্রত্যেক চেয়ারে ২জন করে বসতে পারি। মিউজিক শুরু হল। কিছুক্ষণ পরে মিউজিক শেষ হল। আমরা কতজন চেয়ারে বসতে পারলাম না?

১টি চেয়ারে বসেছে ২ জন

৬ ,, ,, ,, [৬] × [২] জন = [১২] জন

∴ দাঁড়িয়ে আছে [১৫] জন − [১২] জন = [৩] জন

∴ গণিতের ভাষায়, [১৫] − [৬] × [২] = [১৫] − [১২] = [৩]

৮। মিতার কাছে ১৩টি লজেন্স আছে। সেখান থেকে মিতা ৩ বন্ধুকে ৩টি করে লজেন্স দিল। তার কাছে কতগুলো লজেন্স পড়ে রইলো?

মিতা ৩ বন্ধুকে মোট দিল [ ] × [ ] টি = [ ] টি লজেন্স।

মিতার কাছে পড়ে রইলো, [ ] টি − [ ] টি = [ ] টি লজেন্স।

গণিতের ভাষায়, [ ] − [ ] × [ ] = [ ] − [ ] = [ ]

হাতে কলমে কাঠি দিয়ে দেখি :

৩ → |||

৩ × ৩ → (|||) (|||) (|||) → |||||||||

১৩ → |||||||||||||

১৩ − ৩ × ৩ → ||||~~|||||||||~~ → |||| → ৪

৯। আমি ৫টি খেলনাগাড়িতে চাকা লাগাব। আমার কাছে ২৩টি চাকা আছে। প্রতিটি গাড়িতে ৪টি চাকা লাগালাম। গাড়িতে চাকা লাগানোর পরে কতগুলি চাকা পরে রইল হিসাব করে লিখি।

১টি গাড়িতে চাকা লাগালাম ☐ টি

∴ ৫টি গাড়িতে চাকা লাগালাম ☐ × ☐ টি

গাড়িতে চাকা লাগানোর পরে চাকা পরে রইল ☐ টি - ☐ টি = ☐ টি

গণিতের ভাষায়, ☐ - ☐ × ☐ = ☐ - ☐ = ☐

সরল করি :

(ক) ১০ – ৪ × ২

(খ) ৪০ – ৬ × ৪

(গ) ৬০ + ২ × ৫

(ঘ) ৫০ – ৮ × ৩

(ঙ) ৩৮ + ৫ × ৩

(চ) ২২ + ৮ × ২

[সরলে প্রথম বন্ধনী না থাকলে, গুণ ও যোগ/বিয়োগের মধ্যে ☐ এর কাজ সর্বদা আগে হবে]

শিখন সামর্থ্য : 'সরলে গুণ ও যোগ অথবা বিয়োগের মধ্যে কোন কাজ আগে হবে'—তা বাস্তব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বুঝে সরলীকরণে ব্যবহার করবে।
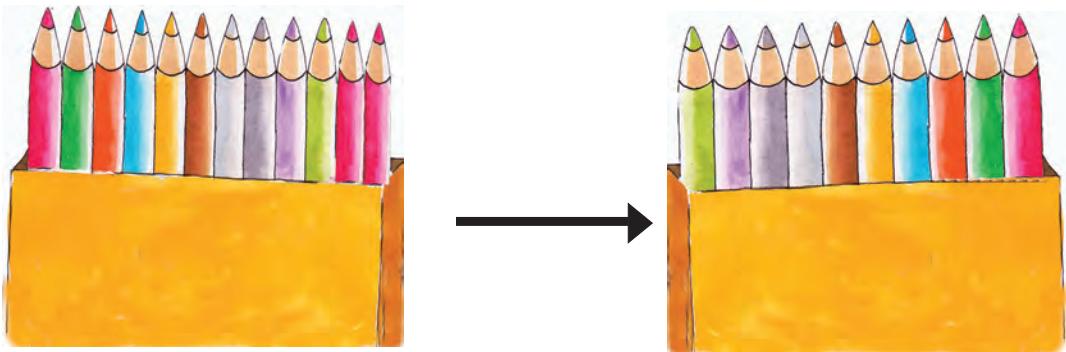
৯। সুধা ১২টি রং পেনসিল স্কুলে নিয়ে গেল। কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখল ২টি রং পেনসিল হারিয়ে গেছে। বাকি রং পেনসিলগুলো সুধা ও তার ভাই সমান ভাগ করে নিল। সুধার কাছে কতগুলো রং পেনসিল থাকলো?

প্রথম কাজ → বাকি রং পেনসিল → [১২] টি – [২] টি = [১০] টি

দ্বিতীয় কাজ → দুজনে সমান ভাগে ভাগ করলে সুধা পায়,

[১০] ÷ [২] টি = [৫] টি

∴ গণিতের ভাষায়, ([১২] – [২]) ÷ [২]

= [১০] ÷ [২] = [৫]

হাতে কলমে কাঠি দিয়ে দেখি:

১২ → | | | | | | | | | | | |

(১২ – ২) → | | | | | | | | | | | |

→ (| | | | |) (| | | | |)

(১২ – ২) ÷ ২ → (| | | | |) → ৫

১০। ২৪ জনের একটি দল বেলুড় থেকে নৌকায় দক্ষিণেশ্বর যাবে। নদীর ঘাটে দুটি নৌকা বাঁধা আছে। কিন্তু ৬ জন বাসে চলে গেল। বাকিরা সমান দুই ভাগে দুটি নৌকায় উঠলো। প্রতি নৌকায় কত জন উঠলো?

∴ গণিতের ভাষায়, (☐ – ☐) ÷ ☐

= ☐ ÷ ☐

= ☐

সরল করি

ক) (১০– ২) ÷ ২

খ) (৩০ – ৩) ÷ ৩

গ) (৪২ – ৬) ÷ ৪

ঘ) (৫৩ – ৮) ÷ ৫

১১। আমাদের স্কুলের খেলার মাঠে আমরা সবাই মিলে এলোমেলো ভাবে খেলছিলাম। শিক্ষক মহাশয় এসে আমাদের ২০ জনের সবাইকে ৫টি লাইনে সমান ভাগে ভাগ হয়ে দাঁড়াতে বললেন। তাই প্রতি লাইনে দাঁড়িয়েছি ২০ ÷ ৫ জন।

প্রথম কাজ → ২০ ÷ ৫ জন = ৪ জন

কিন্তু একটু পরে আরো ২জন ছাত্র এল। শিক্ষক প্রথম লাইনে দাঁড়াতে বললেন।

তাই প্রথম লাইনে দাঁড়িয়েছি।

দ্বিতীয় কাজ → ৪ জন + ২ জন = ৬ জন

গণিতের ভাষায় পাই,		যদি এমন হয়—২০ ÷ ৫ + ২
	২০ ÷ ৫ + ২	
	= ৪ + ২	= ২০ ÷ ৭
	= ৬	ভাগ করা যাচ্ছে না।

হাতে কলমে কাঠি দিয়ে দেখি

২০ → ||||||||||||||||||||

→ (||||) (||||) (||||) (||||) (||||)

২০ ÷ ৫ → (||||)

২০ ÷ ৫ + ২ → (||||) + (||) → (||||||) → ৬

[তাই বন্ধনী না থাকলে সরলে আগে ভাগ (÷) পরে যোগ (+) বা বিয়োগ (–) হয়।]

সরল করি

(ক) ৩৬ ÷ ৬ – ৩ (খ) ৪৫ ÷ ৩ + ২

(গ) ৬৩ ÷ ৭ – ৪ (ঘ) ৮১ ÷ ৯ + ১

১২। টেবিলের উপরে একটা প্লেটে ৮ টি লিচু আছে। বোন প্লেটের ৪টি লিচু সমান দুইভাগে ভাগ করে এক ভাগ তুলে খেয়ে নিল। প্লেটে কতগুলো লিচু থাকল?

প্রথম কাজ → বোন খেয়ে নিল → ৪ ÷ ২ টি = ২ টি লিচু।

দ্বিতীয় কাজ → প্লেটে রইল → ৮ টি – ২ টি = ৬ টি লিচু।

গণিতের ভাষায় পাই, ৮ – ৪ ÷ ২
= ৮ – ২
= ৬

(২) যদি এমন হয়, ৮ – ৪ ÷ ২
= ৪ ÷ ২
= ২

কোনটি ঠিক, হাতে কলমে দেখি।

হাতে কলমে কাঠি দিয়ে দেখি ।

৪ → ||||
→ (||) (||)
৪ ÷ ২ → || → ২
৮ → ||||||||
৮ – ৪ ÷ ২ → |||||||/ → |||||| → ৬

তাই প্রথম নিয়মটা ঠিক।

প্রথম বন্ধনী না থাকলে ভাগের আগে বা পরে যোগ/বিয়োগ থাকলে আগে ভাগের কাজ হয়।

১৩। ঝুড়িতে ১০টি জাম আছে। ঝুড়ির ৬টি জাম সমান তিন ভাগ করে এক ভাগ খেয়ে নিলাম। এখন ঝুড়িতে কতগুলো জাম রইল?

গণিতের ভাষায়, ☐ – ☐ ÷ ☐
= ☐ – ☐ = ☐

এখন ঝুড়িতে ☐ টি জাম রইল।

সরল করি

(ক) ১২ – ১০ ÷ ২　　(খ) ২০ – ৮ ÷ ৪

(গ) ৩০ + ১০ ÷ ৫　　(ঘ) ২২ + ১২ ÷ ৪

শিখন সামর্থ্য : *সরল করার সময় ভাগের আগে বা পরে যোগ/বিয়োগ থাকলে আগে কোন প্রক্রিয়া হবে—তা বাস্তব সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে বুঝে সরলীকরণে ব্যবহার করবে।*

১৪। দীপু তার ৪ জন বন্ধুকে ২টি দলে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যেতে বলল। একটি দলকে ৮টি লজেন্স দিয়ে সমান ভাগে ভাগ করে নিতে বলল। ঐ দলের প্রত্যেকে কতগুলো লজেন্স পাবে?

প্রথম কাজ → ৪ ÷ ২ = ২

∴ প্রতি দলে আছে ২ জন

দ্বিতীয় কাজ → প্রত্যেকে লজেন্স পায় ৮ ÷ ২টি = ৪টি

গণিতের ভাষায়, ৮ ÷ (৪ ÷ ২)

= ৮ ÷ ২

= ৪

দীপু অন্য দলকে ১০টি বিস্কুট দিল ও সমান ভাগে ভাগ করে নিতে বলল।

প্রত্যেকে কতগুলো বিস্কুট পেল?

গণিতের ভাষায়, ☐ ÷ (☐ ÷ ☐)

= ☐ ÷ ☐

= ☐

হাতে কলমে কাঠি ও বোতাম দিয়ে দেখি

৪ → | | | |

→ (| |) (| |)

৪ ÷ ২ → (| |) → ২

৮ → ● ● ● ● ● ● ● ●

৮ → [● ● ● ●] [● ● ● ●]

৮ ÷ (৪ ÷ ২) → ● ● ● ● → ④

হাতে কলমে বিস্কুটের সমস্যা সমাধান করে দেখি

সরল করি :

(ক) ২০ ÷ (৮ ÷ ২)　　　　(খ) ৩০ ÷ (১০ ÷ ২)

১৫। ছবি, প্রিয়া, মাসুম ও মানিক কাগজের নৌকা তৈরি করছে। তারা ২৪টি কাগজের নৌকা তৈরি করেছে। এরপর নিজেরা সমান ভাগে ভাগ করে নিল। প্রিয়া আবার নিজের ভাগের নৌকাগুলি ভাই-এর সঙ্গে সমান ভাগে ভাগ করে নিল। প্রিয়ার ভাই কতগুলো নৌকা পেল?

প্রথমে প্রিয়া পায়, [২৪] ÷ [৪]টি = [৬]টি নৌকা

প্রিয়ার ভাই পায় [৬] ÷ [২]টি = [৩] টি নৌকা

∴ গণিতের ভাষায় পাই, [২৪] ÷ [৪] ÷ [২]

= [৬] ÷ [২] = [৩]

যদি এমন হয়, [২৪] ÷ [৪] ÷ [২]

= [২৪] ÷ [২] = ১২

কোন নিয়মটা ঠিক হল?

হাতে কলমে কাঠি দিয়ে দেখি

২৪ → |||||||||| |||||||||| ||||

→ (||||||) (||||||) (||||||) (||||||)

২৪ ÷ ৪ → |||||| → (|||) (|||)

(২৪ ÷ ৪) ÷ ২ → ||| → ৩

তাই প্রথম নিয়মটা ঠিক।

[সরলে বন্ধনী না থাকলে একাধিক ভাগের ক্ষেত্রে বাঁদিক থেকে পরপর করতে হয়।]

সরল করি :

(ক) ৩৬ ÷ ৬ ÷ ৩ (খ) ৪৮ ÷ ৪ ÷ ২

১৬। আজ টিফিনে আমরা ৮ জন বন্ধু প্রত্যেকে ২ টি করে বিস্কুটের প্যাকেট এনেছি। প্রতি প্যাকেটে ৬টা করে বিস্কুট আছে। আমাদের কাছে কটি বিস্কুট আছে?

প্রথম কাজ— ১জনের কাছে আছে [২] টি প্যাকেট।

৮ ,, ,, ,, [৮] × [২] টি প্যাকেট।

= [১৬] টি প্যাকেট।

দ্বিতীয় কাজ— ১টি প্যাকেটে আছে [৬] টি বিস্কুট।

১৬ ,, ,, [১৬] × [৬] টি বিস্কুট।

মোট বিস্কুট আছে ৯৬ টি।

গণিতের ভাষায় পাই,

$(\boxed{৮} \times \boxed{২}) \times \boxed{৬}$

$= \boxed{১৬} \times \boxed{৬}$

$= \boxed{৯৬}$

যদি এমন হয়,

$\boxed{৮} \times (\boxed{২} \times \boxed{৬})$

$= \boxed{৮} \times \boxed{১২}$

$= \boxed{৯৬}$

$\therefore$ (৮ × ২) × ৬ = ৮ × (২ × ৬)

[সরল করার সময় পরপর গুণ থাকলে, বন্ধনীর প্রয়োজন নেই। প্রথমে যেকোনো দুটি সংখ্যা গুণ করা যায়।]

সরল করি:

(১) ৪৩ + ৬ – ৮	(২) (৬৮ – ৫) – ১২
(৩) ৪৪ – ৮ – ১০	(৪) (৭২ – ৮) × ৬
(৫) ৯৬ × ২ – ২২	(৬) ১৩৪ – ২৬ × ৩
(৭) (৮৮ – ৮) ÷ ৮	(৮) ৮৮ – ৮ ÷ ৮
(৯) ৯০ ÷ ৫ + ৮	(১০) ১০ + ১৫ ÷ ৫
(১১) ৬৪ ÷ ৮ ÷ ৮	(১২) ১২ × ৮ × ২
(১৩) ২৫ × ৪ × ৩	(১৪) ৬৪ ÷ (১৬ ÷ ৮)
(১৫) ২৭ – (৮ – ১)	(১৬) (২৭ – ৮) – ১
(১৭) ১৬ ÷ ৪ ÷ ২	(১৮) ১৬ ÷ (৪ ÷ ২)
(১৯) ১৫ – ১৬ + ৮	(২০) ২৭ – ৩০ + ৫
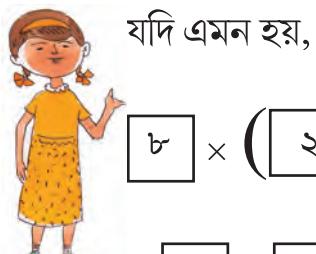
শিখন সামর্থ্য : সরল করার সময় একাধিক ভাগ বা গুণ থাকলে কোন প্রক্রিয়া আগে করবে, কখন প্রথম বন্ধনী দিতে হবে—তা বাস্তব সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে বুঝবে ও সরলীকরণে ব্যবহার করবে।

ক্যালেন্ডার তৈরি করি

২০১২ ফেব্রুয়ারি

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
			১			
৫						
১৯						
			২৯			

২০১১ ফেব্রুয়ারি

রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি
		১	২	৩	৪	
৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩			১৬	১৭	১৮	
২০						

→

২	৩	৪
৯	১০	১১
১৬	১৭	১৮

এই বর্গের কী মজা আছে দেখি—

৯ + ১০ + ১১ = ☐

৩ + ১০ + ১৭ = ☐

১৬ + ১০ + ৪ = ☐

২ + ১০ + ১৮ = ☐

কী মিলপেলাম দেখি—
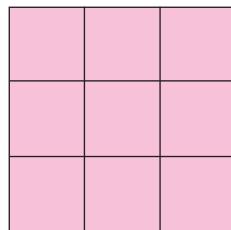
ক্যালেন্ডার থেকে একই রকমের বর্গ তৈরি করি।

ক্যালেন্ডার না দেখে মজা করি

২০১১ সালের ক্যালেন্ডার ও ২০১২ সালের ক্যালেন্ডারে প্রধান তফাত দেখি।

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস [২৮] দিনে।

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস [ ] দিনে।

কারণ সাধারণত প্রতি চার বছর অন্তর লিপ্‌ইয়ার হয়।

আমরা জানি, [ ] দিনে ১ সপ্তাহ

আবার, ৭ × [ ] দিন = ২৮ দিন

যেহেতু ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস [মঙ্গলবার] দিয়ে শুরু।

তাই ২০১১ সালের মার্চ মাসও [মঙ্গলবার] দিয়ে শুরু। কারণ ২৮, ৭ দিয়ে বিভাজ্য

২০১২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি [বুধবার]

তাই ২০১২ সালের ১ মার্চ [বৃহস্পতিবার]

কারণ

```
      ৪
   দ এ
৭ ) ২ ৯
   -২ ৮
      ১
```

অর্থাৎ বুধবারের ১ দিন পরে।

২০১১ সালের ১ জানুয়ারি [শনিবার]

কিন্তু ২০১১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি [ ] বার

কারণ

```
      ৪
   দ এ
৭ ) ৩ ১
   -২ ৮
      ৩
```

অর্থাৎ শনিবারের ৩ দিন পরে।

২০১২ সালের ১ জানুয়ারি [রবি] বার।

২০১২ সালের ১ফেব্রুয়ারি [ ] বার।

কারণ

এবার ক্যালেন্ডার দেখে উত্তর মিলিয়ে দেখি

কোনো বছরের মার্চ মাস [সোম] বারে শুরু হলে

ঐ বছরের এপ্রিল মাস [ ] বার হবে।

কারণ

২০১২ সালের ১ অক্টোবর [ ] বার।

১ নভেম্বর [ ] বার।

কারণ

একটা বছরে কতগুলো সপ্তাহ দেখি

তাই এক বছর = ____ দিন = ____ সপ্তাহ ১ দিন

২০১১ সালের জানুয়ারি মাস শনি বার শুরু হলে

২০১২ সালের জানুয়ারি মাস রবি বার হবে। (কারণ, ১ দিন পরে)

২০১০ মার্চ মাস সোম বার শুরু হলে, ২০১১ সালের মার্চ মাস ____ বার হবে।

নিজে করি

১) ২০১০ সালের১এপ্রিল বৃহস্পতি বার।

২০১১ সালের ১ এপ্রিল ____ বার।

২) ২০১১ সালের ১ মে রবি বার।

২০১০ সালের ১ মে ____ বার।

৩) ২০১১ সালের ১ জুন বুধ বার।

২০১০ সালের ১ জুন ____ বার।

কিন্তু লিপ্ ইয়ার হলে ১ বছর = ____ দিন = ৫২ সপ্তাহ ____ দিন

তাই ২০১২ সালের জানুয়ারি মাস ____ বার শুরু হলে

২০১৩ সালের জানুয়ারি মাস ____ বার শুরু হবে।

২০১২-সালের ক্যালেন্ডার দেখে বার বসাই, আর ২০১৩-সালের ক্যালেন্ডার তৈরি করি :

১) ২০১২ সালের মে দিবস [ ] বার হলে,
২০১৩ সালের মে দিবস [ ] বার হবে।

২) ২০১২ সালের স্বাধীনতা দিবস [ ] বার হলে,
২০১৩ সালের স্বাধীনতা দিবস [ ] বার হবে।

৩) ২০১২ সালের নেতাজীর জন্মদিন [সোম] বার,
২০১৩ সালের নেতাজীর জন্মদিন [বুধ] বার হবে।

৪) ২০১২ সালের প্রজাতন্ত্র দিবস [ ] বার হলে,
২০১৩ সালের প্রজাতন্ত্র দিবস [ ] বার হবে।

শিখন সামর্থ্য : *ক্যালেন্ডারের মজা খুঁজবে। ক্যালেন্ডারে কোনো বছরের কোনো মাসের বিশেষ তারিখ কী বার জানা থাকলে তা থেকে পরবর্তী বা পূর্ববর্তী বছরের সেই তারিখ কী বার হবে নির্ণয় করতে শিখবে।*

সংখ্যার বিন্যাস তৈরি করি

দুই ও তিন অঙ্কের সংখ্যার ছন্দ তৈরি করি

১) ১১, ১১১, ২২, ২২২, ৩৩, ৩৩৩, ____, ____, ____, ____

২) ১২, ১২৩, ২৩, ২৩৪, ৩৪, ৩৪৫, ____, ____, ____, ____

৩) ১০০, ১১০, ১২০, ১৩০, ১৪০, ১৫০, ____, ____, ____, ____

৪) ১০, ১১০, ২০, ১২০, ৩০, ১৩০, ____, ____, ____, ____

৫) ১০১, ১৫১, ২০১, ২৫১, ৩০১, ৩৫১, ____, ____, ____, ____

৬) ২৫, ৫০, ৭৫, ____, ____, ____, ____, ২০০, ২২৫, ২৫০

৭) ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৭, ৪২, ৪৮, ____, ____, ____, ____

৮) ৭২, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৮২, ____, ____, ____, ____

৯) ২১, ৪১, ৬১, ৮১, ১০১, ১২১, ____, ____, ____, ____

১০) ৯৯, ১০১, ১০৩, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ____, ____, ____, ____

১১) ৫০১, ৪৯৯, ৪৯৭, ____, ____, ____, ____, ৪৮৭, ৪৮৫, ৪৮৩,

১২) ৭৫০, ৭২৫, ৭০০, ৬৭৫, ৬৫০, ৬২৫, ____, ____, ____, ____,

শিখন সামর্থ্য : *একাধিক সংখ্যার বিশেষ বিন্যাসের নিয়ম আবিষ্কার করে পরের সংখ্যাগুলো লিখতে শিখবে।*

হারিয়ে যাওয়া সংখ্যা খুঁজি
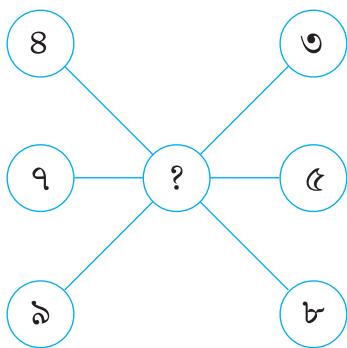
২)
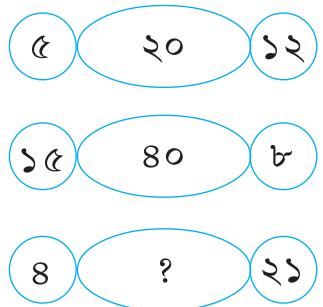
৩)
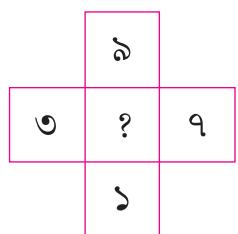
৪)
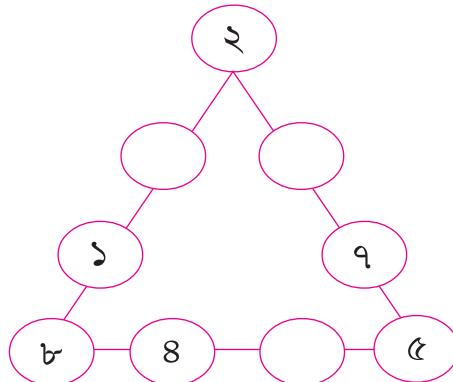
৫)
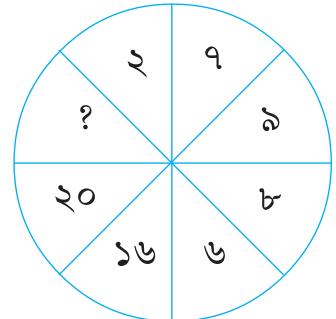
৬)
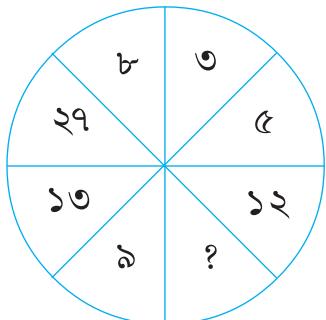
৭) ১০ টি ঘুঁটির মাত্র তিনটি ঘুঁটি সরিয়ে ত্রিভুজটিকে উল্টে দিই—
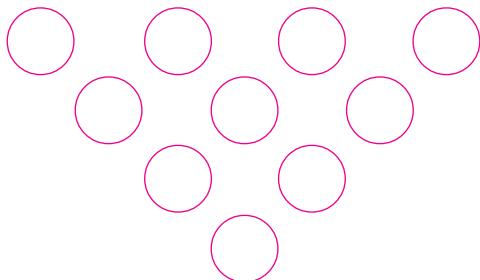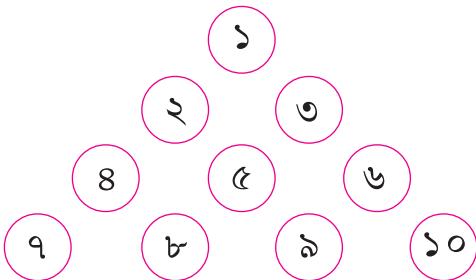
৮) তিনটি সংখ্যা লিখি যাদের গুণফল ও যোগফল সমান।

সংখ্যা তিনটি হল ______, ______, ______

শিখন সামর্থ্য : যুক্তি দিয়ে সমাধান করে অঙ্কের মজা উপলব্ধি করবে।

আমার পাতা-১

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও :

আমার পাতা-২

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও :

শিখন পরামর্শ

- জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা (NCF) 2005 -এর পরামর্শ এই যে শিশু যেন তার বিদ্যালয় জীবন ও বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের সঙ্গে সর্বদা সংযোগ ঘটাতে পারে। এই নথি নির্দেশ করে যে শিশুর শিক্ষা যেন কেবলমাত্র বই থেকে না হয়। শুধুমাত্র বই থেকে শিক্ষা হলে শিশুর শিক্ষায় বিদ্যালয়, বাড়ি এবং সমাজ থেকে শিক্ষার ভেতর একটি ফাঁকের সৃষ্টি হয়। জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখার এই নথির উপর ভিত্তি করেই বর্তমান পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই তৈরি করা হয়। আরো পরামর্শ এই যে শিশুর শিক্ষা যেন বিষয়কেন্দ্রিক না হয়। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যতটা সম্ভব সে যেন সম্পর্ক খুঁজে পায়।

- আশা করা যায়, শিক্ষক/শিক্ষিকারা এই পাঠ্যবইটি ব্যবহার করবেন যতটা সম্ভব এই নীতি ও নীচের পরামর্শ অনুধাবন করে।

- বর্তমানে শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক, শিক্ষক/শিক্ষিকা সহায়ক মাত্র। অর্থাৎ শিশু যে জন্মের পর থেকেই বাড়ি, পরিবেশ, সমাজ থেকে অনেক কিছুই শিখে ফেলে সেটা শিক্ষক/ শিক্ষিকারা খেয়াল রাখবেন। কোনো বিষয় জানানোর আগে সেই বিষয়ে শিশুর পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের দিকে খেয়াল রেখে সহায়তা করবেন। শিশুর চিন্তা বা যুক্তি কোনোভাবে যাতে আটকে না যায়, সে যেন মুক্ত চিন্তায় যেতে পারে সে দিকে সর্বদা খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

- পাঠ্যবই শিশুর শিক্ষার একটি সহায়ক মাত্র। একমাত্র সহায়ক নয়। শিশুর শিক্ষা যাতে আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে তার জন্য বিভিন্ন শিখন সম্ভারের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

- গণিত শিক্ষায়, শিশুর যেন মূর্ত বস্তু থেকে বিমূর্তের ধারণা জন্মায়। তা নাহলে শিশুর কাছে গণিত বিষয় একটি ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে।

- শিক্ষক/শিক্ষিকারা যেন শিশুর পরিচিত পরিবেশ থেকে কিছু বাস্তব সমস্যা তৈরি করে গণিতের কোনো অধ্যায় শুরু করেন। তারপর সম্ভব হলে সক্রিয়তা ভিত্তিক কাজের (Activity) মাধ্যমে সেই অধ্যায় সম্পর্কে শিশুর মনে যুক্তিপূর্ণ ধারণার জন্ম দেন। শিশুর চিন্তা ও যুক্তির স্বচ্ছতা আসার পরেই যেন সে বিমূর্ত বিষয় নিয়ে কাজ করে।

- শিক্ষক/শিক্ষিকারা যেন লক্ষ রাখেন শিশু বইটি থেকে নিজে নিজেই কতদূর পর্যন্ত কোনো একটি অধ্যায় শিখতে পারে। যখন সে ঐ অধ্যায়ের কোনো একটি অংশ শিখতে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখনই তাঁরা যেন ধীরে ধীরে সহায়তা করেন, যাতে সে সমস্যাটি সমাধানের পথ নিজেই খুঁজে পায়।

- শিক্ষিকা/শিক্ষিকা কোনো অধ্যায় সম্পর্কে প্রথমে শিশুর কাছে এমনভাবে গল্প বলবেন যাতে শিশু প্রথমে কিছু বুঝতে না পারে যে তাকে কিছু শেখানো হচ্ছে।

- টেলিভিশনে দুজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের রান করা থেকে কোনো একটি গল্প দিয়ে পাঠ্যবইয়ের একটি অধ্যায়ে কোনো অঙ্ক শুরু করা হয়েছে। টেলিভিশন দেখতে গিয়ে শিশু আর কোথায় কোথায় অঙ্ক খুঁজে পেতে পারে সেরকম অঙ্ক তৈরি করে শিক্ষক/শিক্ষিকারা তাদের উৎসাহিত করতে পারেন। তাহলে শিশু তখন ধীরে ধীরে এভাবে অনেক বিষয়ের মধ্যে গণিত খুঁজতে চাইবে এবং গণিত বিষয়টি তার কাছে আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে।

- শিশু যাতে মনে মনে তাড়াতাড়ি কোনো অঙ্ক করতে পারে (মানসাঙ্ক) সেদিকে শিক্ষক/শিক্ষিকারা যেন যথেষ্ট খেয়াল রাখেন। গণিতের প্রতিটি অধ্যায় থেকেই শিশু যদি মানসাঙ্ক করতে শেখে তাহলে শিশুর চিন্তা, যুক্তি ও গণনা করার

ক্ষমতা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়।

- শিশু গণিতের কোনো অধ্যায় শেখার সময় শিক্ষক/শিক্ষিকারা ঐ অধ্যায়ের উপর এমনভাবে যদি একটি তালিকা তৈরি করেন যাতে ঐ অধ্যায় থেকে শিশুর শিখনের যতগুলো সম্ভাবনা থাকে সবগুলিই সে শেখে। যেমন, ভাগের ক্ষেত্রে

  ১) ভাজ্য, ভাজক, ভাগফল দেওয়া আছে ভাগশেষ বের করা।

  ২) ভাজক, ভাগফল,ভাগশেষ দেওয়া আছে ভাজ্য বের করা।

  ৩) ভাজ্য,ভাজক, ভাগশেষ দেওয়া আছে, ভাগফল বের করা।

  ৪) ভাজ্য, ভাগফল, ভাগশেষ দেওয়া আছে ভাজক বের করা।

  ৫) ভাজক ২ হলে ভাগশেষ কী কী হতে পারে?

  ৬) ভাজক ২, ভাগশেষ ১ হলে ভাজ্য ১০ থেকে ২০ এর মধ্যে কী কী হতে পারে?

- শিশুর কাছে কোনো গাণিতিক পরিভাষা বা চিহ্ন নির্দেশ আকারে প্রথম থেকে না আনাই ভালো যেটা শিশুর শিখনে প্রথমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। যেমন শিশুকে প্রথমেই ≠ চিহ্ন না জানিয়ে যদি শিক্ষক/শিক্ষিকারা কতকগুলো গল্পের মধ্যে দিয়ে অসমানের ধারণা দেন যেমন রূপার বাক্সের পেনসিলের সংখ্যা ও নাসিমার বাক্সের পেনসিলের সংখ্যা সমান নয়, তাহলে শিশুর শিখন ভালো হয়। এরকম অসমানের গল্প বলে তারপর এই অসমান কথাটিকে যদি তারা গাণিতিক চিহ্নে রূপান্তরিত করেন তাহলে শিশুর পক্ষে বুঝতে সুবিধে হয়।

- গণিতের কোনো প্রক্রিয়া শিশু যেন না বুঝে মুখস্থ করে না নেয়। প্রত্যেকটা প্রক্রিয়া যেন সে যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারে কেন হয়। শিক্ষক/শিক্ষিকারা সেদিকে যেন যথেষ্ট খেয়াল রাখেন। যেমন যোগ,বিয়োগ,গুণের ক্ষেত্রে কাজ শুরু ডানদিক থেকে কিন্তু ভাগের ক্ষেত্রে শুরু হয় বাঁদিক থেকে। শিশু যেন সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের ভেতর দিয়ে এরকম কেন হয় সেটা যুক্তি সহকারে বুঝতে পারে।

- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকার দেওয়া কোনো অঙ্ক কোনো শিশু তাড়াতাড়ি সমাধান করে যেন চুপ করে বসে না থাকে। যে তাড়াতাড়ি অধ্যায়টি বুঝে এগিয়ে যাচ্ছে শিক্ষক/শিক্ষিকারা তাকে আরও কঠিন থেকে কঠিনতর যুক্তি নির্ভর অঙ্ক দিয়ে এবং যে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে তাকে ধীরে ধীরে যুক্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবেন।

- শ্রেণিকক্ষের ও বাস্তবের সমস্যা বুঝে শিক্ষক/শিক্ষিকারা নিজেরাই শিশুর যুক্তিপূর্ণ আনন্দদায়ক শিক্ষার জন্য পাঠ্যবইটিকে আরও কেমন করে ভালোভাবে ব্যবহার করা যাবে সেটিরও পরামর্শ জানাবেন।

- শিশুশিক্ষার্থীর সুবিধার কথা ভেবে বাংলাভাষায় অতিপ্রচলিত যে-শব্দগুলির দুটি অর্থ আছে, তাদের বানানে আমরা সামান্য পার্থক্য এনেছি । এইজন্য হতো, হলো, মতো, ভালো, করো প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।.

- শিক্ষক - শিক্ষিকাদের সুবিধার্থে, সুসংহত পাঠদানের জন্য মাস অনুযায়ী একটি পাঠ পরিকল্পনার নমুনা দেওয়া হলো (পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ।

পাঠ পরিকল্পনা